Approved by the Board of Studies of the Patna University for the candidates appearing at the I, A. Examination.

গৌরাঙ্গ

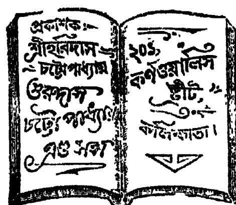
(তৃতীয় সংস্করণ)

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

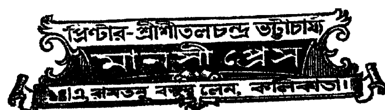
প্রণীত

সন ১৩২৯

মূল্য ১।॰ পাঁচ সিকা


প্রকাশক:-
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।


& SONS


প্রিণ্টার-শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

পরিচয়

(প্রথম সংস্করণ হইতে)

বহুপ্রাণভক্ত-রচিত জীবনচরিতে গৌরাঙ্গে অতিপ্রাকৃত গুণ গ্রামের আরোপণা ও ঈশ্বরত্ব স্থাপনা হইয়াছে। এ নগণ্য ভক্তের সামান্য জ্ঞানে চৈতন্যচন্দ্র অসামান্য মানুষী মহিমায় সমুজ্জ্বল। জগৎপূজ্য ব্যক্তিত্বে ঈশ্বরত্বের গুরুভার আরোপ করিলে, উহাকে ক্ষুণ্ণ ও খর্ব্বই করা হয়। তাই, আমার গৌরাঙ্গ আমার ভাবেই চিত্রিত হইয়াছেন। কোন সম্প্রদায়বিশেষ যেন বিশ্বাসকে বিদ্বেষ এবং প্রকাশকে প্রতিবাদ বলিয়া ভ্রম না করেন। পাঠকসাধারণের নিকট স্বীকার করিতেছি, যাবতীয় চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা গঠনে আমি চরিতকারগণের আদর্শকে একান্ত অবলম্বনীয় করি নাই। তাই বলিয়া, সেই এক বৃহৎ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, মনে করি না। কল্পনা ও জনশ্রুতি দ্বারা বিকৃতি ও অতিরঞ্জনের আপত্তি না হয় না-ই তুলিলাম; সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা, তাৎপর্য্য ধরিয়া বৃহৎভাবে অনুধাবনে; খুঁটিনাটির অন্ধ অনুসরণে নহে। বর্ণনীয় চরিত্রনিচয়ের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি-সংসাধন এবং ঘটনাবলীর যথাবিন্যাস ও সুসঙ্গতিসম্পাদনে দৃষ্টিদান, সর্ব্বপ্রধান কবিকর্ত্তব্য। তাই, আদর্শের সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রসাধন, এবং

সৌন্দর্য্যের শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সমন্বয় জন্য, মূল সত্য ও স্থূল তথ্যকে অব্যাহত রাখিয়া, স্বীয় বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ও সুন্দর বেশে উপস্থিত করিতে, নিরঙ্কুশ কল্পনার রাজপথে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন বিচরণের অধিকার রসসাহিত্য বা রসসাহিত্যকারের আছে।

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

'গৌরাঙ্গ' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Intermediate পরীক্ষার্থিনীদিগের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গ্রন্থকার

৩য় সংস্করণের কথা

মৎপ্রণীত 'গৌরাঙ্গ' পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের Intermediate পরীক্ষার্থীগণের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে এই স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবও আমি জানিতাম না। পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়া গেলে, সংবাদ পাই বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আমার কোন মিত্র মহোদয়ের নিকট যাঁর নাম-করা নাম নিতান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও কেবল তাঁহারই অনুরোধে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম।

আমার চিরস্থির সাহিত্য-সুহৃৎ, বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ প্রবীণ সেবক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর পাটনায় 'গৌরাঙ্গ' Intermediateএর পাঠ্য হইয়াছে শুনিবামাত্র স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া পরীক্ষার্থীগণের সুবিধার্থ 'গৌরাঙ্গ-আলোচনা' লিখিয়া পাঠাইলেন, উহা পুরোভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া এই সংস্করণের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিলাম।

সর্ব্বশেষে পাঠকগণের মার্জ্জনার প্রতি নির্ভর করিয়া আমার ব্যক্তিগত বক্তব্য এই যে, 'গৌরাঙ্গ' যাঁহার প্রাণ ছিল, আমার সেই 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী আর ইহলোকে নাই। বহুপূর্ব্বে এই 'গৌরাঙ্গেরই' একস্থানে লিখিয়াছিলাম—

"দুর্ভেদ্য এলোক হ'তে ওই আচ্ছাদন,
ওলোকের লোকচক্ষে স্বচ্ছ বুঝি উহা!"

'গৌরাঙ্গের' বর্ত্তমান সংস্করণ সেই লোকান্তরিতার চিরপরিচিত প্রসন্ন হাস্যটী আজও লাভ করিবে, এ আশা একান্ত নির্ভরে আঁকড়িয়া ধরিবার বল না থাকিতে পারে, কিন্তু ছাড়িবার শক্তিও ত নাই।

'আছে' এটা সংস্কার; 'নাই'—সংস্কার! একটী সহজাত সহজ জ্ঞান; অপরটী, কৃত্রিমতা কষ্ট-চেষ্টার ভাণ! একটী আলো, অন্যটী আলেয়া! একটী তৃষ্ণার জল; অন্যটী মৃগতৃষ্ণিকার ছল! একটী ভিতরের ডাক; আর একটী বাহিরের বিপাক! একটী প্রকৃতি, অন্যটী বিকৃতি! অনায়াস বিশ্বাসের উত্থান; একটী, স্বতঃসিদ্ধ স্বস্তি; স্বাভাবিক শান্তি; আর একটী, আত্মকৃত ব্যাধি; উদ্ভট কল্পনার বিভীষিকা! একটী, ধ্যান-ধারণার প্রত্যক্ষ আশা; অপরটী, অনায়ত্ত দর্শন-বিজ্ঞানের কুয়াশা; স্বখাত সংশয়ের গর্ত্ত! একটী, প্রমাণ; যুক্তি,—প্রমাণাতীত, আর একটী, অনুমান, তর্ক,—প্রমাণাভাব! একটী, সত্যের নির্দ্দেশ, বিবেকের আদেশ; নিয়মের শৃঙ্খলা; অপরটী, মিথ্যার অশান্তি; অবিদ্যার বিদ্রোহ; উচ্ছৃঙ্খলার বিপ্লব! একটী সবলের মুক্তি-নির্ভর; অন্যটী দুর্ব্বলের দর্পান্ধ স্বাতন্ত্র্য-অভিনয়! নচেৎ

"যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ,
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"

যতদিন জীবন, সুখের সেবা কর! ঋণ করিয়াও ঘৃত (উত্তম খাদ্য) খাও! দেহ ভস্মীভূত হইলে আবার (গমন বা) আগমন কোথায়? চার্ব্বাক-দর্শনের এত সহজ-সুবিধার নিগম-মার্গ দুনিয়া গ্রহণ করিল না কেন? এই জন্যই বলিতে হয়, প্রত্যেক নাস্তিককে খুঁচিয়া খুঁজিয়া বাহির কর,—দেখিবে সে আস্তিক। এক নির্জ্জন নিস্তব্ধ নিশীথে এই সংস্করণের পরলোক-তত্ত্ব, আত্মা-রহস্য ও মৃত্যু-প্রহেলিকা সম্বন্ধীয় অংশগুলির প্রুফ সংশোধন করিতে করিতে এই কয়েকটী কথা যেমন ভাবে এই সদ্যমাতৃশোকার্ত্ত হৃদয়ে উদিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, তেমনটী ইহার পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই।

গ্রন্থকার

গৌরাঙ্গ-আলোচনা

এই মহাকাব্য আলোচনা করিতে গিয়া বার বার মনে হই-তেছে, একে বঙ্গভাষার যাদুকর, কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কলাবৎ বা কলাবিৎ প্রমথনাথের অমৃত-নিস্যন্দিনী লেখনী, তাতে আবার একাধারে জীবন্ত কাব্য ও নাট্য যুগে যুগে বন্দিত, চিরনন্দিত সেই অমিয় নিমাই-চরিত! মধু-ঋতুতে যেন মধুর-মধু স্বপ্ন! ভাবে ভাষায়, ছন্দে ঝঙ্কারে, রূপে রসে চমৎকার—একাকার! যেন অভাবনীয় জগতের—অনাস্বাদিত জীবনের ঐন্দ্রজালিক আবি-স্কার! দৈহিকে আত্মিকে, ঐশী ঐহিকে ঘাত-প্রতিঘাতের কুহক-ক্রীড়া! এই খণ্ড-কবিতার যুগে সুপ্ত অখণ্ড কাব্য বা কবি-প্রতিভার অভিনব জাগরণ দেখিয়া, প্রথম শ্রেণীর শিল্পীজনোচিত উদ্ভাবনী মনীষা ও চিত্রাঙ্কনী কলার পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ!—বলিতে হয়,—কবি, তোমার জয় হইয়াছে! প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। উপনিষৎ গাহিয়াছেন, 'রসোবৈ স':—তিনিই মূর্ত্তিমান রস! সেই রস-সাগরের রচা অলোক-কাব্যের কত না মধু, কতই না সুধা লোকালয়ের দ্বারে রসের আগমনবার্ত্তা বহিয়া আনিয়াছে। যে চিনিয়াছে, মজিয়াছে! যে নশ্বরকে ধরিতে জানিয়াছে, ছন্দে বাঁধিয়াছে; অলঙ্কারে সাজাইয়াছে! মানস-কমলে সেই বিরাটেরই

বিন্দু লইয়া বুকের শোণিতে পূজার অঞ্জলী রচিতে রচিতে বাগ্‌-দেবীর বরপুত্রগণ তাঁহাদের অমর কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমাদের কবিও সে প্রসাদেই 'গৌরাঙ্গে' অমর হইয়াছেন।

নবদ্বীপের বাতাস একদিন পূত হইয়াছিল মহাপ্রভুর শ্বাস বহিয়া, বারি বরেণ্য হইয়াছিল তাঁহার জীবজন্মের তৃষ্ণা নির্ব্বাণ করিয়া, শস্য সার্থক হইয়াছিল মহাত্মার জীবনের জীবনী যোগাইয়া, আর ধূলি ধন্য হইয়াছিল সেই শ্রীপাদপদ্মের নিম্নে স্থান পাইয়া! কবি ছন্দময়ী অতুল-ভারতীতে ঘোরতর সামাজিক ও সাংসারিককেও পুলকিত করিয়া আরম্ভ গাহিয়াছেন ঃ—

"নবদ্বীপ, নিয়ে তব ন্যায় শ্রুতি স্মৃতি,
রুক্ষ তর্ক, সূক্ষ্ম জ্ঞান, বিচারাভিমান,
আজি কি হইতে ধন্য অবনীমণ্ডলে,
যদি না তোমার বক্ষে,—ভাগ্যবান্ তুমি!
তব ধূলিধূসরিত পাণ্ডিত্যের 'পরে
কারও পূত পদচিহ্ন না আঁকিত রেখা।

(১ম সর্গ—১ পৃষ্ঠা)

কবি যথার্থই বলিয়াছেন, নবদ্বীপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচার-প্রচারে নহে, কারও শ্রীপাদপদ্মের চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে ধরিয়াই ধন্য হইয়াছিল; আবার ঐ ধূলিতেই গড়াগড়ি দিয়া নদীয়ার চাঁদ জগৎ-মাতানো

হরিনামে নিজকে তন্ময় ও পরকে তদ্‌গত করিয়াছিলেন! তাই ত আজ নবদ্বীপ মুক্তি-পিপাসুর গতি-তীর্থ। সেই দিন নবদ্বীপ চিরস্মরণীয় সর্ব্বজন-বরণীয় হইল—

"যেদিন নদীয়া মাঝে মিশ্রের ভবনে
পিতা জগন্নাথে আর জননী শচীরে
ভাসায়ে আনন্দ-নীরে, শুভ লগ্ন জানি'
দীনের সূতিকাগৃহে সমারোহ বহি'
জন্মিল সে মহাপ্রাণ,—

(১ম সর্গ—৪ পৃষ্ঠা)

এ দেশের সূতিকা-গৃহ চিরদিনই কংস-কারাগারের মত, আলো-বায়ুবিহীন! এই জন্মগৃহেই কত মনস্বী আলোক-পুলকে ঝল্‌মল্‌ বিশ্বসৌন্দর্য্য দেখিতে গিয়া প্রথম চক্ষুরুন্মীলনে নিরন্ধ্র অন্ধকারই দেখিয়াছেন! উদার আকাশতলে মুক্ত পূতবায়ুর পরিবর্ত্তে প্রথম নিঃশ্বাসে বদ্ধ পূতিবায়ুই গ্রহণ করিয়াছেন! কত শিশু-প্রতিভা অকালে বিলীন হইয়াছে, কত মূর্ত্তিমতি মনীষা আপনাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত চিরতিমিরে ডুবাইয়া দিয়াছেন! স্মৃতি বা বিস্মৃতি তাহার দাগ মুছিয়া দিয়াছে, হিসাব কে রাখে? কবি বড় ক্ষোভে বলিতেছেন—

"অঙ্গনের কোণে এক ক্ষুদ্র চালা-ঘর
অনাদরে বিরচিত, আলোবায়ুহীন,
দুষ্ট-বাষ্পসমাকুল—

(১ম সর্গ—৫ পৃষ্ঠা)

যিনি কত পাপীর আঁধার জীবনে ভক্তির বিমল বিভা বিকাশ করিয়াছিলেন, কত তাপীর তপ্ত হৃদয় প্রেমের শীতল বাতাসে জুড়াইয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরপ্রেরিত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন কি না নিরন্ধ্র আঁধারের মধ্যে? দুষ্ট বাষ্পে হইয়াছিল তাঁর প্রাণ-বায়ু পুষ্ট। আমাদের সূতিকাগৃহের বীভৎসতা ওস্তাদ কবি আটপৌরে অথচ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বড় সহজ ও সজীব করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। নিমাইর বাল্যলীলা স্বভাবচঞ্চল শিশু-সাধারণের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। যে ভাবের তাড়না নিজে মাতিয়া পরকে মাতায়, মহাপুরুষের মধ্যে সে মহাশক্তির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, ব্যবহার-অপহার অনন্যসাধারণ হইবে না ত কি? কিন্তু তার বেশী নয়। কবি উচ্চাঙ্গের শিল্পী, তাঁহার কল্পনা অশ্বিনী যেমন মনোরথ-গতি, তেমনই সত্য-সংযমের—কলা-নিয়মের বল্গাপরিহিত। তাই কবি আগাগোড়া তাঁর মনের মানুষকে 'মানুষী মহিমারই' পাঠকের হৃদয়ে জাগ্রত দেবতা করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন! "মেঘাচ্ছন্ন জগতের পূর্ণিমার লাগি" সেই "নবদ্বীপ-শশী" কলায় কলায় ভরিয়া উঠিতেছেন, তাঁহার প্রথম উদয়ক্ষণ পড়শীমহল সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। নিমাইর দুরন্ত-পনাকে প্রতিবেশীমণ্ডলী পাগ্‌লামী বলিয়া স্নেহসলিলে সিঞ্চিত করিয়া বাড়াইয়া তুলিল।

নিমায়ের অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে। বালকের অসামান্য প্রতিভা দর্শনে তাঁহার অধ্যাপক, জগন্নাথমিশ্রকে জানাইয়া দিলেন—

"তনয় তোমার নহে সামান্য মানব!"

এ কথা শচীদেবীর কাণে উঠিলে, তিনি একটা অজানা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন! তিনি তাঁহার নিমাইকে বাঙ্গালীর ঘরের 'সুবোধ বালক' বলিয়াই জানেন, তার চেয়ে উঁচু পর্দ্দায় তুলিতে তাঁর প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ ত স্নেহময়ী মাতা ভুলেন নাই! তাই ব্রাহ্মণভোজন ও তাঁহাদের পাদোদক পান করাইয়া বিপ্রপদধূলি পুত্রের মাথায় দিয়া আশীর্ব্বাদ মাগিয়া লইলেন—

"নিমু রবে চিরদিন
মায়ের অঞ্চল-ধরা কোলের দুলাল!"

(১ম সর্গ—১৩ পৃষ্ঠা)

মাতা যতই কেন করুন্ না, পুত্রের ভাবুক স্বভাবের প্রবল প্রভাব অজ্ঞাতে একান্তে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষপ্রবরের বৈরাগ্য-জীবনে রমণীর ছায়া পর্য্যন্ত বর্জ্জিত হইয়াছিল, তাঁর বালসুলভ দুরন্তপনা ও চাপল্যের উন্মাদনায়ও সে ইঙ্গিত বিচিত্র মানবচরিত্রের গূঢ়তম মর্ম্মদর্শী কবির শিল্প-সঙ্কেতে অন্তঃসলিলা স্রোতসীর ন্যায় তরঙ্গায়িত! এই ভাবে গৌরাঙ্গের বৃহৎ জীবন কবির তুলিকায় সর্গে সর্গে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে! কৈশোরে নিমাইচাঁদের দৌরাত্ম্য শুধু পুরুষের উপরই,

"যে পথে রমণী হাঁটে জানিত কিশোর,
তার চতুঃসীমানায় যাইত না কভু।"

(১ম সর্গ—১৪ পৃষ্ঠা)

যে বিরাট সুন্দরের পায় সৌন্দর্য্যের চরম উপাসক আপনার জীবনকে অঞ্জলী রূপে প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁর সৌন্দর্য্য-লীলার নিকেতন ও নিদর্শনের সম্মুখে সেদিন সেই রূপমুগ্ধ শুধু মাতোয়ারা, কিন্তু দিশাহারা নহেন! ভক্ত কর্ত্তৃক এ যেন রূপ-দেবতার মন্দির-পরিক্রমা আরম্ভ! তাই গোরা

"আবেশজড়িত স্বপ্নে চেয়ে থাকে শুধু
রূপসী প্রকৃতি পানে।"

(১ম সর্গ—১৪ পৃষ্ঠা)

সান্ধ্য গগনে আবার

"মেঘের পশ্চাতে মেঘ, তার পরে মেঘ,
তাম্র, রক্ত, শ্বেত, পাংশু নীরদের মেলা!"

(১ম সর্গ—১৪ পৃষ্ঠা)

ইহাতেও তৃপ্তি নাই; তার কৌতুহলী আঁখি-পাখী যেন কাহার সন্ধানে উড়িয়া বেড়ায়।

"পাটলে পিঙ্গলে মেশা ধুধু চক্রবালে
স্ফুরে পীতচন্দ্র।"

(১ম সর্গ—১৪ পৃ)

সেই "পীত চন্দ্রের" প্রথম রশ্মি-পাতে মেঘগুলি যেন সোণা-আলোর ঢেউ তুলিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কবিও যেন নবদ্বীপচন্দ্রের সঙ্গেই সেই চন্দ্রকিরণে সন্তরণ করিতেছেন,

"পারদ-সমুদ্র মাঝে
হিরণ-কিরণ-উর্ম্মি উঠে নৃত্য করি
দলে দলে তরল আহ্লাদে।"

(১ম সর্গ—১৪ পৃষ্ঠা)

এই মোহিনী প্রকৃতির সম্মোহন তপোবনে কবি গোরাকে অনেকবার ধ্যানমগ্ন দেখিয়াছেন। একদিন নির্জ্জন ভাগীরথীতটে সে সমাহিত চিত্তের চিত্র কবির ছন্দে মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে! গোরা

"ভাবে,—ওই কল কল অব্যক্ত নিনাদ
নহে মিথ্যা অর্থহীন জড়ের কাকলি,
উর্ম্মির সংঘাত বুঝি ভাবের জমাট
রয়েছে কপাট আঁটি মানবের কাছে!
যেন প্রতি কলোচ্ছ্বাসে হতেছে ধ্বনিত
কোন সনাতন বাণী, কচিৎ কাহারে
ধরা দেয় তাহা বহু সাধনার ফলে।"

(১ম সর্গ—২০ পৃষ্ঠা)

সান্ধ্য গগনের নিসর্গ-শোভায় চিরসুন্দরের পূজার প্রথম তৃষ্ণা পিয়াসী হৃদয়ে জাগিয়াছিল। ভাগীরথীর কলতানে তরঙ্গসংঘাত-

ছলে কবাট-আঁটা ভাবের জমাটে তাহার ঘাত-প্রতিঘাত দেখিয়াছি; ভবিষ্যৎ সাধকগণের সাধনমার্গের পথ সরস, সহজ ও প্রশস্ত করিয়া সিদ্ধ-জীবনের শেষ যবনিকা কবি কখন কেমনে ফেলিলেন, তাহা বুঝিবার অবকাশ দিলেন না!—কি যেন আস্‌মানী ঘূর্ণিবায়ুর মধ্যে পাঠককে গোলকধাঁধায় ঘুরাইয়া ভীষণ সুন্দর সমাপ্তিতে আনিয়া ফেলিলেন! অমনিই সেই নদীর কলতান ডুবাইয়া ক্ষিপ্ত সাগরতরঙ্গের দোললীলায় গৌরাঙ্গের সঙ্গে 'গৌরাঙ্গ'-পাঠকেরও মত্ত হৃদয়-সিন্ধু ডাকিয়া উঠে! ভক্তের বাহিরে ভিতরে আরাধ্য দেবতা তখন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ মিলিয়া প্রাণের হরির সহিত তাঁর মিলন ঘটাইতেছে! গৌরাঙ্গ না, 'গৌরাঙ্গ'-পাঠক দেখিতেছেন— ?

"মিলি ব্রজবালাকুল যেন যমুনার
তরল চঞ্চল নীলে মেলি নীলাঞ্চল,
জলকেলি করিতেছে কলহাস্য সনে,
দেখিলা সেথায়, তরী' পরে হাসিছেন
আপনি গোকুলচন্দ্র কাণ্ডারীর বেশে!
ত্রিভঙ্গবঙ্কিম ঠাম, অধরে মুরলী,
শিরে শিখিপুচ্ছশোভা, গলে বনমালা,
কটিতটে পীতধড়া, চরণে নূপুর!
—মোরে লহ মোরে লহ, বলি অকস্মাৎ,
অধীর হইলা গোরা পড়িতে শ্রীপদে।"

(৬ষ্ঠ সর্গ—১৬২ পৃষ্ঠা)

মানুষের দেবতাবিষয়ক প্রীতি আলঙ্কারিকেরা 'রসভাব' বলিয়াছেন ; উহা প্রথম রসের অন্তর্গত। গৌরাঙ্গের জীবনে কবি উহা লইয়া এক দৈবী রঙের ফলাও করিয়াছেন। আথরের ছবিগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিয়াছে!

এই কাব্যখানি অসাম্প্রদায়িক ঔদার্য্যে রচিত হওয়ায় কবির সহৃদয় চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা বিচিত্র ছায়ালোকে যেন মায়ার খেলা করিয়া বেড়াইয়াছে! "অসামান্য মানুষী মহিমায়" গৌরাঙ্গকে দাঁড় করাইয়া তাঁর জীবনের অঙ্কে অঙ্কে লৌকিকতার অলৌকিক রশ্মিপাত কবি যেরূপ সাহসী ও বলিষ্ঠ নিপুণতায় করিয়াছেন, তাহাতে যুগপৎ ধর্ম্মান্বেষী অবতারবাদী ও নিছক্ সাহিত্যরসিক এই দুই দলই আপন আপন আদর্শের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ লাভ করিবেন, এবং প্রমথনাথকে অনন্যসাধারণ ভক্ত-কবি বা কবি ও ভক্ত বলিয়া অভিনন্দিত করিবেন। কবি লিখিয়াছেন—

"বড় ভালবাসে গোরা স্বভাবের শোভা"!

আমরা বলি, শুধু গোরা বা গৌরাঙ্গ নহেন, 'গৌরাঙ্গের' কবিও প্রাকৃতিক শোভায় একেবারে আত্মহারা! নবদ্বীপচন্দ্র লোকালয়ের চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া সেই ভালবাসার খাতিরেই "গ্রামের নিস্তব্ধ প্রান্তে" উপস্থিত হইলেন। সেখানে

"কলস্বনা ভাগীরথী যাইছে বহিয়া,
সুরভিত সুশোভিত বিজন পুলিনে
সারিবদ্ধ নানাজাতি বিটপীর মেলা।
ঝুরু ঝুরু বহিতেছে দক্ষিণা বাতাস,
গাহিছে একটী পিক বসন্তের গান,

বন্য শশ নৃত্য করি ফিরিছে কৌতুকে,
চলেছে সঞ্চয় তরে গড্ডলিকাশ্রেণী।
মৌমাছি বাঁধিছে চাক, বিচিত্রবরণ
বেড়াইছে প্রজাপতি; ঝুলিছে বাদুড়!

[৩য় সর্গ—৬৫ পৃষ্ঠা]

দেখিয়া দেখিয়া গৌরাঙ্গ ভাবিতেছেন, অচেতন-অনুমানে আমরা যাদের জড় ভাবি, আত্মার অনধিকারী-বোধে যে সব প্রাণের অধিকারীদের জন্তু মনে করি, তাদের এত আনন্দ কেন? এরাই শুধু চক্ষুষ্মান অন্ধকারে? পূর্ণানন্দ সাগরে ডুবিয়া সারসত্য-মণির সন্ধান মাত্র এক এরাই পায়? আর, যারা সৃষ্টির প্রধানতম জীব বলিয়া গর্ব্ব করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই অন্ধ ও বধির! এখানে ত লোকালয়ের বিরোধ-বিতণ্ডার অবকাশ নাই! এই ত যোগাসনে বসিয়া সেই লোকারণ্যের জটিল আবিলতা, এক সেই লোকেশ্বরের আরাধনা-যজ্ঞের নির্ব্বিঘ্ন আহুতি করিবার উপযুক্ত স্থান। কবিতার সুরে নবদ্বীপচন্দ্রের মনোভাব ফুটিয়া উঠিতেছে,—

"মনে হ'ল, শুদ্ধবুদ্ধি জড়প্রকৃতিই
অন্ধকারে চক্ষুষ্মান; নিস্তব্ধতা-ঘোরে
শ্রবণ-প্রবণ! তারা ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে
নর-নেত্রে নর-চিত্তে করিছে প্রকট
সত্যের স্বরূপ, যেন করিছে অজ্ঞাতে

প্রজ্ঞাবলে বলী যত জন্মান্ধ-বধিরে!
তাই গোরা পান নিয়া মানুষের কাছে,
লভিতে সে শিক্ষা-দীক্ষা, করিলা কি গুরু
নদী, বন, পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গেরে?

(৩য় সর্গ—৬৫ পৃষ্ঠা)

সে আজ পাঁচশত বৎসরের আগেকার কথা, তখন শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি ঋতুসমূহের যথাযোগ্য প্রসাধনে ভূষিতা হইতেন, সেই সময়কার এক বসন্তে বর্ষ-অন্তে সে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে ধরায় স্বর্গ আনিবার মানসে নদীয়ার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণযুবক ধ্যানে বসিলেন, সেই সাধন-সপ্তাহে বাঙ্গলার চৈত্র-আকাশ মেঘমুক্ত ছিল, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া মনশ্চক্ষে যে দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহাতে ডুবিয়া গিয়া কবি সব কথা হারাইয়া শেষকালে বলিতেছেন—

"বর্ণিবার নহে তাহা ভুঞ্জিবার শুধু।"

মহাপুরুষের এই সমাধি-সপ্তাহে একদিন দিবাভাগে নীলাকাশে রৌদ্রের কিরণ পড়িয়া নানারূপে লীলা করিতেছে। প্রকৃতি-জননী তাঁর মানস-সন্তানকে যেন আপন ভাণ্ডার লুটাইয়া দিয়া অনুকূল প্রেরণা যোগাইতেছেন। কবির ভাষায় সে সুধা ঝরিতেছে—

"যেন নীলিমা-নন্দনে
সুরপুষ্পবাটিকায় নিকুঞ্জমণ্ডপে

ঝুলিছে লতার ঝাড়, পাতার ঝালর,
বিচ্ছিন্ন মেঘের শত স্তবকে স্তবকে
ফুটিয়াছে নানা জাতি বিচিত্রবরণ
দেব-কুসুমের গুচ্ছ! রঙিন পল্লবে
বসিয়াছে চিত্রিতাঙ্ক স্বর্গ-প্রজাপতি!
কভু মনে হ'ল, যেন নীল সরোবরে
বিকশিত শ্বেত, রক্ত কুবলয়রাজি,
সহস্র কিরণ-অলি বসিতেছি উড়ি;
ফিরিয়া যেতেছে পুন মাখিয়া পরাগ;
ঝল্‌মল্‌ রৌদ্র-বিভা খেলিছে এরূপে!
কভু মনে হ'ল, যেন দেবশিল্পীকৃত
রত্নময় ইন্দ্রসভা নিশীথে প্রকাশ!"

(৩য় সর্গ—৬৭ পৃষ্ঠা।)

বহুদিন পর এ বুঝি মরধামে অমর বার্ত্তা পুনরাগমনের বিপুল অভ্যর্থনা-আয়োজন! এই বর্ণনায় বিস্ময়ের স্থায়ীত্বে অদ্ভুত রস পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে, এবং এই জন্যই উহা যেমন অতি মধুর তেমনি বড় গভীর হইয়াছে। এখনই নানা দিক্‌ দিয়া এই মহা-কাব্যে মহৎ হইতে মহান্‌ কত-কি রহিয়াছি! কত বলিব? কত তুলিব? সে যে প্রায় 'সব-উল' কম্বল হইতে পশমী সুতা বাছা কাজের মত একটা কিছু! ছন্দে আর একটী প্রাকৃতিক দৃশ্যের দৃশ্যপট আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিতেছি। দস্যুপতি উদ্ধারের পর একদিন শারদাকাশে মেঘের ঘটা হইয়াছে—

"সেই কৃষ্ণ খণ্ড-মেঘ দেখা গেল, যেন
রয়েছে যোজনব্যাপী অভ্র-শয্যা যুড়ি
ভীষণ-দর্শনা এক নিদ্রিতা দানবী!
নভঃপ্রান্ত মুহুর্মুহু লাগিল জ্বলিতে
বিনা শব্দে, ঘোর রোলে ডাকিল অশনি,
লঘুকৃষ্ণ মেঘমালা গাঢ়তর হ'য়ে
উন্মাদিনী ঝটিকারে দিল উড়াইয়া
ভাঙ্গাইয়া নিদ্রা তার। দেখিছেন গোরা,
প্রশস্ত প্রান্তর-পথে আসিতেছে ধেয়ে
রুক্ষ-মুক্তকেশী ভীমা শ্বাসিয়া সঘনে,
লক্ষ হস্তে ছিটাইয়া ঘূর্ণ্যমান ধূলি,
চ্যুত শুষ্ক পলায়িত পত্রসংহতিতে
করাঘাতে থরশব্দ তুলি!

(৬ষ্ঠ সর্গ—১৫৫ পৃষ্ঠা)

তার পরে—

কিছুক্ষণে পরিশ্রান্ত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি
পড়িল ঘুমায়ে শিষ্ট শিশুটীর মত!
নবধারাস্নাত ধূম্র তরুপংক্তি হ'তে
তখন পাণ্ডুর চন্দ্র মারিতেছে উঁকি!"

(৬ষ্ঠ সর্গ—১৫৬ পৃষ্ঠা)

এ যেন যাদুকরী প্রকৃতির রঙ্গাভিনয় হইয়া গেল। শ্মশান-তাণ্ডবে আরম্ভ হইয়া দৃশ্যপট বাসর-উৎসবে পরিবর্ত্তিত! দানবীতার লীলা সম্বরণ করিয়া দেবীতে রূপান্তরিত! এদিকে পাঠক কবির ঐ কয়েকটী

পংক্তির মধ্যে দিশা হারাইয়া ঝড়ে পড়িলেন, জলে ভিজিলেন, চপলা-চমকে চমকিত হইলেন; বজ্রনির্ঘোষে কাঁপিয়া উঠিলেন। আবার সব মুছিয়া দিয়া "পাণ্ডুর চন্দ্রের উঁকি" সমস্ত মনটাকেই চুরী করিল! বাঙ্গলা ভাষায় ঝড় ও বর্ষার অনেক বর্ণনা পড়িয়াছি, কিন্তু এমনটী পাইয়াছি, মনে হয় না। এই ভয়ানক রসের অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য কি গোরার মহাপ্রস্থানের অগ্রদূত?—গোরাকে সর্ব্বনিয়ন্তার অখণ্ড নিয়মের পরোয়ানা করাল ভয়াল ছন্দে জারী করিতেই তার এই ক্ষণ-জন্ম! জড়প্রকৃতি জীব-প্রকৃতি এক বৃন্তেরই দুটি ফুল—যেন যমজ!—কবির সঙ্গীত তাহারই ইঙ্গিত করিতেছে কি? ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সতীদাহের পুণ্য-ভ্রমে সমাজের কুসংস্কার উচ্ছেদে এবং দস্যুদলপতি উদ্ধারে কর্ম্মযোগীর তপোবল দেখিয়াছি বটে, কিন্তু কবি এই ঝঞ্ঝাবজ্রবৃষ্টির রণসঙ্গীতের ভিতর দিয়া শান্ত রসে তুলিটীকে একেবারে ডুবাইয়া ভিজাইয়া সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহাপ্রয়াণ চিত্রের শেষ রেখাপাত যে ভঙ্গীতে করিয়াছেন, তাহা শুধু তাঁহারই যোগ্য।

গৌরাঙ্গের জীবনকে কবি ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সেবক, সন্ন্যাসী, সাধক, শিক্ষক, সংস্কারক ও সিদ্ধ। 'সেবকে' অপার্থিব ভাবের উন্মেষ; 'সন্ন্যাসী' স্তরে স্বর্গ-আহ্বানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিবার ব্যাকুলতা; 'সাধক' অধ্যায়ে সেই ন'দের পাগল জগতে প্রেম বিলাইতেছেন, আর পতিতের কর্ণে অভয়বাণী ঘোষণা করিতেছেন; 'শিক্ষক' স্তরে তাঁহাকে উপদেষ্টার আসনে দেখিতে পাই, সেখানে তিনি শুধু

ভাবোন্মাদ বা শুষ্ক দার্শনিক নহেন, এ দু'য়ের একটী চমৎকার রাসায়নিক মিশ্রণ! তাঁহার উপদেশ,—ভাবাবেগ যেন যুক্তি দ্বারা সংযত হয়, হৃদয়ের সহিত যেন মস্তিষ্কের বিরোধ না ঘটে! এই পর্ব্বে অনেক দুরূহ দার্শনিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে; অথচ কোথাও অনাবিল কবিত্ব বাধা প্রাপ্ত হয় নাই! 'সংস্কারকে' তিনি পতিত-পাবন; শুদ্ধ উপদেষ্টা নন্, কর্ম্মী; মোহান্ধকার হইতে অজ্ঞান-দিগকে কেশে ধরিয়া টানিয়া তুলিতেছেন; 'সিদ্ধ' অঙ্কে তিনি মৃত্যুর যবনিকা তুলিয়া তাহাতে অমৃত দেখিতেছেন! আমরা এই কাব্যের নানা বিভাগের মোটামুটি হিসাব-নিকাশ বুঝিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। সমগ্র গ্রন্থসাগর মন্থন করিয়া রত্ন আহরণে যে যত্ন আবশ্যক, সে ত মোটেই সহজসাধ্য নয়! 'সেবক' সর্গে ইতিপূর্ব্বেই অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার কথা তাঁহার অধ্যাপকের মুখে শুনিয়াছি; কৈশোরের খেলার ভিতরেও তাঁহার সংযমের পূর্ব্বাভাস পাইয়াছি; আরও জানিতে পারিয়াছি, সান্ধ্য গগনের রঙিন মেঘমালায়, ভাগীরথীর লহরীলীলায় সেবক তাঁহার প্রাণের দেবতাকে খুঁজিতেছেন; পিতৃবিয়োগব্যথিত গোরাচাঁদ ইহলোক পরলোকে সীমানার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কত যেন অজানা তত্ত্ব জানিতে চাহিতেছেন; ভাবিতেছেন—

"—কোথা এবে পিতা?
বলে সবে পরলোকে; কোথা পরলোক?
সে কি ওই নীলাভ্রের শতস্তর-তলে?"

(১ম সর্গ—১৮ পৃষ্ঠা)

প্রথম প্রথম সাধারণ মানুষের মতই তাঁহার চিন্তার ধারা পৃথিবীর সীমায় রহিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, পরে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চ-তর—উচ্চতম ধ্যান-ধারণার রাজ্যে উধাও হইয়া আপনার লাভালাভ আশা-ভয়, সুখ-দুঃখ ভুলিয়া বলিয়া উঠিল—

"তবে ধরা নহে শুধু দুঃখের শোকের ;
জীবজন্ম নহে শুধু অনর্থের হেতু ;
ওরে তাপী, ভয় নাই আছে পরিত্রাণ,
আকস্মিক ঘটনা এ বিশ্বসৃষ্টি নহে,
মঙ্গলে আরম্ভ তাঁর সত্যে পরিণতি !"

(১ম সর্গ—১৯ পৃষ্ঠা)

গৌরাঙ্গের জন্মও জগতের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছিল ! 'গৌরাঙ্গ' কাব্যও আকস্মিক ঘটনার ফল নহে। উপরোক্ত কয়েকটী পংক্তি এই শোক-দুঃখ-নৈরাশ্যপীড়িত মানবজীবনের কত বড় আশা ভারতী ! সিদ্ধাবস্থায় গোরা যে অমৃত সত্যের অনুসন্ধান দিয়া গিয়াছেন, তার গুহ্য ও বাহ্য, স্থূল ও মূল "জীবে দয়া, বিশ্বে প্রেম, পতিতে করুণা !" কিশোর গোরাতেই ইহার পরিচয়-আভাষ আমরা পাই ! একদিন জাহ্নবীতীরে নিমাই স্বপ্ন-বিহ্বল ! চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইতেই দেখিতে পাইলেন, একটী কুক্কুর চীৎকার করিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক ঘাতক যষ্ঠি তুলিয়া সেই বোবা-ধনকে তাড়া করিয়া আসিতেছে। অমন যে করুণার সিন্ধু, তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন ? তাঁহার প্রাণ জীবের ব্যথায়

কাঁদিয়া উঠিল।—বাধা দিয়া বলিলেন,—কুক্কুর আমার! ঘাতক পলায়ন করিল। যাঁরা কুকুরের ছায়া মাড়াইলে স্নান করিয়া তবে শুচি হন, সেই ব্রাহ্মণকুলের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত দ্বিধা-বাধা না মানিয়া অস্পৃশ্যকে একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সে করুণাময়ের বুকের মাঝে আশ্রয় পাইয়া না জানি ভয়ার্ত্ত কি মুক্তি, কি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল! হোক্ জন্তু, যেখানে জীব, সেইখানেই শিব! ভগবান সর্ব্বাধারেই বিরাজমান! যাহারা মূক, তাহারা মুখে না বলুক্, তাহাদের বুকফাটা আবেগ কাহারও অপেক্ষা কম নহে, যিনি গাছ-পাথরেও ভগবান দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহা বুঝিতেন। তাই গৃহের পানে অগ্রসর হইতেছেন আর অসহায় জীবের প্রতি স্নেহে সহানু-ভূতিতে গলিয়া ভাবিতেছেন—

"বিধির বিধান কি এ, সবলে দুর্ব্বলে
এই হানাহানি? এই জয়-পরাজয়?
দুর্ব্বল হইছে চূর্ণ; তাহারই শ্মশানে
প্রবল তুলিছে নিজ জয়কীর্ত্তিমঠ?
নহে, নহে, কভু নহে! তিনি স্বামী, তাঁর
সমদৃষ্টি সর্ব্বভূতে, সমান যতন।
পীড়িতের মর্ম্মোত্থিত আর্ত্তনাদ' পরে
উঠে যে বিজয়-দম্ভ কীর্ত্তিস্মৃতিস্তম্ভ,
ভঙ্গুর তাহার ভিত্তি, দুর্ব্বলের গ্রাস
বলী যবে প্রতাপের দুষ্ট ক্ষুধাবশে

কাড়ি ল'য়ে পূরে নিজ পূরিত জঠরে,
সে ক্ষুধাই আনে তার নিপাত ঘনায়ে।"

(১ম সর্গ—২২ পৃষ্ঠা)

নিমাই কাঁচা-বয়সেই সন্ন্যাস-জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছেন; স্বপ্নকে সত্য করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছেন! "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যাবন্তঃ" কৌপীনধারীরাই ভাগ্যবান্। বিবেকী দাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"বনের বিহঙ্গ সম মনোরথ-গতি!
তার নাহি পদে পদে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ!
হায় যদি মোর ভাগ্যে ঘটিত সে সুখ,
সুখী তুমি দাদা, তব সার্থক জীবন!"

(১ম সর্গ—২৪ পৃষ্ঠা)

এই উড়ু-উড়ু মন সংসারে বিরাগ আনিয়া ফেলিতেছে। 'সেবক' সর্গকে গৌরাঙ্গের জীবনে ফুলফলশোভিত মহামহীরুহের বীজ-অধ্যায় বলা যাইতে পারে।

নবীন বয়সেই অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য চারিদিকে নিমাই পণ্ডিতের যশঃপ্রভা ছড়াইয়া পড়িতেছে! শচীমাতার তাতে কিন্তু স্বস্তি নাই, স্নেহে তিনি একদেশদর্শিনী। পুত্র শুধু তাঁরই অঞ্চলের নিধি! সে স্নেহের ধনকে তিনি গৃহের বাহিরে বিলাইতে রাজী নহেন। দিবসের আলোকে পুত্রমুখ দেখিয়া তৃপ্তি নাই; রাত্রির আঁধারে

"দীপ লয়ে জাগরিতা পুত্র-পাশে বসি,
দেখিছেন একদৃষ্টে সুপ্ত মুখশশী !"

(১ম সর্গ—২৫ পৃষ্ঠা)

কোন কোন প্রাচীন আলঙ্কারিকের মতে বাৎসল্য প্রথম রসেরই পর্য্যায়ভুক্ত। এই রসেরই পীযুষধারা পান করিয়া নবদ্বীপচন্দ্র প্রেমামৃতের আকর হইতে পারিয়াছেন—কবি কি উপরোক্ত দুইটী পংক্তিতে মাতৃস্নেহের সুরধুনী বহাইয়া তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন ?

নিমাইপণ্ডিতের প্রতিভাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য দিগ্বিজয়ী কোবিদ কেশব 'যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি !' বলিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেন ; নিমাই হেলায় তাঁহার বিদ্যা বা অবিদ্যার দম্ভ চূর্ণ করিলেন ; পণ্ডিতের মাথা নত হইল ! নিমাই তখন বলিতেছেন,—

"—মিথ্যা, মিথ্যা সব !
এই বক্র সূচীসূক্ষ্ম তর্কযুক্তিজাল,
ভাষার এ ইন্দ্রজাল, ভাষ্যের কৌশল,
বিদ্যার কৈতবক্রীড়া কুটিলে কপটে !
লাগিছে কিসের কাজে ? ব্যর্থ বৃদ্ধ জ্ঞান
ছুটিছে কি কোন সারসত্য অন্বেষণে ?

*   *   *

চেয়ে দেখ একবার ওই উর্দ্ধপানে
কক্ষে কক্ষে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে, লোক-লোকান্তরে

কি শান্ত সুন্দর সত্য হতেছে রচিত ;
তার নাম শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী প্রেম !
সোহং যে দৃপ্ত উক্তি, যে মত্ত খেয়াল
ফুটিয়াছে নিঃসঙ্কোচে সেবকের মুখে.
তারও মূলে বন্ধ্যা বিদ্যা ! মোরা ক্ষুদ্র কীট,
অমৃত-সাগরে যদি চাহি সন্তরিতে,
বিশ্বাসে বাঁধিয়া প্রাণ, নিশ্বাসে রুধিয়া,
বিস্ময়ে, বিনয়ে, ভয়ে যেতে হবে তবে
সংসার-সীমানা ছাড়ি অনন্তের দেশে।"

(১ম সর্গ—২৭ পৃষ্ঠা)

এদিন বিচার-বিতর্কের উপর গোরার অশ্রদ্ধার কথা শুনিলাম। আর এক দিনের বিচার-সভায় মধ্যস্থ নিমাইপণ্ডিত। দুইজন কৃতী নৈয়ায়িকে বিষম দ্বন্দ্ব, বাদ-প্রতিবাদ !—

"অনুস্বর-বিসর্গের বহিতেছে ঝড় !"

মধ্যস্থের সেদিকে মন নাই, ক্ষুদ্র সংসার-সীমা ছাড়িয়া "মেঘে মেঘে গগনে পবনে" মন উধাও ছুটিয়াছে,

"ভাবিছেন, সৃষ্টিতত্ত্ব-রহস্য-সাগরে
ছাড়ি তল অন্বেষণ, লহরী গণনা,
বিশ্ব মুক্তিশিশু হ'য়ে বাছি নিবে কূল ;
দাঁড়াইবে ভক্তিবলে তাঁর মুক্তি-দ্বারে ;

অনাথ-তারণ সেই পদ-কোকনদে
ভৃঙ্গ হয়ে পড়ে রবে, নীরবে নিভৃতে
শুধু মধু পান ; শুধু তারই স্তব গান
গাহিবে নিখিল !"

(১ম সর্গ—৩৪ পৃষ্ঠা)

ভাবিতে ভাবিতে আঁখি-তারা স্থির হল, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া সভা মাঝে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কবি সুকৌশলে দেখাইতেছেন, তাঁহার নায়ককে পারের কর্ত্তা জগতের মুক্তি-দ্বার উন্মোচনের যে কলকাঠীটী দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তার এপিঠ প্রেম, ওপিঠ ভক্তি ! এই কাব্যের প্রথম ও শেষ চরণ !—আদি, ও অন্ত—সেই এক ভাব, এক ভাষা !—

"ভক্তি যার ভর ভিত্তি, প্রেম যার প্রাণ !"

কত অনন্যসাধারণ ত্যাগের দৃষ্টান্তে ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া আছে। রাজপুত্র আপনার ধন-মান, স্ত্রী-পুত্র, ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন ! তুলনায় কবি তাঁহার নায়ক সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"সম্ভোগে বিরক্ত শ্রান্ত, সে বটে ছাড়েনি
* * *
অখণ্ড রাজশ্রী সনে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ;
কিন্তু সে ছাড়িল পেয়ে তা হ'তে বিষম,
ততোধিক প্রাণহারী নেশার আস্বাদ—
নাহি যাহে অবশাদ, নিত্যনব সেই
গৃহস্থের গৃহ-সুখ !"

(৪র্থ সর্গ—৯৬ পৃষ্ঠা)

একদিন সহাধ্যায়ী স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনাথের সঙ্গে গৌরাঙ্গ গঙ্গাপার হইতেছেন, কক্ষ-চ্যুত হইয়া তৎপ্রণীত ন্যায়ের ভাষ্য নৌকার মধ্যে পড়িয়া গেল, রঘুনাথ সেই পাণ্ডুলিপি সাগ্রহে পাঠ করিয়া ক্লিষ্টস্বরে বলিলেন,—তোমার এই পুস্তক প্রচার হইলে, আমার ভাষ্য কেহই পড়িবে না। নিমাই অমনই পুঁথিখানিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গঙ্গায় জলাঞ্জলী দিলেন। ছিন্ন খণ্ডগুলি স্রোতোবেগে তটলগ্ন হইয়া পাছে লোকের হস্তগত হয়, সেই ভয়ে বুঝি

"জল সেঁচি সেঁচি তাহা লাগিলা ডুবাতে
সাথে সাথে উচ্চ হাস্য উঠিছে মুখরি!"

(১ম সর্গ—৩০ পৃষ্ঠা)

এইরূপ ত্যাগ যিনি অক্লেশে করিতে পারেন, তিনি ক্লেশকর হইলেও, একদিন জননী এবং জীবন-সঙ্গিনীর মায়াও কাটাইতে অক্ষম হইবেন না, কবি তাহারই একটা ভূমিকা দিয়া রাখিলেন কি? অধ্যাপনার সময় প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর পর হইতেই গোরা সংসারে ঔদাসিন্য দেখাইতেছেন; ইহাতে শচীমাতা বিচলিতা, ভীতা! পুত্রকে মায়া-পাশে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নারী-শিরোমণি বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁহার প্রিয়া-পদে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। মায়ের মনস্কামনা সাফল্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হইল!

"—দুদিন না যেতে
গোরা ধরা দিল দুটী ভুজবল্লী-পাশে!"

(২য় সর্গ—৪৫ পৃষ্ঠা)

অবতারই হউন, কি অতিমানব বা মহামানবই হউন, কালের স্বভাব, শারীর ধর্ম্মের প্রভাব সকলের উপরেই একটা একাধিপত্য বিস্তার করে! শাক্যসিংহও একদিন গোপা-বধূর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন! কিন্তু কথা এই, সমুদ্রতরঙ্গে বাঁধের জোর খাটে কিরূপ? জীবজগৎ যখন তাহার কোটি-কোটির রক্তমাংসের বেদনা লইয়া আসে, সেই সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির গণ্ডী-বন্ধ নিমেষে অজ্ঞাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। মোহের নিদ্রাঘোরে তাই কি বুদ্ধদেবের ভিতরের মানুষ দুঃসহ মর্ম্মপীড়ায় গাহিয়া উঠিল?—

কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়া ঘুমাই কুহকে যেন।

আমাদের গোরাও মানস-শ্রবণে দিক্‌দিগন্তের নিদারুণ সকরুণ আহ্বান শুনিতে পাইলেন, একদিন

"পিঞ্জরের লৌহদ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া
পোষাপাখী নেহারিল আকাশ অসীম!
আপনি জননী তার করিলা উপায়।"

(২য় সর্গ—৪৬ পৃষ্ঠা)

পিতৃপিণ্ডদানের জন্য পুত্রকে গয়াতীর্থে যাইতে মাতাই আদেশ করিলেন। নিমাই গয়ায় গিয়া গদাধর দর্শনে মন্দিরদ্বারে উপস্থিত! দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, অন্য সকলেও দেখিল; আর নিমাইও দেখিলেন! কবি তাহাই দেখাইতেছেন—

"পাদপদ্ম দেখা দিল সবার সম্মুখে,
পাদপদ্ম দেখা দিল নিমায়ের কাছে!
নির্ব্বাক নিস্পন্দ গোরা; অনিমেষ আঁখি
নিশ্চল, নিমগ্ন আছে পাদপদ্ম মাঝে!

(২য় সর্গ—৪৮ পৃষ্ঠা)

ভাবিতেছেন, এই ধন
"রহিয়াছে সর্ব্বকাল চরাচর ব্যাপি,
যুগে যুগে কত ভক্তে করিছে আহ্বান!
এই সেই পাদপদ্ম—পিতার যা গতি,
পুত্রের যা গতি, গতি যাহা নিখিলের।"

(২য় সর্গ—৪৯ পৃষ্ঠা)

এতদিনে মনে কাটিয়া বসিল, সংসার অসার! অমনই নিমেষে যেন সকল বন্ধন শিথিল হইয়া গেল! ধরণী? না, ধরণী সমা জননীকে বলা হইতেছে?—

"মুক্তি দাও জননী গো, মুক্তি দাও মোরে!
রাখিও না মিথ্যা দিয়া ধাঁধিয়া বাঁধিয়া!"

(২য় সর্গ—৫০ পৃষ্ঠা)

গয়া হইতে ফিরিয়া এক কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে মাতার স্নেহ-ডুরি, পত্নীর প্রেমপাশ ছিন্ন করিয়া মহাপুরুষ মহাপ্রেমের টানে বাহির হইয়া পড়িলেন। এই দৃশ্যে শান্ত ও করুণ রসের উদ্দাম উদাত্ত প্রবাহ ছুটিয়াছে; এবং এ দু'য়ের সমন্বয়ে

মনস্তত্ত্ব ও কবিত্বস্রোত ওতপ্রোত বহিয়া চলিয়াছে! কবি যে ঐহিককে প্রবল করিয়াছেন, সে কেবল পারত্রিককে প্রবলতর করিয়া পরীক্ষায় জয়ী করাইতে। সে জয় ভগবানের শ্রেষ্ঠসৃষ্টি মানব-বীরের আত্মলব্ধ; কোন অলৌকিক ঘটনার আকস্মিক ফল নয়। কবি 'মানুষী মহিমাকে' এমনই করিয়া বিশ্বজিৎ প্রতিপন্ন করিতেছেন। নিদ্রিতা জননী ও পত্নীর কথা ভাবিয়া মন বিচলিত হইয়া উঠিতেছে, আবার যেন কে মনের মধ্যে ডাকিয়া বলিতেছে "এই ত সময়!" গোরাচাঁদ হৃদয়ের প্রেরণা, বিবেকের আদেশই শিরোধার্য্য করিলেন। তথাপি ত তিনি মানুষ, নিশীথে নদী পার হইয়া গৃহ-ত্যাগী নবীন সন্ন্যাসী

"নদীয়ার স্তব্ধ শোভা দেখিলেন চাহি,
ছায়া-ছায়া দেখাইছে সুপ্ত নবদ্বীপ,
নিভিতেছে দীপগুলি ভবনে ভবনে,
উহারই একটী গৃহে ভাবিলেন গোরা—
চিরতরে নিভে গেল তৈলভরা দীপ।

(২য় সর্গ—৫৭ পৃষ্ঠা)

শুধু একটী গৃহে নয়, সমস্ত নবদ্বীপ নবদ্বীপচন্দ্রের বিহনে আঁধার হইল! শচীমার আর্ত্তনাদ কাণে আসে, সধবা-বিধবা বিষ্ণু-প্রিয়ার শোকপ্রতিমা চোখে ভাসে! দুঃস্বপ্ন দেখিয়া শ্বশ্রূ বধূর কক্ষে ছুটিলেন; বধূও মূর্চ্ছাবস্থায় দেখিতেছেন,

—তাঁহার স্বামী যেন তাঁহাকে স্বহস্তে চিতায় দগ্ধ করিতেছেন! দেহে-মনে অগ্নিজ্বালা! জীবিতে মৃত্যুযন্ত্রণা! এ বুঝি আগুনে পোড়াইয়া কাঁচা সোণা পাকাইতে অন্তর্জগতের অদ্ভুত রসায়ণ কবি অপূর্ব্ব প্রথায় প্রস্তুত করিয়াছেন! সেই কোন্ সুদূর অতীতের এই নিদারুণ করুণ কাহিনী পড়িতে পড়িতে বুকের মধ্যে কি যেন করিতে থাকে! এদিকে গোরা কেশব ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়া দীক্ষা চাহিলেন, কেশব ভারতী চমকিয়া উঠিলেন—

"ক্ষেপেছ নিমাই?
ঘরে স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময়ী জায়া,
গিয়াছ কি ভুলে সব? ক্ষেপেছ নিমাই!
এখনও রয়েছে নিশি; দুঃস্বপন বলি
আজিকার কথা দোঁহে রাখিব স্মরণ;
কেহ জানিবে না কিছু, হে বিশ্বাসঘাতী,
ফিরে যাও অনাহত পুরাতন প্রেমে,
প্রব্রজ্যা তোমার নাহি সাজে, হে যুবক!"

(২য় সর্গ—৬০ পৃষ্ঠা)

পরদুঃখকাতর ইহার প্রতিবাদ করিলেন—

"ভাবিও না গুরু, মোরে ক্ষুদ্র ভেকধারী,
আত্মসঙ্কোচনকারী কমঠ-প্রকৃতি,
এসেছি সাধিতে কৃচ্ছ্র, তুচ্ছ মুক্তি তরে

স্নেহেরে করিয়া দীন, প্রেমে বিমলিন!

অনন্ত আমার লোভ, বিরাট দুরাশা!

(২য় সর্গ—৬১ পৃষ্ঠা)

আবার আর্দ্র কণ্ঠে আর্ত্ত প্রাণে বলিতেছেন,—আমি পুত্রপাগলিনী মা-জননীকে ভালরূপে জানি, পতিগত-প্রাণা প্রিয়াকেও বেশ চিনি। আমি মাতৃস্নেহকে দীন, পত্নীপ্রেমকে মলিন করিতে তোমার দ্বারে দাঁড়াই নাই। আমি চাহি, সব স্নেহের সার সকল প্রেমের খনি হইতে সত্য-মণির সন্ধান ও সংগ্রহ! আমি চাহি, এই জীবন-যুদ্ধের বস্তুতান্ত্রিক প্রমাদপঙ্কে আত্মিক ও সাত্বিক অরূপের রূপ-শতদল ফুটাইতে। কবি অন্যত্র ভক্তের এই হৃদয়ধ্বনির প্রতি-ধ্বনি ছন্দে প্রকাশ করিয়া নিত্যসত্যকে আহ্বান করিতেছেন,—

"এস নেমে এস স্বর্গের সীমানা লঙ্ঘি',
হও প্রতিভাত মর্ত্তের প্রমাদ-পঙ্কে
কমলের মত!

(৩য় সর্গ—৬৪ পৃষ্ঠা)

নবদ্বীপের এক কোণে ক্ষুদ্র কুটীরেই গোরার গণ্ডী ছিল, এখন তিনি অনুভব করিতেছেন, যেন চারিদিকে অনন্ত জগতের অগণ্য জীবনের বিরাট স্পন্দন তাঁহাকে সঘনে সবেগে আন্দোলিত করিতেছে। গোরা ভাবিতেছেন, আমি এক শচীমাতার সন্তান নই, সমগ্র মায়ের জাতি আমার পানে পুত্র-দাবীতে চাহিয়া! গোরা কেশব ভারতীকে সে কথা—সেই শেষ কথা ভাবে বুঝাইলেন,—যাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় বা মায়ায় শিশুর মত জগৎ জাগিয়া ঘুমায়, সেই নিরঞ্জনের আহ্বানে তাঁরই সৃষ্টির

দৃষ্টি ফুটাইতে আমার এ প্রব্রজ্যার মানস। লক্ষ লক্ষ মোহ কূপ-মগ্নের আর্ত্তনাদ আমায় উন্মাদ করিয়াছে। কেশব ভারতী লজ্জা-নত মুখে বলিলেন, তুমি আমার গুরু!

"মোরে মোহ-পঙ্ক হ'তে করিলে উদ্ধার,
—দীক্ষা-ভিক্ষা মোর কাছে ছলনা তোমার।
তার পরে ধীরে ধীরে মুণ্ডিত মস্তকে,
গৈরিক কৌপীন পরি, অঙ্গে ভস্ম লেপি,
উপবীত সনে ত্যজি ব্রহ্মণ্য-বড়াই
দাঁড়াইলা গৌরচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র যেন।"

(২য় সর্গ—৬১ পৃষ্ঠা।)

একদিন তপস্যার শেষে তাপসশ্রেষ্ঠ মানস-ভুবনে ঐশী প্রসাদের প্রকাশ-বিকাশ সুস্পষ্ট দেখিলেন। কবিও গৌরচন্দ্রের সঙ্গে সেই শুভক্ষণে শুনিতেছেন—"সাঙ্গ তোর কাজ!"

এ সময়কার চিত্রের পর চিত্রগুলি যেন স্বপ্নাভিষিক্ত কবির মুক্ত-প্রাণের চরম অভিব্যক্তি!—

"সেইক্ষণে ধ্যান ভাঙ্গি, ত্যজি যোগাসন,
অতিমধুপানে অন্ধ, মত্ত ভৃঙ্গসম
গুঞ্জনে অক্ষম, কিন্তু হৃদয় ঝঙ্কৃত,
ঘুরিতে লাগিলা গোরা সমাধির পাশে
বিব্রত বিহ্বল; শেষে উৎসাহে অধীর,
উঠিলা ডাকিয়া যেন তৃষিত নিখিলে,—

পাইয়াছি! পাইয়াছি! সাধনের ধন
পাইয়াছি!"—

(৩য় সর্গ—৬৯ পৃষ্ঠা)

গোরা সেদিন যেদিকে চাহিতেছেন, সেদিকেই আভাষ, সে দিকেই বিকাস, সে দিকেই উচ্ছ্বাস! যেন সিন্ধুমন্থনে সুধার রাশি উথলিয়া উপচিয়া পড়িতেছে। বাসন্তী পৌর্ণমাসীর চন্দ্রে সেই অমৃতেরই পূর্ণতা দেখিলেন। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে কেবল রসের প্লাবন, আনন্দের বন্যা, প্রেমের জোয়ার। আকণ্ঠ পানতৃপ্ত গোরাকে এবার তাঁর অভিজ্ঞতা দানের আবেগে আকুল করিয়া তুলিল। গোরা যেন ভিতরের ভাষায় শুনিতে পাইলেন, দাও বিলায়ে সে নিধি—

"ভক্তি যার ভর-ভিত্তি, প্রেম যার প্রাণ!"

সংখ্যাস্তে বিন্দুর ন্যায় সর্ব্বাধারেই ভক্তি ও প্রেম মানবের শূন্যকে পূর্ণতায় পরিণত করে! সংখ্যার ডাহিনের শূন্য যেমন দশগুণ বাড়ায়, কিন্তু এক মুছিয়া দিলে সকলই শূন্য, কেবলই শূন্য! সেইরূপ

"ভক্তি ছাড়া প্রেমহারা তপস্যা মলিন;
গৃহীর গার্হস্থ্য পণ্ড; বীরের বিক্রম,
ধনীর ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব; গুণীর প্রতিভা,
স্বদেশবাৎসল্য ব্যর্থ; ভক্তিভিত্তিহীন
জ্ঞানমার্গ, উন্মার্গের মত; প্রেমপ্রাণ
হারা হ'লে, কর্ম্মযোগ শূন্য কোলাহল।

দেবে ভক্তিহীন অনুশাসন নীতির
মৃত-শাস্ত্রে পরিণত ; জীবে প্রেমহারা
কবিত্ব সৌন্দর্য্যচিত্র বিফল বিলাস !"

(৩য় সর্গ—৭২ পৃষ্ঠা)

গৌরাঙ্গ মজিয়া তবে মজাইয়াছিলেন, তাই পথে পথে হরি বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পরকে পায়ে ধরিয়া হরি ভজাইয়া ছিলেন। এমনই এ নেশার জোর, এ আবেগের তোড়! সাধে কি আবেশে ভোর গোরা পাগলের মত লোকালয়ের পানে ছুটিয়া চলিয়াছেন? সকলকে না জানাইলে যে তাঁর রেহাই নাই! পথে নিতাইর সঙ্গে শুভ সম্মিলন! অমনই দীক্ষা দান! জগৎ মাতাইতে নিমন্ত্রণ! বুঝাইলেন, তুমি যে তৃপ্তি পাইলে, উহা নিজের মধ্যে লুকাইয়া ভোগ করিও না। দাও, দশের মধ্যে বিলাইয়া দাও! এ ভাবের বন্যা প্রেমের প্লাবন প্রথমে নবদ্বীপে লইয়া যাইতে হইবে। সে যে আমার মাতৃভূমি! নিমাই নদীয়ায় আসিয়াছেন, এ সংবাদ শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে পৌঁছিলে, তাঁহাদের তখনকার মনোভাব মানব-মনস্তত্ত্ববিদ্ কবি দু'টি পংক্তিতেই বিশদ করিয়াছেন! ইহার বেশী চড়াইলে, ছবির রং জ্বলিয়া যাইত! কবিত্বের মায়াপটে সে আখরের আলেখ্য আভাসে ফুটিতেছে!

"এ যদি হইত স্বপ্ন তাও ছিল ভাল,
স্বপ্ন চিরদিন ভাল বাস্তবের চেয়ে।"

(৩য় সর্গ—৭৮ পৃষ্ঠা)

বস্তুকে যখন মানুষ না পায়, তুলনায় স্বপ্নই তাহাদের বাঞ্ছনীয় হয়।

"সে নিমাই আর কি গো আছে তোমাদের?
আজ সে যে নদীয়ার;—সমস্ত বিশ্বের।"
(৩য় সর্গ—৭৯ পৃষ্ঠা)

প্রতিবেশীর মুখে কবি এ কথা শুনাইয়া আগেই শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুইভাবে ভাবিত করিয়া রাখিলেন। একজন ভাবিলেন, যে নিমাই আমারই ছিল, আজ সে সকলের। আর একজনের মনে হইল, তিনি শুধু আমাদেরই নন, তিনি বিশ্বমানবেরই একটী অচ্ছেদ্য অংশ। নিমাই মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, অভিমানিনী মাতা গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"নিমাই, কি ধন ল'য়ে ফিরিয়াছ দেশে?—
'ঘরে' বলিবার তাঁর কোন্ অধিকার!"
(৩য় সর্গ - ৮০ পৃষ্ঠা)

নিমাই মাতৃভক্ত! গৃহত্যাগী পুত্র আপনাকে অপরাধী মনে করিলেন। স্নেহময়ী মাতৃসাক্ষাৎ একটা কিছু বলিতে হয় বলিয়া জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিলেন!—"কই, কিছু নহে!" অভিমানিনী মাতা অত শত বুঝিলেন না, বুঝিতে চাহিলেন না। তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থা যুক্তি-তর্কের অতীত! তিনি শুধু বুকফাটা স্নেহের তিরস্কার করিতে করিতে ব্যথা দিলেন, ব্যথা পাইলেন! আর কত সয়? দেবতা-নিমাইকে বাহিরে রাখিয়া

দুলাল-নিমাইকে স্মৃতিতে লইয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তাই কবিভাষায়—

"দেবতা-নিমাই পড়ি রহিল বাহিরে,
দুলাল-নিমাই চাপি' বসিল অন্তরে!"
(৩য় সর্গ—৮৪ পৃষ্ঠা)

অভিমানী মাতৃস্নেহের এই অগ্নিপরীক্ষায়ও সন্ন্যাসীর মন টলিল না। মায়ের বেদনার কাছে নিখিলমানব মনের যাতনা হা'র মানিল না। পতিত-ত্রাণের ন্যাসী হইয়া তিনি সমগ্র মানবজাতির বিশ্বাসের যে দৃঢ়ভিত্তির উপর অচল অটল দাঁড়াইয়াছেন, তাহা হইতে এক তিলও নড়িলেন না। কবি এখানে একটি অপূর্ব্ব আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন —

"করুণা রাখিল তাঁরে নিকরুণ করি',
বিশ্বাস করিল তাঁরে বিশ্বাসঘাতক!"
(৩য় সর্গ—৮৫ পৃষ্ঠা)

যেখানে কারণের বিপরীত কার্য্য উৎপত্তি হয়, তাহাকে বিষম-অলঙ্কার বলে। করুণা-কারণের বিরূপ কার্য্য নিকরুণ; বিশ্বাস-কারণের বিরূপ কার্য্য বিশ্বাসঘাতকতা। বাঙ্গালা ভাষায় এই রূপ বিষম অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত আর পাইয়াছি মনে হয় না। আরব্ধ কার্য্যের ব্যপকতায় অনর্থের উৎপত্তি এই অংশের বিষমের উদাহরণ। এইরূপ আরও দুইটি অনুপম পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"স্বদিহীন, সে বড়ই সহৃদয় বলি;'
উদাসীন, সে যে বড় প্রেমিক বলিয়া!"
(৪র্থ সর্গ—৯৫ পৃষ্ঠা)

এই কাব্যে উৎপ্রেক্ষা, উপমা, রূপক যমক প্রভৃতি অলঙ্কারের বহুল সমাবেশ দেখিয়াছি; অথচ কোথাও তাহার প্রদর্শন বা চেষ্টার কষ্ট-চিহ্ন নাই। কোথাও বাদ কি বদলও চলে না। যদিও এই কাব্য নানা রসে প্রভাবিত, তথাপি ইহা প্রসাদগুণ প্রধান। যাহা পড়িলে সহসা চিত্তকে আর্দ্র করে, তাহাই প্রসাদগুণ। "চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ। অর্থাৎ—শুক্নো কাঠে আগুনের মত, যা মনকে ছাইয়া ফেলে।

নিমাই সন্ন্যাসী তাই স্ত্রীর সহিত দেখা করিলেন না; মহাত্মার মহীয়সী পত্নী ইতিপূর্ব্বে মূর্চ্ছার ঘোরে চিতা বা চিদানলে পুড়িয়া খাঁটী সোণা হইয়াছেন! তাই কি এবার তাঁহার আদর্শ দেবের নূতন মহিমা দেখিতে পাইলেন?

"জানি আমি বেশ;
ভালবাস তুমি মোরে; কিন্তু সত্য আজ
প্রিয়তর তব পাশে!

*　　　*　　　*

থাক তুমি আপনার উত্তুঙ্গ শিখরে
শত শত হৃদিপদ্মে সিংহাসন পাতি!

কে আমি, তোমার পদে কুশাঙ্কুর সম
বিঁধিয়া রহিব সাথে, করিব পীড়ন ?

*　　*　　*

আজ সেই বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-গরবিনী,
নহে পতি-সোহাগিনী সামান্যা রমণী !"

(৩য় সর্গ—৮৬—৮৭ পৃষ্ঠা)

বিষ্ণুপ্রিয়া ব্রহ্মচারিণী হইলেন, শচীমার নিকট তত্ত্বকথা অনেক বলিলেন ; দুঃখের ভিতরই যে মানুষের যথার্থ সুখ, তাহা বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, তিনি একই কালে দুঃখিনী ও সুখিনী। দুঃখ আত্মিক চেতনার জীবন-কাঠি, সুখ মরণ-কাঠি !

"সুখ, সুষুপ্তের স্বপ্ন ; দুঃখ জাগরণ ;
দুঃখ নহে দুখ শুধু, দুঃখ, বড় সুখ !"

(৪র্থ সর্গ—৯০ পৃষ্ঠা)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রিয়বিরহ সহিবার জন্য কবি গৌরাঙ্গদেবের মাতা ও বনিতাকে দুইভাবে প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন ; তাই আমরা সংসারত্যাগী পতির চিত্রের পার্শ্বে সুযোগ্যা পত্নীকে গৃহ-তপস্বিনী রূপে পাই। তাই তাঁর

"পতিপ্রেম মিশেছিল বিশ্বপতি প্রেমে !"

আর শচীমাতা ?—সে কথা পরে জানা যাইবে। নিমাইকে ভর্ৎসনা করিয়া, দয়াল নিতাই গৌরাঙ্গ-জননীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন। কথায় কথায় তিনিও বলিয়া ফেলিলেন !—

"তনয় তোমার নহে সামান্ত মানব!"

এই কথায় যার জন্ত একদিন শচীমাতা শিহরিয়াছিলেন, নিতাই কিন্তু সে আধারে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ দেখিয়াছেন, শচীমাতাকেও দেখাইতেছেন—

—"শোন মাতা, পুত্র
তব নহে পৃথিবীর; জানি আমি তারে,
মেঘের মতন তার উর্দ্ধে শুধু স্থান,
কাজ তার, বরিষণে করিবে শীতল
তৃষিত তাপিত এই বিপুল নিখিল!"
(৪র্থ সর্গ—৯৪ পৃষ্ঠা)

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শচীমাতা ভিন্ন অন্ত কোন রমণীর মুখ দেখেন নাই! নারী-সঙ্গ বর্জ্জন বৈরাগ্যের অঙ্গ; এ বীতরাগ বা অবজ্ঞা নয়। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" এ ঋষিবাক্য নিমাইপণ্ডিত কিরূপ বুঝিতেন, নিম্নোক্ত একটী ঘটনায় কবি তাহা বুঝাইয়াছেন।

ভিক্ষা-ছলে সুবিধবা মাধবীর গৃহে যাতয়াতের নেশা হইতে শিষ্য হরিদাসকে গোরা নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। হরিদাস লুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল; সন্ন্যাসীর এই দুর্ব্বলতায় গোরা অগ্নিমূর্ত্তি ধরিলেন। কেন? কবি তাঁহার নায়কের আত্মোক্তায় হইয়া উত্তর দিতেছেন মাত্র দুইটি ছত্রে; কিন্তু কি সুধাই ক্ষরিতেছে!—

"অমূল্য চরিত্র-ধন কৃপণের প্রায়
ক্লেশে রক্ষণীয়।" (৪র্থ সর্গ—১০৫পৃষ্ঠা)

আমাদের দেহের মধ্যে যে রিপু বাস করে, তার প্রবল আক্রমণ এড়াইবার জন্য অষ্টপ্রহর সতর্ক প্রহরী বসাইয়া রাখিতে হয়! নহিলে,

"তিলেকের অযতনে
ধনী দীন হ'য়ে যায় চিরদিন তরে!"
(৪র্থ সর্গ—১০৫ পৃষ্ঠা ;

মানবচরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্বদর্শী গোরা হরিদাসকে তার মুখ দেখিবেন না, অনুগ্রহ করিয়া পথে আনিবার জন্য এই নিগ্রহ করিলেন বটে, কিন্তু তখনও রমণীজাতিকে শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ পুষ্পাঞ্জলী দিতেছেন,

"যারা নাহি মানে,—স্বভাবগরিষ্ঠা নারী,
উচ্চাঙ্গের সাধনায় সমাধিকারিণী,
মানবী পিয়ায়ে নিজ বুকের শোণিত
তুলেছে মানুষ করি বৃথায় তাদের!"
(৪র্থ সর্গ—১০৫ পৃষ্ঠা)

একদিকে উপদেশ অন্যদিকে দৃষ্টান্ত—গোরা একাধারে এই উভয়! বাক্য ও মনের অতীত ব্রহ্মকে পতিত উদ্ধারের কার্য্যে সমগ্র ইন্দ্রিয় দিয়া পাইবার জন্য যে অতীন্দ্রিয় ব্যাকুলতা জীবনপ্রভাতে জাগিয়াছিল, সে চরম তৃপ্তির অতৃপ্তি বাড়িয়াই যাইতেছিল—আহার নিদ্রা বিশ্রাম উহাতে ভাসিয়া গেল! নবীন বয়সে

গৌরচন্দ্র এ হেন ক্লেশ সহিতেছেন দেখিয়া ভক্তগণের বুক ফাটিতেছে!

"শিষ্যগণ গোপনে যোগায়
আরামের শত ক্ষুদ্র মিষ্ট উপচার!
এড়াতে পারে না কিছু গোরার নয়নে,
কখনো গোপনে, কভু সবার সাক্ষাতে
বিলাইয়া দেন তাহা অনাথ-আতুরে!
কভু রুষ্ট হ'য়ে সবে করেন ভর্ৎসনা!
কখনো বলেন হাসি' মিষ্ট পরিহাসে,—
তোমরা কি মোরে চাহ বানাতে নবাব?"
(৫ম সর্গ—১২৯ পৃষ্ঠা)

সাধুদের, শিশুদের শুধু কি ভোগসুখে অরুচি? নিন্দাতেও সে সরল সবল প্রাণ বিকারবর্জ্জিত। শিষ্য দামোদর গৌরাঙ্গকে কহিলেন,—তুমি যে ব্রাহ্মণকুমারকে পালন করিতেছ, তাহার মাতা সুন্দরী যুবতী বিধবা! কি জানি, লোকে কি কাণাকাণি করিবে! নিন্দা ও নিন্দুকের মধ্যেও যিনি শুভ নিহিত দেখিতেছেন, সেই লোকশিক্ষক উত্তর দিলেন—

"নিন্দা যার কর্ত্তব্যেরে, যার প্রকৃতিরে
করিবারে পারে দীন, তার কর্ম্ম শুধু

কষ্ট-চেষ্টা! নহে তাহা স্বতঃ-প্রস্ফুরিত!
দূষিতশোণিতপায়ী জলৌকার মত
নিন্দুকেরা আমাদের ধাতুসংশোধক!

(৪র্থ সর্গ—১০৭ পৃষ্ঠা)

গোরাকে একজন শিষ্য পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন; এই অপরাধে গোরা তাঁহার লাঞ্ছনার অবধি করিয়াছিলেন। ভগবান্ নিন্দা-প্রশংসার অতীত। ভক্ত তাঁরই যে বিভূতিভূষিত!

প্রবীন বয়সে গোরার উপবাস অনিদ্রা অনিয়মের বাড়াবাড়ি দেখিয়া শিষ্যগণ ভীত, গোরাকে দেহ রক্ষার জন্ম সাবধান হইতে বার বার বলিতেছেন, গোরা মৃত্যুর ভিতরে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন। মৃত্যু তাঁর কাছে নবজীবনের জন্ম একটা স্বাভাবিক অত্যাবশ্যক নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন মাত্র! তাই মৃত্যু ভয় হেলায়-খেলায় অগ্রাহ্য করিয়া বলিতেছেন,

"রয়েছি সতর্ক! সদা সজাগচকিত
অতর্কিত সে বিরাট নীরবতা লাগি;
যাত্রার তরণী ঘাটে রেখেছি প্রস্তুত;

* * *

মৃত্যু নহে ভয়ঙ্কর; মৃত্যু মনোহর।

* * * *

মৃত্যু নহে বিভীষিকা, মৃত্যু আশাময়।—

(৬ষ্ঠ সর্গ—১৪৪ পৃঃ)

কবি তাঁহার আদর্শ নায়ককে এখন পূর্ণরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, ভগবান পদে পদে ভক্তকে পরীক্ষার নিকষে ফেলিয়া যাচাই করিয়া লইবেনই। নদীয়ার পতিতা রমণীর ছদ্ম অভিনয় ধরা পড়িলে, গৌরাঙ্গ কাতর কণ্ঠে বলিয়াছেন,—"এখনও পরীক্ষা?" তবু পরীক্ষার শেষ হয় নাই। উপদেষ্টার আসনে গৌরচন্দ্র প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে, বহু সমস্যার পূরণ করিয়া যাইতেছেন; শ্রীধরের প্রশ্ন,—দ্বেষ, অত্যাচার অবিচারকে কি নীরবে সহ্য করিব? না, সে আঘাত ফিরাইয়া দিব? উত্তর—

"ক্ষমা বড় সব দিকে ক্ষুদ্র বৈর চেয়ে।"

দার্শনিক অদ্বৈত সংশয়ী! জিজ্ঞাসা করিলেন,—জ্ঞান ন্যূন কিসে? উত্তর হইল—

"জ্ঞান নহে তুচ্ছ, কিন্তু ভক্তি উচ্চতর,
ভক্তি নিত্যসত্য; জ্ঞান যুক্তির অধীন,
ভক্তি মুখ্য-অনুভাব; জ্ঞান গৌণ ভাব;
(৪র্থ সর্গ—১০৮ পৃঃ)

ভক্তি প্রাণের জিনিস; সে শুষ্ক তর্ক জানেও না, মানেও না। অন্তরের নির্ভরে অনন্তে উধাও হয় বাক্য মনের অগোচর সেই চরণে অর্ঘ্য হইয়া চিরদিন অম্লান কুসুমের মত ফুটিয়া থাকিবে আশায়। জ্ঞান যুক্তির অধীন, মানুষের বুদ্ধি অসীমকে সসীমে

খুঁজিতে যাইয়া পদে পদে পথ হারাইয়া ফেলে। বৈষ্ণব মত এই বিভ্রম হইতে রক্ষার জন্যই ঘোষণা করিয়া গিয়াছে—

ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর!

মুরারীর প্রশ্ন, সংসারে নিঃস্ব হইয়া কর্ম্ম কিরূপে করিব?

গোরার উত্তর—

"ত্যাগীর ব্যসন জেনো, ধনের পিপাসা!
থাকে যার ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা হিতব্রতে,
তার নাহি হয় কভু কোন অনাটন!
ইচ্ছা জয়ী, প্রেম জয়ী, ধর্ম্ম জয়ী সদা।
যে অর্থে পরার্থ সাধা, স্বার্থ-লোভ এলে,
কর্ম্ম হ'তে অকর্ম্মের হয় সে সহায়!
(৪র্থ সর্গ ১১০ পৃঃ)

কুট প্রশ্নের কি অকপট মীমাংসা; উৎকট সমস্যার কি সহজ সমাধান! গৌরচন্দ্রের পতিতোদ্ধার ও লোকহিত কবি বহুভাবে দেখাইয়াছেন। রাজ দণ্ডের নামে একটি নরহত্যার নির্ম্মম আদেশ সেই দয়ালের প্রীতি-সহানুভূতির স্বর্গীয় হিল্লোলে কিরূপে উড়িয়া গেল, কবি তাহা গৌরাঙ্গের শ্রীমুখে শুনাইতেছেন—

"শোন বিচারক, করে কে বিচার কার?
অতুল্য অমূল্য হেন মানব জীবন,
সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি তাঁরও শ্রেষ্ঠ দান,

নহে বিচারের বথা ক্ষুদ্র মানবের!
ন্যায়ের ছলনা করি চেও না হরিতে
নারিবে যা দিতে!"

(৪র্থ সর্গ—১১৩ পৃষ্ঠা)

সংস্কারক রূপে গৌরাঙ্গ কাজী, শাক্ত, জগাই, মাধাই প্রভৃতির জীবনের নূতন অধ্যায় গড়িয়া দিলেন। এই রূপে একদিন সেই জ্বলন্ত ভাবের স্থির-বিদ্যুৎ অধীর প্রেমের তুফান দুকুলপ্লাবী রসের প্লাবন ভারতময় ছড়াইয়া পড়িল। তাহাতে দেশ কাল পাত্র আত্মপর কোথায় ভাসিয়া গেল। রহিল কেবল গৌরাঙ্গের জীবনব্যাপী তপস্যার অমর ইতিহাস!—"

"ভক্তি যার ভরভিত্তি প্রেম যার প্রাণ!"

'গৌরাঙ্গ' কথা বলিতে গেলে, ফুরাইবে না। ফুরাইতে দিয়া আবশ্যকও নাই। রসজ্ঞগণের অতৃপ্তি এই অসমাপ্ত সুধার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে থাকুক; আমি কেবল এই অদ্বিতীয় কাব্যের সামান্য ক'টি অসামান্য প্রসঙ্গ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়াছি মাত্র। 'গৌরাঙ্গ' আলোচনা করিতে গিয়া বুঝিয়াছি, এই মহা আখ্যায়িকার মহিমাময় নায়কের রসে অনুপ্রাণিত ভাবে আত্মবিস্মৃত প্রেমে অভিভূত কবি কেবল শ্লোকের পর শ্লোক গাঁথিয়া গিয়াছেন! বাহ্যজ্ঞানরহিত, হৃদয় ঝঙ্কৃত, সর্ব্বাঙ্গে পুলকোচ্ছ্বাস, নেত্রে দরধারা! তাই ত আজ বলিতে হয়, বঙ্গ কাব্য সাহিত্যে প্রমথনাথের 'গৌরাঙ্গের' তুলনা শুধু 'গৌরাঙ্গ'!

শ্রীজলধর সেন।

গৌরাঙ্গ

প্রথম সর্গ

সেবক

ভক্তি যার ভর-ভিত্তি, প্রেম যার প্রাণ!—
সেই তত্ত্ব কোথাকার? কেমনে প্রথম,
নামিয়া মরতে কারে করেছিল কৃপা?
লভি' সেই স্বর্গবিত্ত কে সে চিত্তহারা,
আত্মমদবাসে অন্ধ গন্ধমৃগপ্রায়
আপনি মাতাল হয়ে, মাতাইল সবে!

নবদ্বীপ, নিয়ে তব ন্যায় শ্রুতি স্মৃতি,
রুক্ষ তর্ক, সূক্ষ্ম জ্ঞান, বিচারাভিমান,
আজি কি হইতে ধন্য অবনীমণ্ডলে,
যদি না তোমার বক্ষে,—ভাগ্যবান্ তুমি!—
তব ধূলিধূসরিত পাণ্ডিত্যের'পরে
কারও পূত পদচিহ্ন না আঁকিত রেখা!

পেয়েছিলে তব গৃহে কোন দেবোপম
আদর্শ-মানবে! যুগে যুগে এইরূপে
উত্থানের ক্রমগতি রাখিতে সচল
বিশ্বপতি নির্ব্বাচিত ভৃত্যগণে তাঁর,
অলৌকিক প্রতিভায়, অপার্থিব প্রেমে
বিচিত্র চরিত্রে আর অপূর্ব্ব গৌরবে
মণ্ডিয়া, রঞ্জিয়া ভাল, দেন পাঠাইয়া
ধরার দুস্কৃতিভার করিতে লাঘব,
পতিতে যে পঙ্ক হ'তে করিতে উদ্ধার!
বিস্মিত স্তম্ভিত, বিশ্ব, অবতার ভাবি'
লুটাইয়া পড়ে সেই মহত্ত্বের পা'য়,
পূজে নর-দেবগণে ভাবি নারায়ণ!
কে জানিত, নবদ্বীপে আসিবে এমনি
পুরুষপ্রধান কেহ ;—সেই দেবদূত,
সঙ্গে ল'য়ে ত্রিদিবের শুভ সমাচার,
ল'য়ে গদগদ ভাষ, অশ্রুজল-বল
নিখিল করিবে বশ আপনার প্রেমে!
হরিনামে মাতাইবে সমস্ত ভারত!

সেইদিন স্মরণীয় সমগ্র বিশ্বের,
যেদিন নদীয়া মাঝে মিশ্রের ভবনে,
পিতা জগন্নাথে আর জননী শচীরে

ভাসায়ে আনন্দ-নীরে, শুভ লগ্ন জানি'
দীনের সূতিকা গৃহে সমারোহ বহি'
জন্মিল সে মহাপ্রাণ বিধির বিধানে।

অঙ্গনের কোণে এক ক্ষুদ্র চালা-ঘর,
অনাদরে বিরচিত, আলো-বায়ুহীন,
দুষ্টবাষ্পসমাকুল, অপদেবতার
কুদৃষ্টিনাশক নানা উপচারে ঘেরা,—
সুরক্ষিত সে কারায় সুখ-বন্দী হ'য়ে
রহিল অদ্ভুত শিশু একাদশ দিন।
সতর্ক সশঙ্ক সবে 'ছয় ষষ্ঠী' দিনে
বসিয়া রহিল স্থির, শিশুর শিয়রে,
করিল রজনী ভোর রূপকথা ল'য়ে!
উদ্দেশ্য,—চতুর বিধি কোন ছিদ্র পেয়ে
ছল করি' শিশুভালে মন্দ কিছু লিখি'
যান যদি স্বজনের দৃষ্টি এড়াইয়া!

বাড়িতে লাগিল শিশু স্নেহের ফুৎকারে।
ছোট চারা রোপি' মালী আপন উদ্যানে,
যেমন সতর্কে ত্রাসে আবেগে উল্লাসে
সংশয়ে চাহিয়া থাকে, যোগায় তাহারে
নিত্য নব নব সেবা নূতন যতনে,
শচীদেবী শিশুপুত্রে তেমনি আগ্রহে

করিতে লাগিলা সিক্ত লালনের রসে !
সেই নবদ্বীপ-শশী লাগিল বাড়িতে
ধীরে ধীরে সুবিমল স্নেহের আকাশে
মেঘাচ্ছন্ন জগতের পূর্ণিমার লাগি' !

তার হাসি, তার কান্না, আধ-আধ কথা,
হামাগুড়ি, উঠি'-পড়ি' টলি'-টলি চলা,
অঙ্গভঙ্গী নানারূপ,—এর বিশ্লেষণে
কাল্পনিক বিজ্ঞতার কত পরিচয়
পাইতেন সে শিশুর, বাৎসল্যবিমূঢ়া !
এ সব কাহিনী শেষে পড়শীমহলে
নানা অলঙ্কার সনে করিতা রটনা ;
সে কল্পনা-জল্পনায় ভুলিতা সংসার।
সংসারে কাহারও যেন হয় নি সন্তান ;
তারা যেন হাসে নাই কাঁদে নাহি কেহ
কহে নাই আধ-কথা এমন ভঙ্গীতে !
—শচীমার ভঙ্গী-ভাবে হ'ত তা প্রকাশ।

শুভ অন্নপ্রাশনের দিন এল যবে,
যথাবিধি শিশুমুখে করি' অন্নদান,
কহিলেন জগন্নাথ,—অগ্রজ ইহার,
নাম তার রাখিয়াছি বিশ্বরূপ যবে,

কনিষ্ঠের নাম তবে হোক্ বিশ্বম্ভর।
শচী কহিলেন,—ও কি সৃষ্টিছাড়া নাম!
অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী ছিল একজন
অদূরে দাঁড়ায়ে; উৎসাহে কহিলা ডাকি',—
আমি ত বাছার নাম রাখিনু নিমাই।
'নিমাই রটিল নাম সারা নবদ্বীপে;
'নিমাই রটিল নাম দেশ-দেশান্তরে!

বাড়িছে ক্রমশ শিশু সুকৃতির প্রায়
আনন্দ বর্দ্ধন করি মিশ্র-দম্পতির।
পাঁচটি বৎসর যবে একে একে আসি'
দিয়ে গেল অপোগণ্ডে আপন প্রসাদ,
অপরূপ রূপ তার ধরা পড়ে গেল।
ললাট প্রশস্ত দীপ্ত, আয়ত লোচন,
দীর্ঘ বাহু, তীক্ষ্ণ নাসা, সুগঠিত তনু,
কাঞ্চনে চম্পকে মেশা অঙ্গের বরণ
কাড়িল সবার মন! শুনিতেন মাতা
পুত্রের রূপের খ্যাতি লুব্ধ কর্ণ পাতি'।
—নেত্রে উছলিত ধারা; অমঙ্গল-ত্রাসে
কখন উঠিত কাঁপি' মায়ের হৃদয়।

এর মাঝে, একদিন সবার অজ্ঞাতে
উদাসীন বিশ্বরূপ নবীন বয়সে

করিলেন গৃহত্যাগ, হইলা সন্ন্যাসী
নদীয়ায় আর কেহ দেখিল না তাঁরে।
পিতা মাতা আর যত পরিজন সনে
দুধের বালক নিমু কেঁদে গড়াগড়ি,
বড় বাসিতেন ভাল অগ্রজ অনুজে!
যোগ দিল সেই শোকে সমস্ত নদীয়া,
সে প্রিয়দর্শন ছিলা প্রাণ সবাকার;
পণ্ডিত, বিনয়ী, সাধু, সুধীর কিশোর!
শচীর এখন ধ্যান শয়নে স্বপনে,—
কেবল নিমাই! তিলেক নিমাই হ'লে
চক্ষের আড়াল, তাঁর আঁধার ভুবন!
উন্মথিত মাতৃস্নেহ এক খাতে বহি'
উঠিল প্রকাণ্ড হ'য়ে, ছাপাইল কূল!

আদরে-আব্দারে শিশু লাগিল বাড়িতে;
ছড়ায়ে তৈজস-পাতি, উচ্ছিষ্ট ছিটায়ে,
ভাঙ্গিয়া কলসী-হাঁড়ী, পুঁথি-পত্র ছিঁড়ি',
বিছানায় কালী ফেলি', মুখে মাখি' মসী
মায়েরে দেখা'ত ডাকি রঙ্গে দূরে রহি'!
বকিতে বকিতে মাতা ধাইতা ধরিতে;
নিমেষে অদৃশ্য হ'ত হাসিয়া নিমাই!
গৃহদেবতার আগে সুসজ্জিত ভোগ

না হইতে নিবেদিত কখন আসিয়া
চকিতে নৈবেদ্য লয়ে পূরি' দিত গালে!
কি করিলি, কি করিলি!—বলি' ক্ষোভে রোষে
নিমায়েরে সাজা দিতে ছুটিতেন মাতা।
হেথা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইত চোর!
ফাটায়ে ললাট কভু আসিত কাঁদিয়া
মার কাছে, ক্রোড়ে মাতা লইতেন টানি';
সেইক্ষণে যদি কোন ক্রীড়া-সহচর
আসিত সেখানে, তারে ডাকিয়া ইঙ্গিতে
অতর্কিতে উঠি নিমু, হত নিরুদ্দেশ!
রহিতেন কিছুক্ষণ জননী অবাক্!
মৃদুহাস্য দেখা দিত সস্নেহ কৌতুকে।

ক্রমশ দুরন্তপনা বয়সের সনে
বাড়িতেছে নিমায়ের, অবশেষে তাহা
গৃহের প্রাচীর ছাড়ি'—স্নেহের সীমানা,
ছড়ায়ে পড়িল ভরা-নদীয়ার মাঝে!
—স্নান সারি' দ্বিজ এক ঘাটে বসি' ধ্যানে—
নিমাই দেখিত যদি, শিখাটী তাঁহার
বৃন্তচ্যুত হয়ে যেত নিমেষের মাঝে!
প্রৌঢ়া এক শিব গড়ি করিবেন পূজা,
নিমাই সহসা গিয়ে মৃণ্ময় মুর্ত্তিরে

করি' দিত ধূলিসাৎ। যুবতীর গায়ে
জল সেঁচি' সেঁচি' তারে দিত রাঁগাইয়া
'নষ্টচন্দ্র'-দিনে চৌর্য্য-কার্য্য ছিল বাঁধা
গৃহে গৃহে! দোকানীর দোকানে পড়িয়া
দিবা-দ্বিপ্রহরে হ'ত দারুণ ডাকাতি!
হোলির উৎসবে, ভরি' রঙে পিচ্‌কারী
অস্থির করিত পাড়া; আবিরে আবিরে
আপনি সাজিয়া ভূত—সাজাইত সবে!
নিদ্রিতের মুখে কালী রাখিত মাথায়ে,—
নিমায়ের উচ্চহাস্যে উঠিত সে জাগি';
'রাম, রাম!'—বলি যবে মুছিত আনন
বিরক্তি-বিস্ময়ে,—নিমু করতালি দিয়া
থাকিত নাচিতে!—কিন্তু উপায় কি আছে
অশান্ত দুর্দ্দান্ত শিশু, নাহি মানে কারে,
পিতার ভ্রূকুটি আর মাতার তর্জ্জন,
পুষ্পবৃষ্টি সম গণে! নিরুপায় মাতা,
অধিক বলিতে, বাজে আপন হৃদয়ে;
ভর্ৎসনা করিয়া পুত্রে কাঁদেন আপনি;
দ্বিগুণ আদরে তারে করেন সান্ত্বনা!
ঠাকুর-দেবতা কাছে করেন মানত,—
মা-ষষ্ঠি, মঙ্গলচণ্ডী, বাছায় আমার
তোমরা সুমতি দিও; করিও কল্যাণ!

মাঝে মাঝে এ শঙ্কাও দেখা দেয় প্রাণে,—
জ্যেষ্ঠ শেষে কনিষ্ঠে কি শোণিতের টানে
ল'য়ে যাবে উৎপাটিয়া মাতৃবক্ষ হ'তে !
—শিহরি উঠেন মাতা স্মরিয়া সে কথা।
আবার স্নেহের মোহে ভাবেন জননী,
হেন উন্মাদের শেষে কি হবে উপায় ?
হায় রে মায়ের প্রাণ, হতেছে ব্যাকুল
উপায় ভাবিয়া যার, নাহি জানে সে যে
একদা করিবে সারা বিশ্বের উপায় !
এ মাতুনি,—আজ যারে অবহেলাভরে
ভাবিতেছে খেলা,—নাহি জানে, তাই শেষে,
সম্বরিতে নাহি পারি' আপনার তেজ,
ছাড়িয়া ধূলার গণ্ডী ছুটিবে অম্বরে ,
সমস্ত জগত তাহে হবে আলোড়িত !

হাতে-খড়ি দিয়া পুত্রে টোলে ভর্ত্তি করি'
পিতা মাতা ভাবিলেন,—তাঁদের নিমাই
সুনিশ্চিত সভ্যভব্য হবে এইবার !
হায় রে রাশির ফের, শচীর দুলাল
কৈশোরে পড়িল তবু, পাঠে নাহি মন ;
দুরন্তপনাটি কিন্তু শিশুর অধিক,
অধ্যাপক ব্যতিব্যস্ত শিষ্যের জ্বালায়!

কিন্তু, এ কি কাণ্ড ? তীক্ষ্ণবুদ্ধি সতীর্থেরা
হটিতেছে ক্রমে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে !
অধীত বিবিধ গ্রন্থ এ নব বয়সে।
তার তত্ত্ব-প্রশ্ন আর তর্ক-সমাধান,
সুগভীর-গবেষণা, সূক্ষ্ম-বিচারণা,
সুধী গুরু গঙ্গাদাস বসিয়া বিরলে
করেন বিচার ; ভাবেন অবাক্ হ'য়ে,
এ নহে সামান্য পাত্র !—শেষে একদিন
জগন্নাথে কহিলেন নিভৃতে সে কথা,—
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব।
কোনদিন স্থির হয়ে নাহি লয় পাঠ,
তবু সহাধ্যায়িদলে সবার অগ্রণী ;
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব !—
জিভ কাটি' কহে মিশ্র,—ছি ছি, হেন কথা
আনিও না মুখে আর, দোষ আছে তা'তে।
সে দীন ব্রাহ্মণবটু, কি আছে তাহার
তোমাদের পদধূলি, আশীর্ব্বাদ ছাড়া ?—
শির নাড়ি কহে ভট্ট,—নহে, তাহা নহে ;
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব।
সত্য কহিতেছি, ভদ্র, এমন প্রতিভা,
এমন স্থিরধী আর তীক্ষ্ণতম মেধা
দেখি নাই আর কারও, দেখিব না বুঝি

এই বাকী জীবনের অভিজ্ঞতা মাঝে।
রাখিবে অক্ষয় যশ তনয় তোমার ;
সুখী তুমি, পিতা তার ; ধন্য আমি গুরু !

মিশ্র যবে এ সংবাদ দিলা গৃহিণীরে,
শচীদেবী শিহরিলা অকল্যাণ গণি'।
কত দিন কত লোকে বলেছে এ কথা
নানা অলঙ্কার দিয়া ; স্নেহপাগলিনী
আজ বুঝি সব ধৈর্য্য ফেলিলা হারায়ে!
পরদিন ডাকাইয়া বিপ্র কয়জনে
করাইলা ফলাহার তৃপ্তিসহকারে।
পুত্রে দিয়া ধূলিলিপ্ত পা'গুলি ধোয়ায়ে
ব্রহ্মপাদোদক তারে করাইলা পান।
উদরে বুলায়ে হস্ত ছাড়িয়া উদ্গার
পরিতোষে, দ্বিজগণ গেলা নিজস্থান,
আশীষি' আশ্বাসি',—নিমু রবে চিরদিন
মায়ের অঞ্চল-ধরা কোলের দুলাল!

উৎপীড়িত প্রতিবেশী ; কিন্তু মুখে কারো
নাহি কভু তিরস্কার ! ভালবাসে সবে
নিমায়ের স্মিত সৌম্য গৌরমূর্ত্তিখানি।
সেই মুখপানে চেয়ে, উৎপীড়িত—সেও
আপন লাঞ্ছনা-জ্বালা ভুলিত নিমেষে !

'পাগল-নিমাই' বলে ডাকিত সবাই।
বয়সের সনে শেষে এ দৌরাত্ম্য-ধূম
নিমায়ের, সবই শুধু পুরুষের প্রতি
চলিত সবেগে। জলাতঙ্ক রোগী যথা
জলের ছায়াটী মাত্রে অস্থির, অজ্ঞান,
নিমায়ের সেই দশা কামিনীর নামে!
যে পথে রমণী হাঁটে, জানিত কিশোর,
তার চতুঃসীমানায় যাইত না কভু।

বড় ভালবাসে গোরা স্বভাবের শোভা ;-
আবেশ-জড়িত স্বপ্নে চেয়ে থাকে শুধু
রূপসী প্রকৃতি পানে! নিদাঘে, নির্জ্জনে,
তৃষা তার, গোধূলির স্বর্ণশোভা দেখা!
অস্তগামী সূর্য্য ধীরে নামিছে পশ্চিমে ;
মেঘের পশ্চাতে মেঘ, তার পর মেঘ,
তাম্র রক্ত শ্বেত পাংশু নীরদের মালা!—
স্তবকে স্তবকে তার কি যেন সন্ধানে
কৌতূহলী আঁখি-পাখী উড়িয়া বেড়ায়!
পাটলে পিঙ্গলে মেশা ধূ ধূ চক্রবালে
স্ফুরে পীত চন্দ্র,—পারদ-সমুদ্র মাঝে
হিরণ-কিরণ-উর্ম্মি উঠে নৃত্য করি'
দলে দলে তরল আহ্লাদে ; সে ইঙ্গিত

সঙ্গীত-কম্পিত বক্ষে ফিরিত নাচিয়া।
সম্মুখে ধূসর মাঠ দূরবিসর্পিত.
ঠেকেছে নদীতে গিয়া। উজানের পথে
যায় কভু পালে তরী মন্থর সমীরে;
তরী কিম্বা নদী-নীর নাহি যায় দেখা;
আধ-দৃষ্ট স্ফীত পাল তবু কি সুন্দর,
শুক্ল মেঘখণ্ড যেন লোহিত অম্বরে,
কিম্বা বলাকার ঝাঁক ফিরিছে কুলায়ে;
ধীরে তা মিলায়, শুধু আঁকি তার প্রাণে
অশ্রুময় স্বপ্নময় স্মৃতিরেখা এক!

গায়ে লাগে পুষ্পস্পর্শ মেদুর সমীরে;
আম্রমঞ্জরীর ঘ্রাণ পশে গিয়া প্রাণে,
চক্ষে বহে দর ধারা; রোমাঞ্চিত তনু!
হেনকালে, সেই পথে যদি জল তরে
বধূ কেহ কুম্ভ-কাঁখে আসে মৃদুপদে,
চোখে চোখে পড়ে' যায়,—চক্ষের নিমেষে
সেথা হ'তে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায় নিমাই!

পুত্রের উপনয়ন, কর্ণবেধ কাজে
মিশ্র করিলেন কিছু ঘটা-আয়োজন;
উৎসবের উত্তেজনা অতিরিক্ত শ্রমে
গৃহকর্ত্তা পড়িলেন অবিরাম-জ্বরে;

বার্দ্ধক্যে দাঁড়াল ব্যাধি সুকঠিন হ'য়ে ;
জীবনের আশা শেষে হ'ল ক্ষীণতর।
নিমাই !—বলিয়া বৃদ্ধ ছাড়িলা নিশ্বাস!
পিতার চরণ ধরি উঠিল কাঁদিয়া
নিমাই অমনি ! কহিল কম্পিতকণ্ঠে,—
কার হাতে দিয়ে যাও সন্তানে তোমার ?—
মুমূর্ষুর আঁখি-প্রান্তে অশ্রু দেখা দিল !
কহিলা সস্নেহে বৃদ্ধ,—বৎস, তাঁর কাছে,
যিনি অগতির গতি, জীবের আশ্রয়,
একাধারে যিনি পিতা, পিতার জনক !
তাঁর কাছে ! জড়ায়ে আসিল কণ্ঠ ; শেষে,
উচ্চারিলা প্রাণপণে, অন্তিম-উৎসাহে,—
স'পিলাম বৎস, তোরে হরির চরণে !
আবার ক্ষণেক থামি' উঠিলা ডাকিয়া,—
আলোক ! আলোক ! আগে শুধুই আলোক !
আর চিন্তা নাই নিমু, আর চিন্তা নাই !
বলিতে বলিতে,—যেন নিঃশেষিত দীপ,
দীপ্ত চক্ষে পড়ে গেল অন্তিম নিমেষ!
পূর্ণজ্ঞানে জগন্নাথ ত্যজিলেন দেহ ।
নিমু কিন্তু অন্ধকার দেখিল ভুবন ;
শুধু অনাথের কর্ণে লাগিল বাজিতে,—
স'পিলাম তোরে, বৎস, হরির চরণে !—

দৈববাণী সম বৃদ্ধ বলেছিলা যাহা,
দৈববাণী সম তাহা ফলেছিল পরে।
বুঝি মৃত্যু ভবিষ্যত দেখাইল তাঁরে!

পিতার সৎকার করি' জাহ্নবীর তীরে,
পরিধানে শুক্লবাস, গলে উত্তরীয়
রুক্ষকেশে, শুষ্কমুখে ছলছল চোখে,
নগ্নপদে ভগ্নোৎসাহে পাগলের প্রায়,
পুত্র ফিরে এল ঘরে,—উথলিল শোক
পাড়া-প্রতিবেশী আর অন্তরঙ্গদলে;
সহৃদয় সুপণ্ডিত মিশ্রের বিয়োগে
নদীয়ার মাতৃবক্ষে বাজিল আঘাত!
অন্তঃপুরে দীনসম পশি পিতৃহীন
প্রবোধিলা শোকাকুলা জননীরে আগে;
আপনার প্রাণে কিন্তু ঘুচে নাই দাহ!
পিতৃশ্রাদ্ধ হ'ল শেষ কাঁদিতে কাঁদিতে।
বহুদিন বিদ্যা-চর্চ্চা, বিতর্ক, বিচার
রহিল পড়িয়া; কিছুতে বসে না মন!
কালাশৌচ কাল সনে শেষে ধীরে ধীরে
প্রথম শোকের বেগ হ্রাস হ'য়ে এলে,
চিন্তা আসি' বাসা নিল উদাস হৃদয়ে।
কোরক-বয়স, কিন্তু অতুল জীবনে

পরিণত পরিস্ফুট উচ্চবৃত্তি গুলি।
ভাবিত কিশোর বসি',—কোথা এবে পিতা ?
—বলে সবে, পরলোকে !—কোথা পরলোক ?
সে কি ওই নীলাভ্রের শতস্তর তলে ?
দুর্ভেদ্য এ লোক হ'তে ওই আচ্ছাদন ;
ও লোকের লোকচক্ষে স্বচ্ছ বুঝি উহা !
তিনিও হয় ত তবে দেখিছেন চেয়ে,
পুত্র তাঁর আছে চেয়ে তাঁরি ধ্যানে এবে ?
অথবা মর্ত্তের এই সুখ দুঃখ-ভার
এতই সামান্য, লঘু স্বর্গের নিকটে,
নাহি স্পর্শে প্রেতাত্মারে ; কিম্বা তিনি ছাড়া,
কেহ নহে 'অধিকারী' ! পারে না কি তাই
পৃথিবীর কোলাহল করিতে চঞ্চল
স্বর্গবাসী আত্মাদের সমাহিত প্রাণ ?
সেই শান্তি-পরিপ্লুত পূত পুণ্যলোকে
মিলেছে পিতার মোর কি স্নিগ্ধ আশ্রয়,
কোটিভানুবিভাসিত, মুনিমনোলোভা
প্রফুল্ল পদারবিন্দে !—সে অভয়পদ
জীবিত ও মৃতের বা সাধনা, সম্বল !
পিতার যে গতি, সেই গতি তনয়ের !
সমস্ত বিশ্বের বুঝি সেই এক পথ,
পরম চরম গতি চরণ-সরোজে

সংসারের ঝঞ্ঝা-বজ্রে র'বে তা'ই সাথী ;
নিদানে মিলিবে তা'ই অনন্ত বিরামে ?
সে পদপঙ্কজ ঘিরি' মন-হংস সদা
আহ্লাদে কাকলি করি' ফিরিবে নাচিয়া ?
তবে ধরা নহে শুধু দুঃখের, শোকের ?
জীবজন্ম নহে শুধু অনর্থের হেতু ?
ওরে ভ্রান্ত, ভয় নাই, আছে পরিত্রাণ !
আকস্মিক ঘটনা এ বিশ্বসৃষ্টি নহে,
মঙ্গলে আরম্ভ তার, সত্যে পরিণতি।
—ভাবিতে ভাবিতে গোরা গলদশ্রুভরে
ফিরিয়া আসিল ঘরে। কিছু দিন ধরি'
রহিল সে চিন্তাজাল ভারাক্রান্ত করি
সমস্ত হৃদয় তার ;—অচিরে হারা'ল
বিতণ্ডার কুণ্ডলীতে, গাঢ়-অধ্যয়নে,
রসের তৃষায় আর যশের নেশায়
সে চিন্তা-বুদ্বুদ !—কিশোরী যেমন ভোলে
প্রথম প্রেমের স্বপ্ন নিদ্রা অবসানে !
তবু কি হৃদয়ে তার নাহি থাকে জাগি'
কায়াহীন ছায়া-ছায়া মায়াময় 'মোহিনী'
অজ্ঞাত বেদনা স্মৃতি অস্ফুট হৃদয়ে ?
সে বেদনা মনে হয়, যেন ধরি-ধরি ;
ধরা তারে নাহি যায়, জ্বলে শুধু প্রাণ ;

নিমায়ের চিত্তমাঝে তেমনি অজ্ঞাতে
সে চিন্তা রহিল ছদ্ম, অগ্নি যথা রহে
গুপ্ত ভস্ম-আচ্ছাদনে!

নিমাই নির্জ্জনে

একদিন দেখিতেছে ভাগিরথী-লীলা;
লহরী চলেছে বয়ে' লহরীরে ল'য়ে,
কাণ পাতি' ধ্যানমগ্ন শুনে কলভাষ;
ভাবে,—ওই কল কল অব্যক্ত নিনাদ
নহে মিথ্যা অর্থহীন জড়ের কাকলি!
ঊর্ম্মির সংঘাত বুঝি ভাবের জমাট,
রয়েছে কপাট আঁটি' মানবের কাছে!
যেন প্রতি কলোচ্ছ্বাসে হতেছে ধ্বনিত
কোন অকথিত বাণী,—ক্বচিৎ কাহারে
ধরা দেয় তাহা বহু সাধনার ফলে।
সহসা আবেশ এল, ভাবিতে ভাবিতে
কি জানি অপূর্ব্ব ভাবে বিহ্বল নিমাই!

নব-বয়সের গুণ এ কি তবে তার?
পুরুষের বয়ঃসন্ধি!— এ কি তবে তাই?
কৈশোরে যৌবনে দ্বন্দ্ব যবে লেগে উঠে,
—কৈশোরের কান্ত রূপ শান্ত সুকুমার,

ঋজু লঘু স্বচ্ছন্দতা দেহের, মনের,
অকস্মাৎ সে আহবে চূর্ণ হয়ে যায় ;—
ন্যুব্জ দীর্ঘ দেহযষ্টি, গাঢ়কণ্ঠ সনে
ভারাক্রান্ত জীবনের কোমল মহিমা !
জীবনে আসক্তি নাই, কর্ম্মে আকর্ষণ,
অনন্ত বিষাদক্লান্ত চিন্তার প্রবাহে
আশা নাই, লক্ষ্য নাই, নাই কূল মূল !
—এ নহে সে বন্ধ্যা চিন্তা রুগ্নহৃদিজাত,
স্বভাবপ্রেরিত, এ যে ভাবের-স্ফুলিঙ্গ !
জ্বলিলে বারেক যাহা মহাপ্রাণ মাঝে
আর নাহি নিভে,—যাবৎ না হয় তাহে
শুভ সূত্রপাত কোন ! চন্দ্রিকার মত
উজ্জ্বল, অপাপবিদ্ধ !—আলো দেয় তাহা,
দগ্ধ নাহি করে কভু নিকারের প্রায় ।

একদিন বসি' গোরা জাহ্নবীর তীরে
আপনার ভাবে ভোর ! হেন কালে সেথা
দেখিলা, চকিত ভীত সারমেয় এক
কাতর চীৎকার তুলি' আসিছে ছুটিয়া !
পিছে উত্তোলিয়া যষ্টি, ঘাতক জনেক
আসিছে তাড়ায়ে !—মাঝে পড়িলেন গোরা,
ব্যাঘ্র যথা পড়ে গিয়া শিকারের' পরে !

কহিলা পুরুষব্যাঘ্র,—কুক্কুর আমার !
কার সাধ্য কেশ স্পর্শ করিবে তাহার ?
এত বলি' কোলে তুলি' পথের কুকুরে
কতই যেন সে তাঁর আপনার জন,
চলিলা গৃহের পানে। অবাক্ ঘাতক !
তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিপানে রহিল চাহিয়া ;
চলে' গেল ধীরে শেষে আপনার পথে।
ভাবিতে লাগিলা গোরা পথে যেতে যেতে,-
বিধির বিধান কি এ,—সবলে দুর্ব্বলে
এই হানাহানি ? এই জয়পরাজয় ?
দুর্ব্বল হইছে চূর্ণ ; তাহারই শ্মশানে
প্রবল তুলিছে নিজ জয়কীর্ত্তিমঠ ?—
নহে নহে, কভু নহে ! তিনি স্বামী, তাঁর
সমদৃষ্টি সর্ব্বভূতে, সমান যতন।
পীড়িতের মর্ম্মোত্থিত আর্ত্তনাদ' পরে
উঠে যে বিজয়-দম্ভ—কীর্ত্তি-স্মৃতিস্তম্ভ,
ভঙ্গুর তাহার ভিত্তি। দুর্ব্বলের গ্রাস
বলী যবে প্রতাপের দুষ্ট-ক্ষুধাবশে
কাড়ি' ল'য়ে পূরে নিজ পূরিত জঠরে,
সে ক্ষুধাই আনে তার নিপাত ঘনা'য়ে।
হেন দ্বন্দ-দ্বেষ নহে অভিপ্রেত তাঁর !—
কুক্কুর লইয়া কোলে বাহ্যজ্ঞানহারা,

একেবারে উপস্থিত পূজার মন্দিরে!
যথা বসি' শচীদেবী পূজিছেন শিবে
সন্তানের শুভ লাগি ফুল-বিল্বদলে।
শুচি! শুচি!—করি' শচী সতত অস্থির!
সর্ব্বত্র গোময় ছড়া দিতেছেন সদা!
কুকুর দেখিয়া ঘরে,—তনয়ের কোলে,
উঠিলা চীৎকার করি' সহসা সেখানে!
কহিলেন রোষে ক্ষোভে,—বুঝিনু, নিমাই,
তোমা হ'তে ধর্ম্ম-কর্ম্ম হবে সব নাশ!—
যতেক তৈজস-পত্র ছিল সেই ঘরে,
একে একে সব ল'য়ে লাগিলা ফেলিতে
সশব্দে বাহিরে। মা গো,—কহিলা নিমাই—
ক্ষমা কর্ অপরাধ! এ কুকুরে আজি
ঘাতকের হাত হ'তে করিয়াছি ত্রাণ;
পালিব তাহারে যত্নে, করিয়াছি মন।
শুন, মাতা, সার কহি,—ঘৃণা-দ্বেষ মিছে,
সারমেয়ে সুব্রাহ্মণে মূলে নাহি ভেদ।—
চমকি' উঠিলা শচী, ক্ষিপ্তের মতন
শুনিয়া পুত্রের বাণী! হাসিয়া নিমাই
কহিলেন,—মা জননী, ভাবিও না কিছু,
পাবনী জাহ্নবীনীরে করে' আসি স্নান!
সন্তুষ্টা হইলা মাতা; রহিল কুকুর।

আর এক দিন এক ফকীর দেখিয়া
পূজা-গৃহপাশে, শচী করিলেন তারে
ইঙ্গিতে তাড়না!—উঠি সহসা নিমাই
ফকীরে দিলেন কোল স্নেহে প্রবোধিয়া!
ছুঁইলি কাহায়?—মাতা লাগিলা ভর্ৎসিতে—
ভিক্ষুকেরে ভিক্ষা দিয়া, সে যাত্রাও গোরা
গঙ্গাস্নান করি তবে পাইলা নিষ্কৃতি।
—কিন্তু সে অবধি, গৃহ ও সংসারে আরও
বাড়িল বিরাগ; মনে হ'ল, এই কি সমাজ?
মানবে মানবে ভেদ! যাব কোথা তবে
বনের বিহঙ্গ সম মনোরথ-গতি!
তার নাহি পদে পদে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ!
হায়, যদি মোর ভাগ্যে ঘটিত সে সুখ!
সুখী তুমি, দাদা, তব সার্থক জীবন!
—আবার মায়ের কথা মনে পড়ে' যায়;
আঁখি দুটি ভরে' আসে করুণার জলে।
তনয়-সর্ব্বস্বা সেই পতিবিরহিণী,
এই সদা ভাবিতেন,—নিমাই তাঁহার
মানিল না সম্পূর্ণ বশ্যতা; করিল না
অগাধ স্নেহের কাছে আত্ম-সমর্পণ!—
তাই, কখনও বা শুধু অকারণে, কভু
ঈষৎ আঘাতে পড়িতেন ভাঙ্গি' মাতা!

নিমাই তা বুঝি', যত্নে প্রবোধিত মায়ে ;
কখনও বা রঙ্গভরে রাগাইত তাঁরে!
স্বহস্তে রন্ধন করি' এনেছেন মাতা
পুত্র লাগি' খাদ্য একদিন ;—কহে গোরা,—
ব্যঞ্জন লবণদগ্ধ, অম্বল বিস্বাদ!—
রোষে ক্ষোভে উত্তরিলা অভিমানী মাতা,—
শপথ আমার, যদি তব লাগি আর
যাই বাছা পাকশালে! হায় রে মমতা,
পরদিন কোথা হ'ল প্রতিজ্ঞা পালন?
এত বড় পুত্র, তবু ভাবেন জননী
তাহারে শিশুর মত! গভীর নিশীথে
দীপ ল'য়ে জাগরিতা পুত্রপাশে বসি',
হেরিছেন একদৃষ্টে সুপ্তমুখশশী ;
চেয়ে চেয়ে বয়ে' যেত নয়নে সলিল!
শেষে দীপ নিভাইয়া নিশ্বাসি' নীরবে
পুত্রস্মৃতি বুকে লয়ে শুইতা শয্যায়।

নব যৌবনের সনে প্রতিভার ভাতি
নিমায়ের, দেখা দিল পরিণত হ'য়ে।
তরুণের যশোগাথা দেশ-দেশান্তরে
ছড়া'ল প্রবীণদের ঈর্ষা জাগাইয়া।
নিমায়ের নাই দর্প, শক্তির উত্তাপ,

শুধু যুবা রঙ্গপ্রিয় ; দাম্ভিকের কাছে
অবাধ্য উদ্ধত ক্রূর ! বিচার-সমরে
নিদারুণ ভয়ঙ্কর ! পরাজিত হ'য়ে
পদানত হ'লে অরি, ক্ষমা নাই তবু ;
চোখা চোখা শ্লেষবাণে করি' তারে শেষ
আপনি হাসিয়া খুন !

কোবিদ কেশব
দিকে দিকে জয়ধ্বজা করি' উত্তোলন,
নবদ্বীপে দিলা হানা ! নিমায়ের নাম
তাঁহারে ব্যথিতেছিল দুষ্টব্রণ সম !
'যুদ্ধম্ দেহি, যুদ্ধম্ দেহি',—নিমায়ের দ্বারে
ডাকে এসে দিগ্বিজয়ী ;—কি করেন গোরা ?
অগত্যা ভেটিলা তারে হাসিভরা মুখে !
বাধিল বিচার-রণ ; ভরি দুটি তূণ
ব্যাকরণে, অলঙ্কারে, শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়ে,
আকর্ণ টানিয়া বাণ, পূরিয়া সন্ধান
দোঁহে দোঁহাকার ছিদ্র বেড়াইছে খুঁজি' !
কিছুক্ষণে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতপ্রবর
হইলেন শ্রান্ত, শেষে বিধ্বস্ত বিক্ষত,
অপদস্থ পদে পদে। কহিলা নিমাই—
মিটিয়াছে যুদ্ধসাধ ?—উত্তরিলা সুধী

রাখি ক্ষুণ্ণ শাস্ত্র-শস্ত্র অবনত মুখে,—
অতুল পাণ্ডিত্য তব বুঝিলাম আজ।—
নিমাই কহিলা ধীরে,—মিথ্যা, মিথ্যা সব!
এই বক্র স্চীস্ক্ষ্ম তর্কযুক্তিজাল,
ভাষার এ ইন্দ্রজাল, ভাষ্যের কৌশল,
বিদ্যার কৈতবক্রীড়া কুটিলে কপটে!—
লাগিছে কিসের কাজে? ব্যর্থ বৃদ্ধ-জ্ঞান
ছুটিছে কি কোন সার সত্য অন্বেষণে?
কর্ম্মশূন্য ধর্ম্মভাণ,—এদিকে আবার
কর্ম্ম-অনুষ্ঠানছলে, অন্তঃসারহীন
ক্রিয়াকাণ্ড!—শোচনীয় ধর্ম্মের দুর্গতি!
—সব শুষ্ক জ্ঞান হ'তে! শুধু দম্ভ ল'য়ে
লক্ষ্যহারা বিতণ্ডার অসার চিৎকার,
পেচকের মত এই গাম্ভীর্য্যের ঘটা
বিশ্বেরে কি উর্দ্ধপানে পারে টানিবারে?
কূট মস্তিষ্কের পাকে পড়ে না জড়ায়ে
আপনি আপন জালে?—স্তাবকের মুখে
দিন ক'য় থাকে জাগি' জয়গান তার;
অনন্ত তিমির-গর্ভে চির অবসান!
চেয়ে দেখ একবার ওই উর্দ্ধপানে,
কক্ষে কক্ষে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে, লোকলোকান্তরে
কি শান্ত সুন্দর সত্য হতেছে রটিত!

—তার নাম, শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী প্রেম !
সোঽহং'—যে দৃপ্ত উক্তি, যে মত্ত খেয়াল,
ফুটিয়াছে নিঃসঙ্কোচে সেবকের মুখে,—
তারও মূলে বন্ধ্যা বিদ্যা ; মোরা ক্ষুদ্র কীট,
অমৃত-সাগরে যদি চাহি সন্তরিতে,
বিশ্বাসে বাঁধিয়া প্রাণ, নিশ্বাস রুধিয়া
বিস্ময়ে বিনয়ে ভয়ে যেতে হবে তবে
সংসার সীমানা ছাড়ি' অনন্তের দেশে।—
নিমায়ের পানে চাহে বিমুগ্ধ কেশব,
পুত্র যথা অনিমেষে পিতৃমুখ পানে
বিহ্বল চাহিয়া থাকে, যবে তাঁর মুখে
উপদেশ-সুধাধারা রহে ক্ষরিবারে।
গাঢ়স্বরে কহে দিগ্বিজয়ী,—নরোত্তম,
হেন প্রাণস্নিগ্ধকারী অলৌকিক বাণী
শুনি নাই। কেহ হেন সাহসে বিশ্বাসে
অভয়-আশায় স্ফীত অমোঘ-আশ্বাস
সহজ সরল করি' করে নি ঘোষণা।
জীবনযাত্রার পথ নিষ্কণ্টক করি'
জটিল জীবন-স্বপ্নে প্রহেলিকাময়
সমস্যা এরূপে কেহ করে নি পূরণ।
শাস্ত্রসিন্ধু মথি হায়, এতদিন শুধু
বিফল উপলগুলি করেছি সঞ্চয় !

কহ দেব, দর্পান্ধের কি হবে উপায় ?—
নিমাই কহিলা হাসি' সুমিষ্ট বচনে,—
বাঞ্ছাকল্পতরু নাথ, অন্তর্যামী তিনি,
জেনেছেন তোমার প্রার্থনা; হইয়াছে
এ সামান্য সভাতলে আবির্ভাব তাঁর !
উঠিলা কেশব যবে,—ঝরিছে নয়ন !
সর্ব্বাঙ্গে পুলকাভাস—উঠিলা নিমাই,—
চক্ষে দরদর ধারা, গরগর প্রাণ !

তার পরদিন প্রাতে হইছেন গৌর
গঙ্গা পার সহাধ্যায়ী রঘুনাথ সনে,
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রসঙ্গ লইয়া
চলেছে দোঁহার মাঝে কথোপকথন,
হেনকালে নিমায়ের কক্ষচ্যুত হ'য়ে
একখণ্ড হস্তলিপি পড়িল বাহিরে ;
রঘু তাহা তুলি যত্নে করিলেন পাঠ ;
কে যেন রঘুর সেই হাস্যদীপ্ত মুখে
অঞ্জন লেপিয়া দিল ! কহিলেন শেষে
দুরাকাঙ্ক্ষ রঘুনাথ সজলনয়নে,—
ধিক্ এ জীবনে মোর ! ব্যর্থ মনস্কাম !—
আমিও যে ন্যায়ভাষ্য করেছি রচনা,
তোমার সুদক্ষ ব্যাখ্যা কত উচ্চে তার !

অদ্বিতীয় হব আমি—ছিল এই আশা,
ঘুচিল সে ভ্রম।—ধীরে কহিলা নিমাই,—
আমি নাহি চাহি মান ; কেন দাঁড়াইব
তোমার যশের পথে কণ্টকের মত?
—এত বলি' খণ্ড খণ্ড করি' অকস্মাৎ
বহু যত্নে লিখিত সে বরগ্রন্থ আহা,
গঙ্গাজলে দিলা ভাসাইয়া! রঙ্গভরে
জল সেঁচি সেঁচি' তাহা লাগিল ডুবা'তে ;
সাথে সাথে উচ্চহাস্য উঠিছে মুখরি'।
নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ রঘু—ভিড়িল তরণী।
দুইজনে দুই পথে মৌনে গেলা চলি'।
জীবনের দুই পথে চলিলা দু'জন!

শেষে পরিণয় অন্তে সাজিয়া সংসারী ;
নিমাই যে টোলে পূর্ব্বে করিতেন পাঠ,
সেই টোলে বসিলেন গুরুর গৌরবে!
আপনার গৃহে তুলি' আনিলেন টোল ;
সাধ,—সবে জ্ঞানসুধা করিবেন দান!
জুটিল অনেক ছাত্র।—অধ্যাপনা-গুণে,
মিষ্ট শিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ শিষ্যদল।
প্রতিদিন প্রাতঃস্নাত বিদ্যার্থীর দল
স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়াতলে মুক্ত-তৃণাসনে,

শুভ্রবাসে উত্তরীয়ে সাজিয়া সুন্দর
বসিত মণ্ডলী করি' গুরুরে ঘি'রয়া।
তুষিতা কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়া গোরা
প্রতিজনে প্রতিদিন। শেষে সবে ল'য়ে
গাহি বিভুস্তব দিতা পাঠনায় মন।
শিশু ছাত্রগণ পাশে কহিতা সাদরে
কতই কাহিনী কথা পাঠ অবসানে;
শুনাইতা কত বার্ত্তা বয়স্ক সকলে
মধুর গম্ভীরে, কত তথ্য তত্ত্ব নব,
বহুবিধ আলোচনা পাঠ্যগ্রন্থ ছাড়া;
স্থূলবুদ্ধি ছাত্রগণে বার বার করি'
না মানি বিরক্তি-শ্রান্তি দিতেন বুঝায়ে
স্নেহে যত্নে স্তোকবাক্যে মিষ্ট ভঙ্গী-ভাবে
জটিল দুরূহ যাহা তাহাদের কাছে।
ক্রীড়ায় রহিতা সঙ্গী; বয়স্য আমোদে;
রোগে সেবাদাস আর বিশ্রামে প্রহরী।
ক্ষমাময়,—কিন্তু ছিলা অন্যায়ের যম!
গুরুমাতা গুরুপত্নী ব্যস্ত অনুক্ষণ
শিষ্যদের সেবাকার্য্যে; আপনার প্রতি
শত ত্রুটী অযতন নাহি ধরে গোরা;
ছাত্রদের কিছু হ'লে আর রক্ষা নাই!
একাধারে পিতা মাতা ভাবিত শিষ্যেরা

তাদের আদর্শ-দেব সেই গুরুদেবে।
কি জানি কি আকর্ষণ গুরুগৃহ প্রতি,
নিজ নিজ গৃহ সবে থাকিত ভুলিয়া!
এই ভাবে কর্ম্মোৎসাহে কাটিতেছে দিন,
গোরা কিন্তু উদাসীন! তৃপ্ত জ্ঞানতৃষ',
ধন সমাগত গৃহে, মান পদানত;
প্রণয়ের সুবাতাস বহিতেছে ঘরে!
চারিধারে সৌভাগ্যের শুধু আনাগোনা!
গোরা তবু উদাসীন!—সে যে হাসে খেলে,-
কলের পুত্তলী যেন! চলে যে সবেগে
সঙ্গে সঙ্গে রস-রঙ্গ, নাই তাতে প্রাণ!
গোরা কেন উদাসীন? ভূতাশ্রিত সম
চমকি চমকি উঠে কভু অপথিতে;
সহসা নয়নে আসে অকারণে নীর,
বাহ্যজ্ঞান চলে' যায় সংসার ছাড়িয়া!
এইরূপে পাঠনার ঘটিছে ব্যাঘাত,
একদিন অনুভব করিলেন গুরু,—
কর্ত্তব্যে হতেছি ক্রমে স্খলিত পতিত;
অচিরে করিলা ব্যক্ত আত্মমনোভাব
ক্ষুব্ধ শিষ্যবৃন্দ পাশে,—প্রিয়গণ, শেষ
মোর অধ্যাপনাভার; আর আমি নহি
তোমাদের অধ্যাপক; বিদায়, বিদায়!

করিল বিনয় বহু ছাত্রগণ মিলে' ;
গোরার সঙ্কল্প কিন্তু রহিল অটল ।
ভাবিলেন,—ভাবিবার হ'ল অবসর ।

শেষে হল' ভাবিবার আরও অবসর,—
গৃহের সে আকর্ষণ, গৃহলক্ষ্মী যবে
ত্যজিলেন ইহলোক কাঁদায়ে পতিরে ।
কাটাইল বহুদিন অথর্ব্বের মত
নব-বিপত্নীক । হেথা কালের প্রলেপ
নিঃশব্দে জুড়েতেছিল হৃদয়ের ক্ষত ;
শেষে, শেষ-জ্বালালেশ একান্তে অজ্ঞাতে
অবিচ্ছিন্ন হিমস্পর্শে দিল জুড়াইয়া !
শুধু ক্ষতচিহ্ন-ছলে ভালে আঁকি' রেখা
সুধীরে করিল শোক গভীর গম্ভীর ;
নবীনেরে করে' গেল ঈষৎ প্রবীণ ।

একদিন কোন এক বিচার-সভায়,
'তৈলাধার পাত্র, কিম্বা পাত্রাধার তৈল ?'
এই ল'য়ে দুই জন কৃতী নৈয়ায়িকে
বেধেছে বিষম দ্বন্দ্ব, বাদ প্রতিবাদ !
অনুস্বার বিসর্গের বহিতেছে ঝড় ,
উত্তরীয় খসিতেছে, নস্য উড়িতেছে,
ঊর্দ্ধের মস্তিষ্ক সনে দীর্ঘ শিখাগুলি

হইতেছে ঘন ঘন বেগে আন্দোলিত !
বসিয়া মধ্যস্থরূপে নিমাই পণ্ডিত।
—মন নাই সেথা, নাই কোথাও সংসারে ;
ঘুরিছে তা মেঘে মেঘে গগনে পবনে !—
ভাবিছেন,—সৃষ্টিতত্ত্ব-রহস্যসাগরে
ছাড়ি' তল-অন্বেষণ লহরীগণনা
বিশ্ব মুক্তি শিষ্য হ'য়ে বাছি নিবে কূল ;
দাঁড়াইবে ভক্তিবলে তাঁর মুক্তিদ্বারে।
অনাথ-তারণ সেই পদকোকনদে
ভৃঙ্গ হ'য়ে পড়ে' র'বে ; নীরবে নিভৃতে
শুধু মধুপান ; শুধু তারই স্তবগান
গাহিবে নিখিল !—শেষে ভাবিতে ভাবিতে,
স্থির হ'ল আঁখিতারা, বাহ্যজ্ঞানহারা,
পড়িলা মূর্চ্ছিত হ'য়ে সভার মাঝারে।
পুনরায় এল সংজ্ঞা ঈষৎ যতনে ;
সলজ্জে আসিলা ফিরি' আপনার গৃহে।
শচীমাতা শুনি' সব হইলা চিন্তিত ;
কঠিন ব্যাধির কোন সূচনা ভাবিয়া,
সাবধান রহিলেন সন্তানের তরে।

সে দিনের সেই মূর্চ্ছা, সেই দিব্যোন্মাদ,
সে চিন্ময়-তন্ময়তা প্রকাণ্ড প্রেমের

সে মধু-মদির স্মৃতি, সুধার আস্বাদ,
ভুলিলা না আর গোরা ; রহিল জড়ায়ে
জীবনের পরতে পরতে !—হেথা কবে
শেষ-তমোবিন্দু নাশি' হৃদয়-গগনে
প্রজ্ঞার বিমল জ্যোতি উঠিল জ্বলিয়া !
হায় শচী, হায় মাতা পুত্র-গরবিণী,
সেদিন অলক্ষ্যে বসি' ঘুরাইল কাল
যে ভাবে নিয়তিচক্র, তাহার ছায়ায়
তোমার স্নেহের শশী হ'ল অস্তমিত ;
জগতের ভাগ্য-রবি উদিল নীরবে !

দ্বিতীয় সর্গ

সন্ন্যাসী

প্রজ্ঞা যবে এল প্রাণে, নামগুণগাথা
ধ্বনিতে লাগিল বুকে ; বাহিরিল মুখে
আধ-আধ, বাধ'-বাধ' !—শিশু-ভৃঙ্গ যেন
প্রথম গুঞ্জর-স্তব করিছে আলাপ
মধুর-আস্বাদ লভি' পেলব জীবনে !
শেষে, তা'ই নিশিদিন হ'ল জপমালা ;
সে নাম স্মরণে আর সে নাম কথনে,
সে নাম শ্রবণে,—গোরা বিভোর, বিহ্বল !
একদিন তান-লয়ে, ছন্দোবদ্ধ হ'য়ে
নিমেষে বিচিত্র বেশে উদিল সে নাম
ভক্তের হৃদয়ধাম তরঙ্গিত করি' !
আপনার ধ্বনি শুনি, মোহিত আপনি,
করিলেন অনুভব ভাবুকপ্রবর,—
ভাষারে করিছে সুর গভীর মধুর ;
প্রাণের নিগূঢ় কথা ধ্বনিহারা হ'য়ে
এখন সম্পূর্ণভাবে উঠিতে ফুটিতে
পারিতেছিল না যেন ; মানিলেন গোরা,—

ভক্তি দ্রব হ'য়ে ধরে সুধার আকার,
দেব-উপহারযোগ্য,—সঙ্গীত পরশে!
সেই হ'তে কীর্ত্তনের হ'ল সূত্রপাত;
যে শুনিল, সে মজিল, শিষ্য হ'ল তাঁর।
দিন দিন ভক্তসংখ্যা লাগিল বাড়িতে;
মুকুন্দ, মুরারী, শম্ভু, শ্রীবাস, শ্রীধর,
দামোদর, হরিদাস, অদ্বৈতাদি কত
অজ্ঞ বিজ্ঞ ভক্তদল মিলিল আসিয়া
সেই হরিনামাঙ্কিত পতাকার নীচে।
—মধুর ভাণ্ডার যবে যায় রে খুলিয়া,
দলে দলে অলি যথা জুটে তার পাশে;
কিম্বা গোষ্পদের মীন নদী পেলে কাছে,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপে যথা গভীর সলিলে।
শ্রীবাস-অঙ্গনে ল'য়ে অন্তরঙ্গগণ
সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনে কত দীর্ঘ নিশি
অজ্ঞাতে কাটিয়া যেত!—সংক্রামক সম
হরিনাম ঘরে ঘরে পড়িল ছড়ায়ে!
কীর্ত্তনে মাতিয়া গোরা করে অনুভব,—
দেহখানি লঘুপক্ষ পক্ষীসম যেন
উধাও উঠিতে চায়;—যে বিলোল ছন্দে
চলিতেছে বিশ্বনৃত্য নিত্যকাল ধরি',
গ্রহ-উপগ্রহদল ফিরে নাচি' নাচি,'

তেমনই আগ্রহে যেন সমস্ত হৃদয়
তালে তালে, ছন্দে ছন্দে উঠে রে নাচিয়া
ঊর্দ্ধমুখী থর থর চরণের সনে!
—সে অবধি সঙ্কীর্ত্তনে নর্ত্তনের নেশা
করিল প্রবেশ; শেষে আনিল আবেশ;
নর্ত্তনে উঠিল জমি' ভক্তের কীর্ত্তন।
পুত্রের এ মাতামাতি, রাত্রি জাগরণ,
দ্বারে দ্বারে পথে পথে নৃত্য সারাদিন,
যদিও মাতার নাহি ছিল মনোমত,
তবু তিনি নামগানে ছিলেন পাগল!
যত্ন করি' গৃহে ডাকি' কীর্ত্তনের দল
ভক্তিভরে শুনিতেন হরিগুণগান;
ভাবিতেন,—বাছা মোর এনেছে কি নাম!
'তোমার তনয় নহে সামান্য মানব!'
—বহুদিন চলে গেছে, ভুলেন নি শচী।
সে কথা ভূতের মত কথা কয় আসি'

দিবাস্বপ্নে, উঁকি মারে নিশার তন্দ্রায়;
শচী তারে বারবার দেন ত খেদায়ে,
সে তবু ছাড়ে না পিছু, তার সাথে আসে
ছায়ারূপী বিশ্বরূপ মুণ্ডিতমস্তকে!
ল'য়ে দণ্ড কমণ্ডলু, গৈরিক কৌপীন;

ডাকে তাঁরে,—ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও, মা গো!
শেষে হাসি' নিমায়ের ভিক্ষা চাহে যেন!—
বালাই! বালাই!—বলি' জাগেন জননী;
কম্পিত সর্ব্বাঙ্গ আর স্তম্ভিত হৃদয়!
ছুটিয়া আসেন মাতা নিমায়ের কাছে;
শির চুম্বি' দেহে কর বুলান আদরে।

নিমাই এ কাণ্ড দেখি' হেসে হয় সারা!
নিমাই, পণ্ডিত কিন্তু বাহিরে, সমাজে;
ঘরে আর মা'র কাছে—পাগল নিমাই;
যদিও নাই সে পূর্ব্ব চপল স্বভাব।
সে অবধি সন্ন্যাসীতে শচীর বিরাগ!
মুণ্ডিত মস্তক আর গৈরিক কৌপীন,
চক্ষুশূল তাঁর! কেশবভারতী নামে
অবধৌত এক আসি হইল অতিথি
শচীর দুয়ারে; সাধু পরম ধার্ম্মিক,
জানিতেন তাঁরে শচী,—মানিতেন তাঁরে;
আগ্রহে সে অতিথিরে গৃহে দিলা স্থান।
কেটে গেল দিন কয়; কেশবভারতী
বিদায় চাহিলে,—গোরা নির্ব্বন্ধ করিয়া
রাখে তাঁরে ধরি'; মাতা জানিলেন শেষে,—
গভীর নিশিতে পুত্র শয়ন ত্যজিয়া

সারারাত্রি ভোর করে সন্ন্যাসীর সাথে !—
নিভৃতে কেশবে শচী কহিলা,—সন্ন্যাসী,
মাতৃ-অভিসম্পাতের রাখ না কি ভয় ?
বাছারে দিতেছে মন্ত্র, ষড়যন্ত্র করি'
মায়া-পাশ হ'তে তারে চাহিছ কাড়িতে !
হাসি' উত্তরিলা সাধু,—বৃথা গঞ্জ মোরে,
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব !
—অনলে পড়িল যেন ঘৃতের আহুতি !
শুনিছেন বহুদিন সেই এক কথা,
কেহ ভুলিল না তাহা, ছাড়িল না আজও ?
—জ্বলিয়া উঠিলা শচী, কহিলেন রোষে,—
তিলমাত্র ব্যাজ নহে, যাও হেথা হ'তে !—
নিঃশব্দে বিদায় হ'ল সন্ন্যাসী ঠাকুর !
গোরা পরে জানিলেন সকল বারতা ।

আর একদিন মাতা লুকায়ে লুকায়ে
বড়ই আগ্রহে কি সে দীপের শিখায়
করিছেন ভস্মসার ; হেনকালে সেথা
পুত্র আসি' ত্রস্তে তাঁরে ফেলিল ধরিয়া ,
হেন মর্ম্মভেদী দৃষ্টি হানিল মাতারে,
শচী তাহে অপ্রস্তুত, অপ্রতিভ হ'য়ে
কহিলেন ভগ্নকণ্ঠে,—ক্ষমা কর্ বাছা,

বিশ্বরূপ-বিরচিত প্রব্রজ্যা-মহিমা
করিয়াছি তোরই ভয়ে অনলে আহুতি !
গোরা উত্তরিলা হাসি,—ক্ষমা নাই এর,
মোর লাগি' যদি আজ না কর পায়েস !

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা উঠিলেন হাসি !
ভগিনীরে একদিন কহিছেন শচী
আপনার সুখ-দুঃখ ঘর-কন্না কথা ;
নিমায়ের কথা এলে, কহিলেন শচী,—
এত বড় ছেলে, তবু এখনও পাগল ;
জ্ঞান নাই, টান নাই তিলেক সংসারে ;
কি উপায় হবে এর, নাহি পাই ভেবে !—

ভগিনী কহিলা হাসি,—ওগো, সে কি কথা ?
একটি রূপসী বউ আন দেখি ঘরে,
দেখি ত নিমুর থাকে ভণ্ডামী কোথায় ?
অঞ্চলের কেনা হয়ে থাকে কি না, দেখো !
তখন তুমিই দিদি, যুড়িবে ক্রন্দন,—
পুত্র মোর পত্নী ছাড়া কিছু নাহি বুঝে !
সেবারেও পেয়েছিলে তার পরিচয় !
যদিও মাঘেই মাত্র ছিল সে বিবাহ ;
না পাকিতে দম্পতির মিলন-বন্ধন,

নববধূ না হইতে জীবনসঙ্গিনী,
সংসারীর শ্রেষ্ঠ সুখ উন্মেষের মুখে
কোমল বয়সে আহা, বাছা বিপত্নীক !

শচীর মনের মত হ'ল যুক্তি এই ;
বধূ আনা হ'ল স্থির !—দেখিতেন শচী,
গঙ্গাস্নানে আসে এক সুন্দরী কিশোরী,
ভক্তিভরে করে তাঁরে প্রত্যহ প্রণাম।
যেমন উজ্জ্বল তার রূপের মাধুরী,
তেমনই ব্রীড়ায় নম্র মধুর স্বভাব ;
মোহিত হইলা শচী কন্যারে দেখিয়া ;
বধূ করিবারে তারে উপজিল সাধ।
ভাবিলেন,—নারীরূপে মুগ্ধা যদি নারী,
এ রূপের ক্রীতদাস হবে না পুরুষ ?
গৃহধর্ম্মে মতি হবে বাছার এবার !
মোহের মোহন বেড়ী নির্ম্মাইলা শচী
কল্পনায়,—গড়াইলা মায়ার পিঞ্জর
ধরিতে নিমাই-পাখী সংসার-সীমায় !

বিষ্ণুপ্রিয়া নামে কন্যা,—পিতা সনাতন ;-
ঘটকের মুখে শচী পাইয়া বারতা
হরষিত,—নিমায়েরই যোগ্য এই বটে !
সে অবধি গঙ্গাস্নান নাহি যেত বাদ ;

দেখিতেন,—প্রতিদিন অখণ্ড নিয়মে
বিষ্ণুপ্রিয়া আসে ঘাটে ; দূর হ'তে তাঁরে
গলবস্ত্রে প্রণমিয়া যায় ফিরে ঘরে !
বুঝিতে নারেন শচী,—এ অপরিচিতা
কোন্ মৌন-ব্যাকুলতা লয়ে প্রতিদিন
করে তাঁরে সম্ভাষণ !—নাহি জান, মাতা,
তোমার পুত্রের পদে স'পেছে সে প্রাণ ;
শঙ্করের পাদপদ্মে পার্ব্বতী যেমন
স'পেছিলা মন ; গুণমুগ্ধা বিষ্ণুপ্রিয়া !
মনে মনে নিমাইকে বরিয়াছে পতি।
কুমারীহৃদয়ে যত্নে লুকায়ে সে প্রেম
বাড়াইছে আশাবারি সিঞ্চি' তার মূলে ;
নিমাই-দেবতা গড়ি হৃদয়-মন্দিরে
কল্পনায় তাঁর গলে দোলায় মালিকা ;
খেলা করে আনমনে সে দেবতা সনে ;
উদ্দেশে তাঁহারে গেয়ে শুনায় সে গান
তিনি যা বাসেন ভাল—নাম-সঙ্কীর্ত্তন।

সনাতন গৌরভক্ত, শুনিলেন যবে
নিমাই হবেন তাঁর নিকট-আত্মীয়,
হ'ল না প্রতীতি চিত্তে স্বপ্নসম ভাবি' ;
বিষ্ণুপ্রিয়া পেল হাতে আকাশের চাঁদ !

দুই পক্ষে কথা শেষে হ,ল পাকাপাকি ,
দিন-ক্ষণ স্থির হ'ল পাঁজী-পুঁথি খুলি' ।
এদিকে বিবাহ যার, সে-ই নাহি জানে !
বহু যত্ন করি' মাতা ভাবী সমারোহ
রেখেছেন সঙ্গোপন পুত্রের নিকটে—
পুন পরিণয়ে যদি না দেয় সে ধরা !
সব ঠিক করি' তবে একদিন শচী
পাড়িলা পুত্রের কাছে নানা কথাছলে
বিবাহ-প্রস্তাব ;—পাত্রী আর দিন স্থির,
জানাইলা তারে। গোরা উঠিলা চমকি ;
উচ্চারিলা আন মনে,—আবার বিবাহ ?—
মাতারে, না আপনারে করিলা জিজ্ঞাসা ?
সুগম্ভীরে কহিলেন,—বৃথা আয়োজন ;
পরিণয়ে ইচ্ছা নাই, জানাই তোমায় !
হার্ মানিলা না মাতা ; সে হ'তে নিয়ত,
অব্যর্থ কৌশলবলে লাগিলা ছাড়িতে
নারীজনোচিত সিদ্ধ তন্ত্র-মন্ত্রগুলি
বিদ্রোহী তনয়' পরে।—জিনিলেন মাতা !
একদা সম্মতি পেয়ে, আনন্দ-আবেগে
সেই দণ্ডে রটাইলা শুভ-সমাচার।
যথাকালে মন্ত্রবন্দী তনয়ের কর
একটী কুসুম-করে দিলেন সঁপিয়া !

ফলিল মাতার সাধ,—দু'দিন না যেতে,
গোরা ধরা দিল দুটি ভুজবল্লী-পাশে ,
দুর্জ্জয় সৈনিক যেন শেষ তক যুঝি'
করিল সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ!
দিনরাত মধুমুখ হ'ল শুধু ধ্যান।

সুধাপাত্র ভরি' ভরি' প্রত্যহ কিশোরী
কিশোরে যোগায় !—আহা, সে সরলা বালা
জানে শুধু ভালবাসা, এনেছে সে বহি'
পিতৃগৃহ হ'তে সেই একটী সম্বল!
যে দেবতা ছিলা তার কল্পনা নন্দনে,
যদি তিনি মুখ তুলে' চেয়েছেন আজ,
একান্ত শরণাগত চরণে তাহার,
সে কেন না দৃঢ় পাশে বাঁধিবে তাঁহারে ?
আশার আতীত ভাগ্য আয়ত্তে পাইয়া
চরিতার্থ কৃতার্থ যে মরমে মরমে,
সে কি পারে স্বেচ্ছায় তা ঠেলিতে চরণে ?
তার এবে এই ধ্যান, এই শুধু ত্রাস,—
এ স্বপ্ন যদি রে টুটে, দেবতা পলায়!

গৃহলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া ;—তাহার যতনে
অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা শোভা আসিয়াছে ঘরে।
শ্বশ্রূগতপ্রাণ বধূ,—সহায় তাঁহার

শত কাজে সেবাময়ী দুহিতার মত।
হরিভক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া ;—শুনিলে কীর্ত্তন
ভাবে গদগদ হিয়া, পুলকিত তনু !
আনন্দের সীমা নাই শচীর অন্তরে,
পুত্র হ'তে পুত্রবধূ যেন প্রিয় তাঁর !
হর্ষবিগলিতা শচী, কভু টানি' আনি'
কুণ্ঠিত পুত্রের বামে লজ্জিতা বধূরে,
বসাইয়া পাশাপাশি—দূরে সরি' গিয়া,
সকৌতুকে হেরিতেন দোঁহে অনিমেষে ;
ছুটি' আসি' ভাবাবেগে করিতেন দোঁহে
সোহাগে চুম্বন ! কভু সাজায়ে দু'জনে
প্রতিবেশীগণে ডাকি' উৎসাহে উল্লাসে
দেখাইতা সগৌরবে যুগল মূরতি !

সুখে কাটিতেছে দিন, হেনকালে এক
ঘটিল ঘটনা, যাহে মাতার ভরসা,
প্রিয়ার অতৃপ্ত আশা হ'য়ে এল ক্ষীণ ;
প্রেমের নিগড়, বন্দী জানিল শিথিল ;
পিঞ্জরের লৌহদ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া
পোষাপাখী নেহারিল আকাশ অসীম !
—আপনি জননী তার করিলা উপায় !
একদা নিমায়ে ডাকি' কহিলেন মাতা,—

যথাকালে গয়াধামে পিতৃপিণ্ডদান,
পুত্রের কর্ত্তব্য কাজ ; আছে আজও বাকী
তোমার সে পিতৃকৃত্য ; এইবেলা গিয়ে
পিতৃঋণ কিয়দংশ করে' এস শোধ !
মাতৃআজ্ঞা শিরে ধরি, পিতৃকৃত্য স্মরি'
করিলেন গয়াযাত্রা গোরা শুভক্ষণে ;
যাত্রাকালে বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে
নিভৃতে প্রাণেশে ডাকি' ছল ছল চোখে
কহিল,—আসিও ত্বরা ; রহিল পরাণ
জানিও, তোমারই ধ্যানে ! কহিলা হাসিয়া
রসিকসাগর গোরা,—পড়ি যদি সেথা
নবপ্রেমপাশে ? রঙ্গপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া
করিলা উত্তর,—ভাবিও না তাতে আমি
আছাড়ি' পড়িব ভূমে, হা হতোঽস্মি' করি'
মুর্চ্ছা যাব ক্ষণে ক্ষণে !—কে চাহে তোমায় ?—
ছলভরে কহে গোরা,—তবে হোক্ তাই !
—বলি' উঠিল, চমকি' ! গেল ব্যঙ্গভাব ;
কাঁপিতে লাগিল বক্ষ অকারণ ত্রাসে !
বিষ্ণুপ্রিয়া সেইক্ষণে মর্ম্মে মর্ম্মে- দহি'
অসংযত রসনারে করিল দংশন ।
বিদায় !—বলিতে, গোরা উঠিলা কাঁদিয়া !
বিষ্ণুপ্রিয়া মুছিলেন নয়ন যখন,

সবেগে লাগিল গিয়া কঙ্কণ কপালে!
—এইরূপে দম্পতির হ'ল ছাড়াছাড়ি।

অবশেষে যথাকালে সঙ্গীগণ সনে
গতি-তীর্থ গয়াধামে উতরিল গোরা।
কি যেন অভূতপূর্ব্ব হরষের রসে
ডগমগ প্রাণ! এ কি দৃশ্য-দর্শ-সুখ?
—গয়ার প্রকৃতি নহে নদীয়ার মত
তেমন কোমলকান্ত; বহে ফল্গুধারা,
জাহ্নবীর মত সে কি আনন্দবাহিনী?
এমন ফলিত ক্ষেত্র, মালঞ্চ পুষ্পিত,
মসৃণ তৃণের মাঠ, হেন পদ্মদীঘি;
লবঙ্গ ও মাধবীর লীলায়িত ছটা,
পিয়াল-তমাল-তালে শ্যামল সুষমা,
কামরাঙা-পেয়ারার সুরভি-সম্ভার,
গয়া কোথা পাবে?—তবু প্রফুল্ল নিমাই!

গদাধর দরশনে চলিলেন সবে।
তখনই মন্দিরদ্বার খুলেছে কেবল,
পাদপদ্ম দেখা দিল সবার সম্মুখে;
পাদপদ্ম দেখা দিল নিমায়ের কাছে!
নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ গোরা; অনিমেষ-আঁখি
নিশ্চল, নিমগ্ন আছে পাদপদ্ম মাঝে!

বহুক্ষণ কেটে গেল এমনই নীরবে।
ভাবিছে গয়ালী,—প্রত্যহ দর্শক কত
আসিছে যাইছে, হেন সৃষ্টিছাড়া লোক
দেখি নি ত কভু!—দেরি দেখি', রুক্ষস্বরে
কহিল সে,—মন্ত্র পড়' আচমন সারি',
আরও বহু যজমান রয়েছে আমার।
পটের মূর্ত্তিরে সে কি চাহিল জাগা'তে?
—বাহ্যজ্ঞানহারা গোরা, নিস্পন্দ নীরব,
ধ্যানমগ্ন ভাবিছেন,—এই পাদপদ্ম
রহিয়াছে সর্ব্বকাল চরাচর ব্যাপি',
যুগে যুগে কত ভক্তে করিছে আহ্বান।

এই সেই পাদপদ্ম!—পিতার যা গতি,
পুত্রের যা গতি,—গতি যাহা নিখিলের।
এই পাদপদ্ম মোর হৃদিপদ্ম মাঝে
ধরা দিতে-দিতে গিয়ে, গেছে শেষে সরি'।
মূঢ় আমি, রতনের করি নি যতন!
তুই মোরে, রে সংসার, ছাইভস্ম দিয়া
এই পাদপদ্ম হ'তে রেখেছিস্ দূরে,
তুই মোরে, রে মায়াবী, প্রলোভন পাতি'
ধরেছিস্, মায়া-ফাঁদে; করেছিস্ বশ;
অবশেষে নিতেছিস্ অন্ধকূপে টানি'!

ভেবেছিস্, এমনই দ্বিধাহীন মনে
তোর সুধা-বিষে পৃক্ত রিক্ত আশীর্ব্বাদ
নিব মানি' শির পাতি' সারাটী জীবন ?—
হে মৃণ্ময়ী, তুমি যে মা, নিখিল-জননী ;
তুমি ত বুঝিতে তব সন্তানের মন !
কত দিন তোমার ও শোভার সাগরে
মজিয়াছি, সে কি ছার কুহকের খেলা ?
কত বার, মায়াময়ী, ওই মুখ পানে
চেয়ে চেয়ে ভাবিয়াছি, তব শ্যাম-ছবি
স্বপ্ন-তুলিকায় আঁকা !—হেরিতাম কভু
ছায়া-ছায়া মায়াপট যেতেছে মুছিয়া
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম মসীবিন্দুরূপে
পুঞ্জীভূত শূন্য-ধূমে—ধূধূ বাষ্পস্তরে !
মনে নাই, সকাতরে বলিয়াছি ডাকি,'—
মুক্তি দাও, জননী গো, মুক্তি দাও মোরে ;
রাখিও না মিথ্যা দিয়া ধাঁধিয়া বাঁধিয়া !
শুনি,' আলিঙ্গন আরও করিতে সুদৃঢ় !
আজ পুন সেই ব্যথা উঠেছে জাগিয়া !
মুক্তি দাও জননী গো, মুক্তি দাও মোরে !
এবার আমারে আর পার না রাখিতে !
—ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে নিভে গেল ধরা,
পড়িলা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পাদপদ্ম' পরে।

চীৎকারি' উঠিল, সবে ; ধরাধরি করি'
বাহিরে আনিয়া দেখে,—রক্তাক্ত ললাট !
সংজ্ঞা আসিতেছে ফিরে ধীরে, অতি ধীরে।
চেতন পাইয়া গোরা দাঁড়াল অমনি ;
মুখে ঘন 'হরিবোল্',—লাগিল নাচিতে !
আহত ললাট ! কিন্তু নাহি তাহা জ্ঞান ;
শোণিতের সনে মিশি' অশ্রুর লহরী
তিতি অঙ্গ ঝর্ ঝর্ লাগিল ঝরিতে !—

ফিরে এল সঙ্গীগণ গয়াধাম হ'তে
বিকল গোরারে লয়ে নদীয়ায় যবে,
বিষ্ণুপ্রিয়া শিহরিলা !—জাগিল স্মরণে
পূর্ব্ব কথা,—যাত্রাকালে অশুভ ঘটনা !
শচীমার প্রাণ ত্রাসে উড়িল নিঃশেষে !
করাইলা স্বস্ত্যয়ন, পুত্রের লাগিয়া ;
প্রকৃতিস্থ হ'ল গোরা মাতার যতনে,
প্রেয়সীর শুশ্রূষায়, বন্ধুর সেবায়।
পূর্ব্ব ভাব কিন্তু আর আসিল না ফিরে।
শত ছলে সুকৌশলে জানান সবারে,—
যেমন ছিলাম আমি, রয়েছি তেমনি !

—জননী বুঝিয়া তাহা, ফেলেন নিশ্বাস,
প্রিয়া তাহা বুঝি,' মুছে নিভৃতে নয়ন,

বন্ধুবর্গ জানি' দেয় অদৃষ্টের দোষ।—
শ্বশ্রূ প্রতিদিন যত্নে শিখান বধূরে
সরমের মাথা খেয়ে প্রেমের 'মোহিনী'!
ছলাকলা নাহি জানে সে সরলা বালা,
যাহা শিখে, সেই দণ্ডে সব ভুলে' যায়;
অসজ্জিতা হয়ে যায় পতিসম্ভাষণে,
কিন্তু সে জিগীষাহীন স্বভাব-সঞ্জাত
অযত্নসম্ভূত শান্ত কান্ত রূপরাশি,
—গোরা ডরে তারে! কি মিষ্ট উত্তাপ তার;
কি মদিরা সেই স্বচ্ছ বিশাল লোচনে,
সে আননে বাধ'-বাধ' সলজ্জ বাণীতে!
সে কি ঠেলিবার কিছু? পড়িয়া বন্ধনে
ছট্‌ফট্‌ করে গোরা বিহগের মত,
ছুটিতে শকতি নাই, ছাড়াইতে সাধ!

অবশেষে একদিন,—ঝঞ্ঝা যথা আসে
পলকে, ক্ষণেক লাগি, কিন্তু করে' যায়
সেই দণ্ডে বিপর্য্যস্ত শান্ত ধরণীরে!
—তেমনি গোরার প্রাণে ঘনায়ে ঘনায়ে
চিন্তার জমাট-মেঘ,—ভাঙ্গিয়া গুমট
তুলিল ঝটিকা এক; ফেলিল উলটি'
একঘেয়ে জীবনের নিয়ন্ত্রিত ধারা,

স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা কুসুমিত পথে!
মৃদুল মন্থর স্রোত বাঁধ অতিক্রমি'
সহসা পাইল যেন নদীর মোহানা!
হেন মানসিক ঝঞ্ঝা ঘটায় বিপ্লব
কচিৎ কাহারো প্রাণে কোন শুভক্ষণে;
নহে তাহা সকলের, সকল কালের;
নিমেষের স্ফূর্ত্তি; কিন্তু করে সে সূচিত
সে প্রাণের, সে যুগের মহা পরিণাম!

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী নিশি উদিল সেদিন
নবদ্বীপে; উদিল সে শচীর ভবনে!
নিশি দ্বিপ্রহর যবে, হৃদয়ের মাঝে
উঠিল সে ঝঞ্ঝা,—গোরা জাগিলা চমকি'!
ভ্রমিতে লাগিলা কক্ষে চঞ্চল চরণে;
দেখা যায় নৈশাকাশ বাতায়ন দিয়া;
উঠিতেছে ঝিল্লীধ্বনি নিস্তব্ধ তিমিরে;
শূন্যে যেন কারে চাহি' কহিলা সহসা
মৃদুস্বরে, আনমনে,—এই ত সময়!
নিদ্রা যায় নবদ্বীপ, ঘুমায় ভবন,
নিদ্রামগ্ন শচীদেবী, সুপ্ত বিষ্ণুপ্রিয়া;
এই ত সময়!—যেন শুনিলা স্বপনে,
কে কহিল অন্তরীক্ষে,—এই ত সময়!—

চকিতে আসিলা ফিরি' পালঙ্কের পাশে।
সে পর্য্যঙ্ক, সে প্রকোষ্ঠ, হেরিলা কাতরে,—
আমোদিত উচ্ছ্বসিত স্মৃতির সৌরভে!
ঘুম যায় বিষ্ণুপ্রিয়া, ম্লান দীপালোকে
ঘুমন্ত মুখের মরি, হয়েছে কি শোভা!
মুক্তাসম দন্তপাঁতি দেখাবার ছলে
ঈষৎ রয়েছে ভিন্ন স্মিত ওষ্ঠাধর;
চুম্বনের স্মৃতি বুঝি হাসে সেথা বসি,!
কাঁপিছে কোমল বক্ষ নিশ্বাসের তালে;
চঞ্চল কুন্তলরাশি পড়েছে এলায়ে
সুন্দর মুখের পরে, শিথানে, বাহুতে!

বহুক্ষণ অনিমেষে আবেগে চাহিয়া
কহিলেন,—এত রূপ, এত গুণ আহা!
—হায় পতিপ্রাণা, হায় প্রেয়সী আমার!—
হায় হায়, মা আমার, পুত্রপাগলিনী;
হা আমার জন্মভূমি, বন্ধু ভক্তগণ!
এমন কি হয় আর? কে পেয়েছে এত,
এমন নির্ম্মল সুখ, শান্তি অনাবিল?

পরদিন সূর্য্যোদয় সনে কেহ মোর,
কিছু মোর রহিবে না,—যাব না, যাব না!

কুমতি কহিল কর্ণে,—যেও না, যেও না,
সম্মুখে আঁধার বিশ্ব, দেখিছ না চাহি'
অনন্ত অপরিচিত ! কি হবে ঝাঁপিয়া
একাকী অকূল মাঝে অনিশ্চিত আশে ?
কে সুধাবে ডাকি' কাল সূর্য্যোদয় সঙ্গে
পথের কাঙ্গালে ? চলে' যায় কে এমন
যৌবনে অতৃপ্ত রাখি' ভোগের পিপাসা ?—
—গম্ভীর অম্বরতল ভিন্ন করি' যেন
হাহা হাহা অট্টহাসি উঠিল অমনি !
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে পলে পলে তাহা
লাগিল ঘুরিতে ; নক্ষত্রে নক্ষত্রে তা'ই
লাগিল কাঁপিতে ; নিশীথ-পবনে ধ্বনি
লাগিল ভ্রমিতে ! গোরা শুধু শুনিলেন,
সমস্ত নদীয়া যবে রহিল বধির !

শিহরি' চাহিয়া ঊর্দ্ধে ছাড়িলা নিশ্বাস !
কহিলেন, আর কেন ? বিদায় বিদায়,
হে সংসার ! অনাথিনী, হায় মাতা শচী,
বিদায়, বিদায় ! অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়া,
সুখের ভবন, প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণ,
প্রিয়তম নবদ্বীপ, বিদায়, বিদায় !
তবে এস, হে নির্ম্মম বৈরাগ্য সুন্দর,

এস, এস, নবভাগ্য, বিশাল ভীষণ !
এস, এস, হে তাপিত অনন্ত-জগত !
—আর সরিল না কথা , নিঃশব্দ চরণে
করিলা সুদীর্ঘযাত্রা ! দ্বারপ্রান্তে গিয়া,
শেষবার নেহারিলা সে সুষুপ্ত মুখ ;
একটী চুম্বন উঠি' নিমেষের মাঝে
মিলাইল চির তরে অব্যক্ত অধরে !—
উদ্দেশে মায়ের পদে করি' প্রণিপাত
বাহিরিলা পথে !

দেখিলেন,—মহাকাশে
গভীর নিশার তলে, নিবিড় তিমিরে
গুপ্ত ষড়যন্ত্র কা'র রহিয়াছে ঢাকা
তাঁর নিষ্ক্রমণ তরে ! ঘোরা তমস্বিনী
আবরি' সংসার-ছবি, মোহিনী ধরায়
ভুলায়ে সমস্ত সত্তা, প্রতীক্ষিছে যেন
সেই ঊর্দ্ধে-পলায়ন, উদগ্র প্রয়াণ !
সুদূরে নক্ষত্রসারি নিবিছে দীপিছে ;
বিধাতার হস্তসম করিছে ইঙ্গিত
অলখ অনঘ লক্ষ্যে, প্রস্থানের পথে !—
কম্পিত স্তম্ভিত হিয়া, চলিলা ছুটিয়া
বন্দী যথা কারা ভাঙ্গি' ধায় উর্দ্ধশ্বাসে !

পথে যেতে, শুনিলেন, কে যেন সহসা
ডাকিল পশ্চাতে ;—কোথা যাও, কোথা যাও !
ফুটিল করুণতর মিনতি কাহার,
ফিরে এস, ফিরে এস, নির্ম্মম পাষাণ !
—ভীত চমকিত হিয়া,—না চাহি' পশ্চাতে
আপন গন্তব্যমুখে চলিলা ছুটিয়া।

নীরবে হইলা পার জাহ্নবী যখন,
উঠিতেছে ক্ষীণচন্দ্র ; শীর্ণ জ্যোৎস্নালোকে
পারে দাঁড়াইয়া, শেষবার পরপারে
নদীয়ার স্তব্ধ-শোভা দেখিলেন চাহি ;
ছায়া-ছায়া দেখাইছে সুপ্ত-নবদ্বীপ,
নিভিতেছে দীপগুলি ভবনে ভবনে ;
উহারই একটী গৃহে, ভাবিলেন গোরা,—
চিরতরে নিভে গেল তৈলভরা দীপ !
—পড়িল নিশ্বাস ধীরে ; ক্ষিপ্তপ্রায় ফিরে'
ছুটিলেন কেশবের আশ্রম-উদ্দেশে।

হেথা শচী দেখিছেন স্বপ্ন ঘুমঘোরে,—
যেন দূর,—অতি দূর—দৃষ্টি নাহি চলে—
আলোক-পরিধি বাহি' নামি' যেন এক
আলোর মানুষ তাঁরই অঙ্গনে চকিতে,

পশিল চোরের মত নিমায়ের ঘরে ;
নিমাই ঘুমায়েছিল, জাগায়ে তাহারে
আকাশে অঙ্গুলি তুলি' করিল ইঙ্গিত !
উঠিল নিমাই ;—শচী ধরিলেন তারে
মাতৃবক্ষ যত বল ধরে, সেই বলে ;
মাতৃবাহু যত ধরে আকর্ষণ, সেই
আকর্ষণ দিয়া ! কিন্তু, যেন সে মায়াবী
স্নেহ-গর্ব্ব, মায়া-পাশ চূর্ণ, ছিন্ন করি
নিমায়ে তুলিয়া কোলে উঠিল আকাশে !
—এইখানে স্বপ্নসনে ভেঙ্গে গেল ঘুম।
কাঁপিতে লাগিলা মাতা ; আলুথালু বেশে
ছুটিলেন তনয়ের শয়নমন্দিরে,
বৎসহারা গাভী যথা ধায় উভরড়ে
কাতর নিনাদ তুলি' শাবক-সন্ধানে !

—বিষ্ণুপ্রিয়া সেই শব্দে উঠিলেন জাগি' ;
কোথা নাথ ! কোথা নাথ !—বলি' অনাথিনী,
নখিন্দর-শোকে ছন্ন বেহুলার মত
পড়িলা মূর্চ্ছিত হয়ে পালঙ্কের পরে।
চীৎকারি' উঠিলা মাতা,—নিমাই ! নিমাই !
—সে করুণ আর্ত্তনাদ করুণার বুকে
নিরন্ধ্র আঁধার চিরি' বাজিল বৃথায় !

নিমাই ! নিমাই !—সেই আহ্বান আবার !
—খুঁজিতে লাগিলা মাতা আকুল আগ্রহে
একই স্থান শতবার করি' ; নাহি শ্রম,
নাহি ঘুচে ভ্রম। প্রতি কোণ, অন্তরাল
খুঁজিলেন আঁতি-পাঁতি ; নাই, কেহ নাই !
উঠান, উদ্যান, মাঠ আসিলেন খুঁজি'
অন্ধকার হাতাড়িয়া, উন্মত্তার মত ;
নাই, কেহ নাই ! কোথা যেন কিছু নাই !
আঁধার দেখিলা ধরা,—পড়িলা মূর্চ্ছিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিছেন বিভীষিকা হেথা—
শ্মশানে আছেন যেন বিকলাঙ্গ, পড়ি,
উদাস-চৈতন্য তাঁরে ছাড়েনি তখনও,
মায়ারূপী একজন—পতি-প্রতিচ্ছায়া,
না সে প্রেতচ্ছায়া,—শুভ্র সূক্ষ্ম আবরণে
সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ! ভূমি খনিছে, দেখিলা,
মৌনে চিতা সজ্জা লাগি। নিমেষের মাঝে
সজ্জিত হইল চিতা ; জ্বলিল অনল !
তাঁর মৃতবৎ দেহ বহি' অশরীরী
পশিল অনল মাঝে ! অগ্নিকুণ্ডে রহি'
দেখিছেন বিষ্ণুপ্রিয়া, যেন কামরূপী
উঠে এল অগ্নি হ'তে অক্ষত শরীরে

ধরিয়া উজ্জ্বল কান্তি—দিব্যকলেবর
উঠিতে লাগিল মূর্ত্তি ধূ ধূ শূন্য মাঝে,
নিঃশেষে মিলায়ে গেল জ্যোতির্বিন্দু-হেন !—
এইখানে মূর্চ্ছাভঙ্গে ছুটে গেল ঘোর।
—সর্ব্বাঙ্গে অনলজ্বালা, চীৎকারিলা বালা,—
কোথা গেলে, কোথা গেলে, তুমি প্রাণনাথ !—
বাহিরে ডাকিছে কাক, জাগিতেছে আলো ;
ভক্তগণ বেড়ি' দুটি শোকের প্রতিমা
বসিয়া রহিল চিত্রপুত্তলীর প্রায়;
তিন দিন অন্ন কেহ লইল না মুখে ;
হায়-হায়-হাহাকারে পুরিল নদীয়া ;
এদিকে কেশবে ডাকি' কহিছেন গোরা,—
বৈরাগ্যে দীক্ষিত, গুরু, কর আজি মোরে !

বিস্মিত কেশব কহে, ক্ষেপেছ নিমাই ?
ঘরে স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময়ী জায়া,
গিয়াছ কি ভুলে' সব ? ক্ষেপেছ, নিমাই !
এখনও রয়েছে নিশি ; দুঃস্বপন বলি'
আজিকার কথা দোঁহে রাখিব স্মরণ ;
কেহ জানিবে না কিছু, হে বিশ্বাসঘাতী,
ফিরে যাও অনাহত পুরাতন প্রেমে ;
প্রব্রজ্যা তোমারে নাহি সাজে, হে যুবক!

কি লাগি করিবে মোরে প্রত্যবায়ভাগী ?
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র, দৃঢ় কণ্ঠস্বর !—
ভাবিও না, গুরু, মোরে ক্ষুদ্র ভেকধারী ;
আত্মসঙ্কোচনকারী কমঠপ্রকৃতি !
—এসেছি সাধিতে কৃচ্ছ ভুচ্ছমুক্তিতরে,
স্নেহের করিয়া দীন, প্রেমে বিমলিন !
অনন্ত আমার লোভ, বিরাট দুরাশা ।

আমি কি জানি না সেই নিরপরাধিনী
প্রাণাধিকা সরলারে ; আর পুত্রপ্রাণা
সে দেবীরে ?—যে ছেড়েছে এত, তারে মিছে
বৈরাগ্যের বিভীষিকা দেখাও ঠাকুর !
জান না ত, কে আমারে করেছে বাহির ;
নিখিলবাঞ্ছিত ধন, সে যে অতুলন,
নিরঞ্জন পাদপদ্ম ! তা'ই ভিক্ষা মাগি'
পথে পথে বেড়াইব কাঙ্গালের মত ।
—বলিতে বলিতে কথা আসিল আবেশ ;
নেত্রে দর দর ধারা, থর থর তনু !—
লজ্জানত হ'য়ে কহে ভারতী তখন
নিরস্ত পরাস্ত হ'য়ে,— শিষ্য, গুরু তুমি ।
মোরে মোহ-পঙ্ক হ'তে করিলে উদ্ধার ;
দীক্ষা-ভিক্ষা মোর কাছে,—ছলনা তোমার!

তার পরে ধীরে ধীরে মুণ্ডিতমস্তকে,
গৈরিক কৌপীন পরি', অঙ্গে ভস্ম লেপি',
উপবীত সনে ত্যজি' ব্রহ্মণ্য-বড়াই
দাঁড়াইলা গৌরচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র যেন!
কমনীয় নমনীয় কান্ত তনুরুচি
অপার্থিব মহিমায় উঠেছে জ্বলিয়া!

তৃতীয় সর্গ

সাধক

টলমল নবদ্বীপ ভাবের হিল্লোলে ;
শান্তিপুর ডুবু-ডুবু প্রেমের প্লাবনে ;
ডেকেছে হৃদয়-বন্যা, উঠেছে জোয়ার ;
ভজন-অমিয় মাঝে আকণ্ঠমগন ;
সরস মধুর রসে হিয়া ভরপূর !
বাজে খোল করতাল মন্দিরা মাদল ;
উড়িতেছে নামাবলী কাতারে কাতারে ;
পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন, নর্ত্তনের ধুম ;
নাম-সুধা পিয়ে পিয়ে মাতাল সবাই ;
মুকুলিত মুখরিত শত শত প্রাণ !
—কে আনিল সুপ্ত বঙ্গে এ মত্ত উচ্ছ্বাস ?
নদে'-বাসী উভরড়ে কোথা ছুটে' যায় ?
ফিরে কি আসিল আজ নদীয়ার প্রাণ,
জাগিয়া উঠেছে তাই মৃত নবদ্বীপ ?
ধায় যত পৌরবাসী গৌরসম্ভাষণে ;
হুলুস্থূল পড়ে' গেছে পাড়ায় পাড়ায় ;
গোরা এসেছে গো ফিরে !—সকলের মুখে
এই কথা , আলোড়িত হৃদয় সবার ;

কি ধন এনেছে—যেন কি অমূল্য নিধি,
তারই লোভে ছুটিছে বা কাঙ্গালীর দল!
কেহ চাঁদমুখখানি সজল নয়নে
হেরিতেছে, রাহুগ্রস্ত; শ্রী-অঙ্গের পানে
তাকাতে পারে না কেহ, ভস্মমাখা দেখি'!
শোকাকুল ভক্তকুল; হাসিছেন গোরা।

যে দিন লইলা দীক্ষা ভারতীর কাছে,
সেই দিন গুরুপদে লইয়া বিদায়
চলিলেন দ্রুতপদে নবীন সন্ন্যাসী;
অন্তর মাঝারে বহি' নিঃশব্দ প্রার্থনা,—
কোথা তুমি, কোথা তুমি, হে সত্য সুন্দর,
দেখা দাও, আকর্ষিয়া অয়স্কান্তসম,
উছলি উজলি মোর এ লৌহ-হৃদয়।
তব প্রতীক্ষায় দীন আ'ছ বহুদিন,
আজি উদাসীন হ'য়ে হয়েছে বাহির!
ওহে অতীন্দ্রিয়, চাই ভুঞ্জিতে তোমারে
সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া, পাইতে তোমারে
পতিত-উদ্ধার-ব্রতে! এস, নেমে এস
স্বর্গের সীমানা লঙ্ঘি', হও প্রতিভাত
মর্ত্ত্যের প্রমাদ-পঙ্কে কমলের মত!

ছাড়ি' লোকালয়-চিহ্ন পশিলা ক্রমশ

গ্রামের নিস্তব্ধ প্রান্তে ;—হেরিলা অদূরে
কলস্বনা ভাগীরথী যাইছে বহিয়া ;
সুরভিত সুশোভিত বিজন পুলিনে
সারিবদ্ধ নানাজাতি বিটবীর মেলা ;
সেই তটতরুরাজি দীর্ঘ শাখা নাড়ি'
ডাকিতেছে যেন নব নর-অভ্যাগতে !
ঝুরু ঝুরু বহিতেছে দক্ষিণা বাতাস ;
গাহিছে একটি পিক বসন্তের গান ;
বন্য শশ নৃত্য করি' ফিরিছে কৌতুকে ;
চলেছে সঞ্চয় তরে গড্ডালিকাশ্রেণী ;
মৌমাছি বাঁধিছে চাক , বিচিত্রবরণ,
বেড়াইছে প্রজাপতি ; ঝুলিছে বাদুড় !
মনে হ'ল, শুদ্ধবুদ্ধি জড়প্রকৃতিই
অন্ধকারে চক্ষুষ্মান্ ; নিস্তব্ধতাঘোরে
শ্রবণপ্রবণ !—তারা ভঙ্গিতে, ইঙ্গিতে
মরনেত্রে নরচিত্তে করিছে প্রকট
সত্যের স্বরূপ ; যেন করিছে অজ্ঞাতে
প্রজ্ঞাবলে বলী যত জন্মান্ধ বধিরে !
তাই গোরা পান নি যা মানুষের কাছে,
লভিতে সে শিক্ষা-দীক্ষা, করিলা কি গুরু
নদী-বন, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গেরে ?
প্রাণ ভরি' পান করি' জাহ্নবী-জীবন,

রহি তরুচ্ছায়াতলে শ্যামস্তৃণাসনে
সেদিনের মত গোরা লভিলা বিশ্রাম।

পরদিন শয্যা ত্যজি' ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেই
প্রাতঃস্নাত, শুদ্ধ-দেহ, প্রসন্ন মানস,
বসিলেন ছায়াঙ্কিত অশোকের মূলে,
সাধন-সমাধি মাঝে পদ্মাসন করি';
স্তিমিত মিলিত নেত্র, অন্তঃপ্রসারিত,
শান্ত সমাহিত চিত্ত, নির্লিপ্ত নিষ্কাম,
নিয়মে সংযমে আর নিষ্ঠায় শুচিতে,
ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ল'য়ে, মগ্ন মৌনী হ'য়ে
সপ্তদিবানিশি গোরা রহিলেন ধ্যানে।
মিতাহার ফলমূলে, বীতনিদ্র আঁখি
নাহি হেরে জনপ্রাণী, প্রকৃতির মুখ।
প্রফুল্ল-মানসস্রুত আনন্দের ধারা
আত্মার সহস্র জিহ্বা লাগিল ধরিতে,
রহিল করিতে পান! ফুল্ল বিস্ফারিত
অন্তর্দৃষ্টি মাঝে, উদ্ভাসিত হ'য়ে র'ল
অপূর্ব্ব অভাবনীয় আলোক-ভুবন!
অন্তঃকর্ণ-কুহরেতে লাগিল ধ্বনিতে
লোকাতীত সুধাধ্বনি; লাগিলা শুনিতে
স্থাবরে জঙ্গমে জীবে, গ্রহতারকায়

পরস্পর রটিতেছে, আলাপন ছলে,
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি সহস্র রূপকে!

সপ্ত দিন চৈত্র-নভে উদিল না মেঘ,
রহিল অপূর্ব্ব শোভা সমুদিত হ'য়ে।
কভু, মনে হ'ল,—যেন নীলিমা-নন্দনে
সুর-পুষ্পবাটিকায় নিকুঞ্জ-মণ্ডপে
ঝুলিছে লতার ঝাড়, পাতার ঝালর!
ভাঙ্গা মেঘে রাঙ্গা স্তবকে স্তবকে
ফুটে' আছে নানাজাতি বিচিত্রবরণ
দেবকুসুমের গুচ্ছ! রঙিন পল্লবে
বসিয়াছে চিত্রিতাঙ্গ স্বর্গ-প্রজাপতি!
কভু মনে হ'ল; যেন নীলসরোবরে
বিকসিত শ্বেত রক্ত কুবলয়রাজি!
সহস্র কিরণ-অলি বসিতেছে উড়ি';
ফিরিয়া যেতেছে পুন মাখিয়া পরাগ!
—ঝল্‌মল্‌ রৌদ্রবিভা খেলিছে এরূপে।
কভু মনে হ'ল, যেন দেবশিল্পীকৃত
রত্নময় ইন্দ্রসভা নিশীথে প্রকাশ!
বর্ণিবার নহে তাহা,—ভুঞ্জিবার শুধু।

বাহিল বসন্ত-বায়ু পরিমল মাখি',

জাহ্নবী ধরিল কাছে উচ্চগ্রামে তান,
গাহিতে গাহিতে প'ল সাধবঃসে ঘুমায়ে !
ঝরিতে লাগিল শিরে স্খলিত অশোক
দেবতার আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্যের মত !
এহেন অশোক-তলে বসি' যোগাসনে
সিদ্ধি লভি' হয়েছিলা বীতশোক আগে
তপস্বিনী গৌরী যথা, তেমতি গোরার
তনু-মন অশোকের পুষ্পবৃষ্টি মাঝে
কি যেন অপূর্ব্ব স্পর্শে লাগিল জুড়া'তে !

সুদীর্ঘ দুর্য্যোগ মাঝে কোন দীপ্তক্ষণে,
কৃষ্ণনিকষের বুকে স্বর্ণরেখা-হেন,
কিম্বা নীল সুনিবির উপল-সারিতে
বিকীরিত ঠিকরিত হীরক যেমন
—মেঘের ফলকে যবে ঝলকে আলোক.
সানন্দে সবাই বুঝে আসন্ন সুদিন ;
অপার তিমির তরি' একটি নিমেষে
সে সুদিন উদে না কি দৈব মায়া সম ?
—সর্ব্বশেষ দিন গোরা বুঝিলা তেমনি,
কোন অখণ্ডিত সত্য, গুহ্য তত্ত্ববীজ
উপ্ত হ'য়ে গেল মর্ম্মে ; হ'ল অঙ্কুরিত,
ফলফুলে বিকশিত ; দেখিতে দেখিতে

প্রকট হইল শেষে হৃদয়ের পটে !—
ভক্তি তার ভর-ভিত্তি ; প্রেম তার প্রাণ !

মানসকমলাসনে বসিয়া কে যেন
ঘোষিলা আদেশবাণী,—সাঙ্গ তোর কাজ !—
সেইক্ষণে ধ্যান ভাঙ্গি, ত্যজি যোগাসন
অতিমধুপানে অন্ধ, মত্ত ভৃঙ্গসম
গুঞ্জনে অক্ষম, কিন্তু হৃদয় ঝঙ্কৃত,
ঘুরিতে লাগিলা গোরা সমাধির পাশে
বিব্রত, বিহ্বল, শেষে উৎসাহে অধীর,
উঠিলা ডাকিয়া যেন তৃষিত নিখিলে,—
পাইয়াছি ! পাইয়াছি ! সাধনের ধন
পাইয়াছি ! প্রতিধ্বনি ধ্বনিল সে কথা,—
পাইয়াছি ! মনে হ'ল, নিম্নে সমাহিতা,
জাহ্নবীর সুপ্ত বীচিমালা জাগি' উঠি'
মিলাইল সুরে সুর, করিল ঘোষণা
অকথিত বার্ত্তা,—পাইয়াছি ! পাইয়াছি !
সমস্ত কানন যেন উঠিল জাগিয়া,
সমগ্র গগন যেন উঠিল জ্বলিয়া,
তারায় তারায় বাজি' উঠিল সঙ্গীত,
পবনে পবনে তান হ'ল তরঙ্গিত !
—গাও গাও, চরাচর,—আজি মহাদিন !

গাও গাও বসুন্ধরা,—পুনর্জ্জন্ম তব!
গাও গাও, নরনারী,—পূর্ণমনস্কাম!

বাহিরিলা গৌরচন্দ্র ; প্রদোষ-আকাশে
উঠিতেছে পূর্ণচন্দ্র ; বাসন্তী পূর্ণিমা
তরল লাবণ্যরাশি শ্যামল প্রান্তরে,
তরুশিরে, কাণ্ডে, পত্রে চমকে তুনকে,
জাহ্নবীর প্রতি ঊর্ম্মি স্তরে স্তরে স্তরে
ঢালিছে নীরবে! মৃদু মিষ্ট সমীরণ
বেড়ায় কাকলি করি' শিহরি' শিহরি'।

আলোক-পরিধি বেড়ি, সুধার পিয়াসী
ফিরিতেছে রূপমুগ্ধ চকোরনিকর
চক্রাকারে শূন্যে শূন্যে ; ভক্তের আহ্বানে
এসেছে নামিয়া আলো! শ্রান্ত প্রাবৃটের
মেঘম্লান স্নিগ্ধদিবা ভাবি', তুলিয়াছে
নিকুঞ্জবিতান হ'তে পাপিয়া সুতান,
প্লাবিয়া দিতেছে সুরে আকাশ বাতাস!

ভবোন্মত্ত, কহিলেন চাহি ঊর্দ্ধপানে
করযোড়ে সম্বোধিয়া পূর্ণিমা-ঈশ্বরে,—
ধন্য তুমি সুধাকর, হেন সুধারাশি
পাইয়াছ আপনার পুণ্য-অধিকারে,

কিন্তু তব নাই গর্ব, নাই কৃপণতা,
বিলায়ে দিতেছ তাহা অকুণ্ঠিত প্রাণে
জলে স্থলে, চরাচরে, আঁধারে পাথারে,
পাত্রাপাত্র নাই ভেদ, উদার বিচার!
আপনারে রাখ নাই রুদ্ধ ক্ষুদ্র করি'
আপনারই সুমধুর সম্ভোগের মাঝে!
আজি মোরে কহ তুমি, কর আশীর্ব্বাদ,—
আমার নদীতে সদ্য কি বন্যা ডাকিল,
উঠিল এ কি কম্পন, কি মন্ত্র বাজিল,
এ কি বৃদ্ধি, ধরে না যে তার মোহানায়!
এ সুধাতরঙ্গভঙ্গ পারি যেন ধরি'
প্রতি হৃদয়ের খাতে দিতে বহাইয়া
কূলে কূলে টলমল পরিপূর্ণ করি';
প্রাণ ভরে' পারি যেন করিবারে দান!—
হাসিতে লাগিল চাঁদ; ছুটিলেন গোরা
লোকালয়-অন্বেষণে, নষ্টনীড় পাখী
ধায় যথা সন্ধ্যা হেরি' আশ্রয়-উদ্দেশে!

গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে ফিরিছেন গোরা
ভাবতত্ত্ব প্রচারিয়া ঘরে ঘরে ঘুরি'
—অনুভব করে সবে, পশিয়া কে যেন
মরমের মর্ম্মে, মুছি' নিহিত কালিমা,

নিভৃতে নিগূঢ় ব্যথা দিতেছে জুড়ায়ে ;
মরমের মর্ম্ম কথা বলিছে ডাকিয়া ;
দ্রব করিতেছে প্রাণ যেন কোন্ রসে !
—মজিতেছে ভক্তগণ, হতেছে দীক্ষিত
যুগবিবর্ত্তনকারী নবধর্ম্মে আসি' ;—
ভক্তি তার ভর-ভিত্তি ; প্রেম তার প্রাণ !

উঠিতেছে মহাবাণী গম্ভীর নির্ঘোষে,—
ভক্তিছাড়া, প্রেমহারা,—তপস্যা মলিন ;
গৃহীর গার্হস্থ্য পণ্ড ; বীরের বিক্রম,
ধনীর ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব , গুণীর প্রতিভা,
স্বদেশবাৎসল্য ব্যর্থ ; ভক্তি-ভিত্তিহীন
জ্ঞানমার্গ উন্মার্গের মত ; প্রেম-প্রাণ
হারা হ'লে কর্ম্মযোগ, শূন্য কোলাহল !
দেবে ভক্তিহীন অনুশাসন নীতির,
মৃত-শাস্ত্রে পরিণত ; জীবে প্রেমহারা
কবিত্ব, সৌন্দর্য্যচিত্র বিফল-বিলাস !
—সূক্ষ্ম সত্য প্রচারিয়া ফিরিছেন গোরা,
প্রাণে প্রাণে বিঁধিছে তা অঙ্কুশের মত ;
একে একে ফিরে সবে ভ্রষ্টপথ হ'তে !
হরিনাম-রসায়ন দিতেছেন সবে !

হেনকালে একদিন,—দৈবের ঘটন,—
নিতাই মিলিল আসি' নিমায়ের সাথে।
মেঘাচ্ছন্ন ছদ্ম দিব্যজ্যোতিঃপুঞ্জ-হেন
হেরিলেন গৌরচন্দ্রে, বিমুগ্ধ নিতাই!
ভস্মাবৃত বহ্নি যেন চাহিছে ইন্ধন,—
নিত্যানন্দে হেরি' গোরা বিচারিলা মনে!
প্রথমদর্শনে প্রেম জাগিল দোঁহার;
অবিলম্বে দৃঢ়বদ্ধ আলিঙ্গন-পাশে;
আলোকে অনলে যেন হ'ল সম্মিলন;
পুরাতন আত্মীয়তা যেন পরস্পরে;
পলকে পড়িলা দোঁহে চিরপ্রেম-পাশে।

নিমাই নিতা'য়ে শেষে কহিলা একদা,—
গূঢ় কথা কহি তোমা;—সাধনার পথ
পাইয়াছে এ মোহান্ধ বহু ভাগ্যফলে
হে মোর দক্ষিণ বাহু, হে মোর নিতাই,
সেই ধর্ম্ম দীক্ষা তব নিতে হবে আজি!
সেই ধর্ম্মে দীক্ষা তব দিতে হবে সবে!
এত বলি', বীজমন্ত্র দিলেন নিভৃতে;
যাদুকর যেন তার দণ্ড ঠেকাইল!
—নিতাই দাঁড়া'ল উঠি', মুখে 'হরিবোল'
অঝোরে ঝরিছে ধারা কপোল বাহিয়া,

কহিল,—দয়াল, মোরে কি সুধা পিয়ালে ;
সন্ন্যাসীর মরু-প্রাণে কি ধারা বহা'লে ;
ঘুচে' গেল সর্ব্ব গ্লানি, সকল সংশয় ;
এ অমৃত মাঝে, সাধ, মজে' মরে' থাকি।
উত্তরিলা গোরা,—তৃপ্তি নহে এইখানে ;
হে তত্ত্বজ্ঞ, ভেবে দেখ, সমাপ্তি এ নহে।
জ্ঞানীর ত ধর্ম্ম নহে, তত্ত্বধন ল'য়ে
গুপ্ত হ'য়ে আত্মমাঝে তৃপ্ত-মনোরথে,
অলসে, হরষে, রসে শুধু তারই ধ্যান।
সে যে ঘোর দৈন্য ; সে যে ঘৃণা কৃপণতা !
প্রকৃষ্ট কর্ত্তব্য,—সত্য সর্ব্বত্র প্রচার ;
প্রধান সাধন-অঙ্গ,—পতিত-উদ্ধার।
ছার রুক্ষ উপদেশ, শুষ্ক প্রাণগুলি
আপনারে আর্দ্র করি—সিক্ত করা যায়!
—সেই ব্রত উদ্‌যাপনে হইয়াছে সাধ ;
হে বৈরাগী, তপোবল আছে তব যত,
হে বীর, সংযম ফল আছে যা সম্বল,
সব ল'য়ে হও মোর সঙ্কল্পে সহায় !
নদীয়ায় নিতে হবে আশু এ উদ্‌যোগ ;
সে যে মোর মাতৃভূমি ! প্রবাসী পুত্রের
ব্রতের প্রথম ফল প্রাপ্য আগে তাঁর ;
নহে শুধু তা'ই,—সেথা পড়ে' আছে মোর

ছিন্ন-ভিন্ন সেনাদল,—অর্দ্ধ বাহুবল
এ সাধন-সমরের, মিলিত-উদ্যমে
ভাসাইতে হবে ধরা নামের প্লাবনে!

শেষে একদিন গোরা ভক্তবৃন্দ সনে
উত্তরিলা, গদগদ, আজন্মমধুর
লীলাগারে, শত সুখস্মৃতিভরা,
পরিত্যক্ত নদীয়ায় কতকাল পরে!
সেই দিন লক্ষ্মীপূজা। শোভে ঘরে ঘরে
কলাবধূ রক্তচেলীবৃতা; ঘটে, পটে
বিরাজিত লক্ষ্মীমূর্ত্তি; তরুণী সধবা
পরিয়া রঙিন শাটী, দেয় আলিপনা
কক্ষে কক্ষে, গৃহাঙ্গনে, অলিন্দে, সোপানে।
—হাসিমুখে গুয়া-পাণ; মিষ্ট রূপরাশি!
গোলায় গোলায় ধান, গোয়ালে গোধন;
গৃহে গৃহে অতিথির চলিছে সৎকার।
চারিদিকে সুখ স্বাস্থ্য সচ্ছলতা ছবি,
গভীর জ্ঞানের চর্চ্চা, বিদ্যা-আলোচনা।
ধনে মানে জ্ঞানে বঙ্গ করে ঝলমল!
কোথাও কোরাণ-পাঠে মগ্ন মোল্লা কেহ;
গাহিয়া গাজীর গীত ফিরিছে ফকীর;
তরী বাঁধি' কোন ঘাটে গাহিছে মধুরে

নাবিক মুসলমান বৃন্দাবনগাথা !
ধনীগৃহে হইতেছে নিত্য চণ্ডীপাঠ;
এই উৎসবের দিনে বিষণ্ণ কুটীরে
একবস্ত্রা রুক্ষকেশী অনাথিনী কেহ
চর্কায় কাটিছে সূত্র জীবিকার লাগি,
রুগ্ন শীর্ণ অসহায় শিশুপানে চাহ'
অমঙ্গল-অশ্রু আজ সম্বরিছে ক্লেশে।
হেন মঙ্গলের দিনে কোন গৃহ হ'তে
বিয়োগবিধুরকণ্ঠে উঠিছে বিলাপ ;
কোন গৃহে চলিতেছে নিমন্ত্রণ-ঘটা।
গ্রামের প্রান্তরে লাঠি খেলে যুবকেরা,
হিন্দু মুসলমান আহা, যেন ভাই ভাই !
বটতলে বসে নাই পঞ্চায়েত আজ,
ছোট-বড় কলহের নিত্য-মীমাংসক ;
আজ সেথা বালকেরা করিতেছে সেই
বিচারাভিনয় ,—কেহ রাজা, কেহ বন্দী,
চলিতেছে দণ্ডমুণ্ড অদ্ভুত প্রথায় !
কূটবুদ্ধিসঞ্চারক তাম্রকূট সেবি'
দিতেছে দাবার চাল অতি সন্তর্পণে
বৈঠকখানার দল ; চলিতেছে সাথে
শ্রান্তিহারী পরনিন্দা ! চণ্ডীমণ্ডপের
নিষ্কর্ম্মারা সেদিনেও চক্রান্তে মগন,—

কেমনে নিরীহ দীন প্রতিবেশীটিরে
করিবে সমাজচ্যুত ! বকধর্ম্মী কোন
দীর্ঘ মোটা ফোঁটা কাটি' ছিপ ফেলি ঘাটে
ফিরাইতেছেন মালা ইষ্টমন্ত্র জপি'
ঘুরিছে নয়ন-মন শিকারের পাছে!

কোন মধ্যবিত্ত-গৃহে গৃহকর্ম্ম রাখি'
চলিতেছে রঙ্গ-ব্যঙ্গ ননদে বধূতে
কর্ম্মব্যস্ত গৃহিণীর তাড়না ভুলিয়া ;
মগ্ন আছে পরস্পর কবরী-রচনে
সখীতে সখীতে ; সখায় সখায় রঙ্গে
হইছে অঙ্গুলাযুদ্ধ,—কোথাও মধুরে
হানিছেন রসিকতা অকথ্য ভাষায়
অপোগণ্ড পৌত্র'পরে বৃদ্ধ পিতামহ ;
বিরল-দশনপংক্তি হাস্যে উদ্ভাসিছে
উভয় শিশুর ! কর্ণবিমর্দ্দন-রণে
কে না জানে পিতামহ জয়ী সর্ব্বকাল ?

কোন যুবা সুর-লয়ে করিছে আবৃত্তি
বৈষ্ণব কবির রচা কান্তপদাবলী ;
প্রৌঢ় বিপ্র করিছেন মৌনে গীতাপাঠ ।
পূর্ব্বপরিচিত উষা,—চির-অনাদৃত !
আজ তার পূর্ণ দৈন্য করিলা প্রত্যক্ষ

দিব্যচক্ষে ; কাণে এল মিথ্যার তর্জ্জন
শুভের বিকাশ পথ আছে রোধ করি' !
উদ্ধারিতে জন্মভূমি আইলা ছুটিয়া ;
পতিত-স্বদেশ সেবি' নির্ব্বাসিত হ'য়ে
বীর পুত্র ফিরে যথা কারা-ক্লেশ ভুলি' !

তাই নদীয়ায় ওই হর্ষ-কলরোল !
একে একে, দলে দলে পড়সীরা সবে
বলে,—শচী, নিমু তোর এসেছে ফিরিয়া ;
ওঠ্ অভাগিনী, তোর দুখ-নিশি ভোর !
বয়স্যারা রঙ্গভরে বিষ্ণুপ্রিয়া পাশে
বহিয়া আনিল এই সুখ সমাচার।
শ্বশ্রূ বধূ জাগিলেন পুলকে সে প্রাতে,
ভাবিলেন, নিশাশেষে ঘুমঘোরে বুঝি
আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখেছেন দোঁহে।
—হায় তেজস্বিনী মাতা তপস্বিনী বধূ,
আহা বৎসহারা, অহো প্রিয়বিরহিনী,
এ যদি হইত স্বপ্ন তাও ছিল ভাল !
স্বপ্ন চিরদিন ভাল বাস্তবের চেয়ে।
এতই কি হয় উগ্র নিরাশার তাপ,
আশা যদি মাঝে মাঝে না দেয় ইন্ধন ?
নাহি জান, তোমাদের নিমাই, সন্ন্যাসী !

জীবিতে সে মৃত আজ সংসারের কাছে !
আর কি পারিবে তারে ফিরাতে বন্ধনে ?
সে নিমাই আর কি গো আছে তোমাদের ?
আজ সে যে নদীয়ার ;—সমস্ত বিশ্বের !
নাই স্নেহ-পক্ষপাত, মোহ-দুর্ব্বলতা ;
ঘর পর তার কাছে তুল্য মূল্যহীন !
—শুনিলেন যবে দোঁহে সে দারুণ কথা,
বজ্রাঘাত হ'ল শিরে ; হাসির বিজলী
নিমেষে ঢাকিয়া গেল বিষাদের মেঘে ;
আবার সে ধূলিশয্যা হ'ল শুধু সার !

ব্রহ্মচারী গৌরচন্দ্র ; তাঁর পক্ষে এবে
নারীমুখ দরশন, অতি অবিহিত।
কিন্তু জননীর বেলা নহে সেই বিধি ;
জননী, জননী ; নন সামান্যা রমণী !
মাতারে ভেটিতে গোরা করিলেন মন ;
মাতৃসম্ভাষণে সৌম্য চলিলা একক।
তখন প্রভাতসূর্য্য হয়েছে প্রকাশ,
বহিছে শীতল বায়ু, গাহিছে কপোত ;
বাঁশবনে উঠিয়াছে মধুর মর্ম্মর।
অস্থিচর্ম্মসার, যেন প্রেতাত্মা শচীর
একাকী অঙ্গনে বসি' হাতে জপমালা !

সব গেছে ; এইটুকু ঘুচে নাই আজও ;
দুই বেলা হরিনাম, তবে অন্য কাজ।
কোন্ কাজ ?—শুধু চিন্তা,—অপার ভাবনা!
হেনকালে কে শুনা'ল,—প্রতিবেশীগৃহে
এসেছেন গোরাচাঁদ ভেটিতে তোমায় !—
ছুটিলেন সেইক্ষণে আলুথালু বেশে
পুত্র-বিরহিণী মাতা।—নমি জননীরে
দাঁড়াইলা নতমুখে নবীন-সন্ন্যাসী।
দেখিয়া বিদরি' গেল জননীর বুক !
বহু যত্নে অশ্রুজল মানিল বারণ ;
আশীর্ব্বাদ করি' পুত্রে, সবলে সাহসে
টলমল মাতৃহিয়া বাঁধিলেন শচী ;
স্নেহদুর্গ রাখিলেন সুরক্ষিত করি' !

সুধাইলা গাঢ়স্বরে অভিমানী মাতা,—
'নিমাই, কি ধন ল'য়ে ফিরিয়াছ দেশে ?—
'ঘরে' বলিবার তাঁর কোন্ অধিকার ?
তাই, 'দেশে' এ কথাটি অনেক আয়াসে
উচ্চারিলা স্থিরস্বরে ! প্রথম সেদিন
মা'র কাছে পরাভূত হইলা নিমাই ;
প্রথম বাধিল কণ্ঠ ; উত্তরিলা ধীরে
জড়িত স্খলিত স্বরে,—কই, কিছু নহে।—

মায়ের নির্ব্বন্ধে শেষে করিলা ব্যাখ্যান
ভাবতত্ত্ব। ক্ষণকাল রহিয়া নীরবে
কহিলেন,—বাহিরিব প্রচারে কখন
দূরদেশে; আর দেখা হয় কি না হয়!
তাই আসিয়াছি ছুটি' চরণদর্শনে।—
ক্ষণেক নীরব দোঁহে; সেই দৃঢ়স্বর
শুনি মাতা বুঝিলেন, অটল সে পণ!
রহিলেন মৌন হ'য়ে মাতৃ-অভিমানে!
পুত্র ভাবিলেন,—তুচ্ছ. সান্ত্বনার কথা।
তাই দুটি ছল ছল্ বিশাল লোচনে
ক্ষুদ্র অপরাধী সম রহিলেন চাহি,
সেই ক্ষেমক্ষমাময় মাতৃমুখ পানে!
তবু টলিলা না মাতা; মনে এল তাঁর
অতীতের কত কথা!—বহুদিন গত,
তখন নিমাই শিশু; একান্ত নির্ভরে
কেমনে আঁকড়ি' ছিল মাতৃবক্ষে মোর!
মনে হ'ল,—অনুক্ষণ কেমনে তখন
শাসনে তাড়নে আর সোহাগে লালনে
আচ্ছন্ন নিমগ্ন করি' রেখেছিনু তারে!
—সে গোরা আমার ছিল; নিতান্ত আমারই!
নিমাই দেবতা আজি, পূজ্য ঘরে ঘরে;
যুটিয়াছে সহচর, অনুচর-বল;

নবধর্ম্মপ্রচারক, উন্নতমস্তক !
—এ গোরা ত মোর নহে !—সে মমতা-পাশ
যে ছিঁড়িল অনায়াসে, সেই স্তন্য-ঋণ
যে শোধিল এইরূপে, হেন নিঃসংশয়ে,
সে গোরা ত মোর নহে !—আহুতি পড়িল
অভিমানে, কহিলেন পুত্রপানে চাহি',—
বৎস মোর, বজ্রমন্ত্রে কি ঘোষিলে তুমি ?
লাগিল পরাণে মাত্র ছন্দটুকু তার;
সংসার সীমার প্রান্তে যে বারতা আছে,
তারই মত ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, বিশাল!
মূঢ় নারী বুঝে তাহা শক্তি কত তার ?
উঠে যবে নীলাম্বরে গম্ভীর নির্ঘোষ,
ধরাবাসী চেয়ে থাকে আড়ষ্ট অনড়,
শুধু শূন্য পানে ; নাহি বুঝে,, কি সে বাণী,
কি অর্থ তাহার ; শুধু সভয়ে সম্ভ্রমে
অভ্রভেদী সে নিনাদে স্তব্ধ হ'য়ে থাকে!
তাই আজ প্রত্যুত্তরে সংসার সীমার
ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ-কথা হইবে শুনিতে।
বলিতে পাব না আর, রবে না সময় !
বহু আশা করেছিল অভাগিনী শচী
আপন সন্তান'পরে ! তুই রে বাছান,
আমার গর্ভের ধন ; তুই ত নহিস্

বন্ধ্যার পালিত পুত্র !—সহে নি যে নারী
দশমাস গর্ভভার, প্রসব-বেদনা ;
হেরি' পুত্রমুখশশী সব ব্যথা ভুলি',
যার স্তনে দুগ্ধধারা ক্ষরে নি সোহাগে ;
সেইক্ষণে গড়ে নি যে সদ্যোজাতে চাহি'
মনোমত ভবিষ্যৎ !—আমি তোর মাতা !
বহু আশা করেছিল তাই এ দুখিনী !—
পুত্রের অধিক মানি' পুত্রের সন্তানে
তুলিবে মানুষ করি' ; শিখাবে তাহারে
কত কথা, কত খেলা নিভৃতে বসিয়া
সেই শিশু হবে তার বার্দ্ধক্যের সাথী !
শিশুহাস্য-আমোদিত আনন্দ-ভবনে
তার শেষ-দিনগুলি দিবে কাটাইয়া !
কিন্তু বিধি পুত্রগর্ব্বে ধন্য করি' তারে,
দুরাশের পৌত্র-ভাগ্য করিলা হরণ !
নিমাই রে, সেই সাধ পূর্ণ হ'ত যদি !
তার মুখে তোরে হেরি এই পুত্রহারা
প্রবোধ পেত না কিছু ? থাকিত না বাঁচি'
আঁকড়ি' তাহারে এই রিক্ত বক্ষোমাঝে
জুড়াইতে দীর্ণ দগ্ধ প্রাণ ? কিন্তু বৎস,
চেয়ে ত্থাখ, কোথা মোর কিছু নাই আর ;
অন্ধকার বর্ত্তমান ; শূন্য ভবিষ্যৎ !

তুই ত পুরুষ, তাহে তরুণ-বয়স,
সহস্রের মাঝে রহি' কর্ম্মের উৎসাহে
অনায়াসে বিসর্জ্জন দিবি পুরাতনে,
পারিবি তুলিয়া দিতে নূতনের হাতে
বিচিত্র জীবন পুন। কি রাহল মোর ?
শুধু স্মৃতি!—অনাথিনী বালিকারে ল'য়ে
অথর্ব্ব জরায় জরি' তারই আলোচনা!
—ভাঙ্গিল ধৈর্য্যের বাঁধ, টুটিল বিশ্বাস ;
ত্রস্তে মাতা গৃহে পশি' রুধি দিলা দ্বার।
দেবতা-নিমাই পড়ি' রহিল বাহিরে ;
দুলাল-নিমাই চাপি' বসিল অন্তরে !

বারেক কি স্নেহ-মোহে ভাবেন নি মাতা ?
পুত্র তার কোন ক্ষণে রুদ্ধ দ্বার ঠেলি'
দাঁড়াবে সহসা, তাঁরে সাধিবে কাঁদিয়া,—
মা-জননী, ডেকে লও দুলালে তোমার ;
সন্ন্যাস রহিল পড়ি' এ জন্মের মত ;
নিমাই আবার তোর হইল সংসারী !
—বারেক কি দ্বার পানে চান নি কুহকে,
উৎসুকনয়নে, মাতা উন্মুখ শ্রবণে ?
গুরু গুরু বহে শ্বাস, দুরু দুরু বুক ?

উঠিলেন গোরা, বক্ষে বেজেছে আঘাত,

ঘোর ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেল মাথার উপরে!
কিন্তু যদি একবার নব বনস্পতি
ভূমিতলে করি' বসে শিকড় স্থাপন,
সে যেমন রহে স্থির খর বাত্যাঘাতে,
তেমনি রহিলা গোরা স্থির এ আহবে!
করুণা রাখিল তাঁরে নিকরুণ করি',
বিশ্বাস করিল তাঁরে বিশ্বাসঘাতক!
—পতিতের আর্ত্তনাদ লাগিল ধ্বনিতে
বক্ষপুটে; পাদপদ্ম পড়িল স্মরণে!
বাহিরি' আসিলা বলে মায়াদুর্গ ভেদি'!

ধরিল সকলে,—অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া,
একবার শেষ-দেখা দিয়ে যাও তারে!—
কহিলা নিমাই,—ভাবিও না, বন্ধুগণ,
আপনার প্রতি মোর নাহিক প্রত্যয়;
সত্যভ্রষ্ট হব তাতে, এই মাত্র ডরি।—
বুঝিয়া নীরব হ'ল অন্তরঙ্গগণ।
আর নাহি দেখা হ'ল প্রেয়সীর সনে!

বিষ্ণুপ্রিয়া এই বার্ত্তা পাইলেন যবে,
কহিলা পতিরে চাহি',—আমি ত জানি না,
প্রিয়তম, এত উচ্চে তুমি! ক্ষুদ্র ওরা,

তোমারে নিন্দিছে তাই!—বন্ধুর মতন,
নিন্দুকেরা বৃহতের সঙ্গী চিরদিন।
কীর্ত্তিরে করিতে দীপ্ত, কুৎসা জ্বলি' উঠে,
বিষ যথা জরি' জ্বলি' বাড়ায় অজ্ঞাতে
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠশোভা। দূরে নিম্নে রহি'
ভাবে সমতলবাসী অবহেলাভরে,
ওই ত মেরুর চূড়া; এত কি উন্নত!—
উঠে যে, সেই সে জানে কত উচ্চে তাহা!
যা বলে বলুক্ ওরা; জানি আমি বেশ,
ভালবাস তুমি মোরে; কিন্তু, সত্য আজ
প্রিয়তর তব পাশে; তাই মহাত্মন্,
দেখা দিলে পরীক্ষায় মহত্তর হ'য়ে
তোমার প্রিয়ার কাছে! এবে বুঝিলাম,
গৃহে গৃহে কেন পূজে তোমারে দেবতা!
ধূলির অধম আমি, বাসনা-বাতাসে
নির্ব্বাণ করিতে চাই তব পুণ্যশিখা?
তোমারে পাইতে চাই ক্ষুদ্র তৃপ্তি মাঝে?
থাক তুমি আপনার উত্তুঙ্গ শিখরে
শত শত হৃদিপদ্মে সিংহাসন পাতি'!
কে আমি, তোমার পদে কুশাঙ্কুর সম
বিঁধিয়া রহিব সাথে, করিব পীড়ন?
তুচ্ছ করে' যাও মোরে, নাহি দুঃখ তাহে।

চাহি না তোমারে আর ; এই ভাগ্যবতী,
পতি-ভাবে পাইয়াছে তোমারে সুন্দর,
জীবনে মরণে! ধন্য আমি, তৃপ্ত আমি
এই ভাবি',—পেয়েছিনু তোমারে একদা
হে দেবতা, এই দুটি ক্ষীণ বাহুপাশে!
না পাওয়ার চেয়ে ভাল হারানো—সুকৃতি।
এই মোর নারী-গর্ব্ব, স্ত্রীর অধিকার,—
দিয়েছিনু মুগ্ধ করি' সর্ব্ব সমর্পণে
দুর্জ্জয় হৃদয় কারো! খেলিনু হেলায়
দেবতার স্নেহ মোহ দুর্ব্বলতা ল'য়ে!
আজ সেই বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-গরবিণী!
নহে পতি-সোহাগিনী সামান্যা রমণী!
সম্ভাষে সবাই মোরে কাঙ্গালিনী বলি',
কি জানিবে ওরা, তুমি করিয়াছ তারে
কি যে ধনে ধনী! তার রয়েছে ভাণ্ডারে,
বিবাহিতজীবনের সুমঙ্গল-স্মৃতি!
—আর না সরিল কথা ; ধৈর্য্যের প্রতিমা
ভাঙ্গিয়া পড়িল ধীরে ধূলিশয্যামাঝে!
সে অবধি, পতিব্রতা লুকায়ে লুকায়ে
ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভিল নিষ্ঠায় নিয়মে।

চতুর্থ সর্গ

শিক্ষক

দিনকয় গেলে, শচী নিজ দশা ভুলি'
অনাথা বধূর লাগি' হইলা ব্যাকুল।
শিহরিলা শ্বশ্রূ পশি' বধূর মন্দিরে ;
চাহি' শীর্ণ মূর্ত্তি পানে কহিলেন শচী,—
অভাগিনী, অনাথিনী, উঠ মা, উঠ মা ;
এই ছিল তোর ভালে ? দলিত-কুসুম,
মা আমার, আয় কাছে ; আয় সাধ্বী, আয়
এই দীর্ণ মাতৃবক্ষে ; তোর হারানিধি
পারিবে না দিতে তোরে আজি কাঙ্গালিনী ;
হেন কিছু নাই মোর,—যুড়া'ব যা দিয়া
সংসার-অশনিদগ্ধা তোর ভাঙ্গা বুক !—
নিঠুর নিমাই, এই ছিল তোর মনে ?
দোষী যদি হ'য়ে থাকি, দে শাস্তি আমারে,
কি করেছে তোর এই অবলা অখলা ?
ওরে মোর বধূলক্ষ্মী, ওরে উপেক্ষিতা,
মাতার সোহাগী, ওরে পিতার দুলালী,
এরই লাগি' এনেছিনু সাধ করে' তোরে
নন্দনের ফুলরাণী, হাসির প্রতিমা,

সোহাগের স্বর্গ হ'তে বৃন্তচ্যুত করি' ?
যা ফিরে আবার সেই প্রিয় পিতৃগৃহে ;
কি লাগিয়া রহিবি এ শোকের-শ্মশানে ?—
উত্তরিলা বিষ্ণুপ্রিয়া,—বুঝি না কি তাহা,
ধৈর্য্যের প্রতিমা,—বুক যেতেছে বিদরি',
তবু দেবী, মাতৃহৃদি পাষাণে বাঁধিয়া
আসিয়াছ প্রবোধিতে দুহিতারে তব!
এ মমতা, এ যতন সহিব কেমনে!
কিন্তু মা গো, ওই মুখে তিরস্কার কেন ?
তনয় তোমার নহে সামান্য মানব !
এই ভিক্ষা পদে, তাঁরে নাহি দিও দোষ!
দুহিতারে তব নাহি করিও বিদায় !
সেবিবে ও পা'দুখানি হেথা রহি দাসী।
শৈশব-নন্দন হ'তে, বৃন্তচ্যুত করি'
যত্নে যারে আহরিলে, কেমনে ফিরাবে
সেথা তারে ? ছিন্নগ্রন্থি লাগিবে কি জোড়া ?
যে দলটী ঝরে' গেছে, মুঞ্জরিবে তা কি ?
যে অতীত হ'য়ে আছে সুদূর স্বপন,
প্রত্যক্ষের মাঝে সে কি আর দিবে ধরা ?
বহু শূন্য, ব্যবধান পড়ে' গেছে মাঝে ;
একাল আর কি মেশে সেকালের সাথে ?
রমণীর স্বার্থগড়া-মুক্তিনেশা ছায়,

বন্ধনেই মুক্তি তার—জয়-সার্থকতা !
এ দুর্দ্দিনে, এস মাতা বড় কাছাকাছি,
এক অন্ধকারতলে থাকি দুটি প্রাণী !

ক্ষণেক নীরব রহি' কহিলেন শচী,—
ভিক্ষা আছে আমারও মা, তোমার নিকটে ;
অকালে এ তপশ্চর্য্যা ছাড়্ বাছা তুই,
আপনারে এ নিগ্রহ সহিবে না তোর,
কুসুমকোমলা বালা !—প্রার্থনা আমার
হইবে পূরা'তে ! চিহ্ন আয়তির, ও যা
রেখেছিস্ নামে মাত্র, জানি না কি তাহা
ভুলাইতে আপনারে, ভাঁড়াইতে মোরে ?
বিষাদমলিন মুখে হাসি দেখা দিল,
ঘনমেঘাবৃত নভে রৌদ্ররেখা যেন !
বাষ্পাচ্ছন্ন নেত্র-অভ্রে খেলিল সে হাসি
ইন্দ্রধনু সম ! উত্তরিলা বিষ্ণুপ্রিয়া,—
এরই লাগি' এ নির্ব্বন্ধ ? জান না কি, দেবী,
সুখ, সুষুপ্তের স্বপ্ন ; দুঃখ জাগরণ ?
দুঃখ নহে দুখ শুধু, দুঃখ, বড় সুখ ।
চির-অনূঢ়া কি জানে স্বপ্নেও,—কি সুখ,
আপন সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য স্বস্তি বিনিময়ে
মাতৃত্বের গুরু ভার আনন্দে বহন !

মহত্ত্ব দেয় না ঘন উদার বেদনা
যে সকল আশুতোষ লঘুপ্রকৃতিতে,
ব্যর্থ তারা ; মনুষ্যত্ব, দুঃখের নিদান !
মূঢ় নারী বুঝিয়াছি যাহা;—দুঃখী তিনি,
ধন্য তিনি ! তুলনায় এ কৃচ্ছ্র আমার
তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ ;—সাধে কি যোগিনী আমি ?
—শুন, মাগো, সবই মোর গেছে ফুরাইয়া,
আমারে সুখের স্বপ্ন দেখায়ো না আর !
তখন বিশীর্ণ সূর্য্য অস্তে নামিয়াছে ;
মুদিয়া আসিছে দীপ্ত দিবসের আঁখি ;
নলিনী মলিনা সরে ; বাজিছে সর্ব্বত্র
বিষাদের ছন্ন সুর ; ঝরিছে বিবশা
বকুলসুন্দরী ! হেথা অন্ধকার কোণে
সেই দণ্ডে লুটি' দুটী নিরাশ্রিতা লতা
গলাগলি বাঁধি' ভূমে রহিল পড়িয়া !

কে রোধে সতীর পণ ?—সেবা, হিতে, আর
সুদুশ্চর 'বারমাস্যা'-ব্রত আচরিয়া
হয়েছিলা দিনে দিনে কৃশা তপস্বিনী,
রবির কিরণদগ্ধা সূর্য্যমুখী-হেন,
পতির জ্বলন্ত স্মৃতি অন্তরে জ্বালিয়া।
পতিপ্রেম মিশেছিল বিশ্বপতি-প্রেমে !

শেষ-দেখা দিয়ে মায়ে ফিরিলেন গোরা
আশ্রমে যখন, সব শুনিয়া নিতাই
কহিলেন গৌরচন্দ্রে পরুষবচনে,—
এই বুঝি দয়া তব, দয়ার ঠাকুর!
তুমি না আর্ত্তের বন্ধু? কে মানিবে হেন
মাতৃঘাতী পত্নীত্যাগী কঠোর ধার্ম্মিকে!
—নিতাই দয়াল বড়, কহিতে কহিতে
আর্ত্ত, আর্দ্র কম্প্র কণ্ঠ এল জড়াইয়া!
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—ভ্রান্ত তুমি ভাই,
সংসার-বিরোধী নহি আমি; গৃহাশ্রম
ন্যূন নহে কোনমতে, এই শিক্ষা মম,
রাখিও স্মরণে সদা,—সংসার যাহায়
মহৎ আদর্শ হ'তে রাখে অন্ধ করি',
বৃহত্তর সাফল্যের হয় অন্তরায়,
প্রশস্ত কর্ত্তব্য-পথ খর্ব্ব করি' দেয়,
তারই পক্ষে ত্যাগ শ্রেয়, ভেক আবশ্যক।
হে নিতাই, অভিপ্রায় রহিল আমার,
করিও সংসারধর্ম্ম, হবে যবে মতি।—
কহিলেন নিত্যানন্দ,—আশু আজ্ঞা কর',
তব জননীর সনে করিব সাক্ষাৎ।
পুত্র হ'য়ে পুত্রহারা জননীর প্রাণে
আনিব সান্ত্বনা।—গোরা কহিলা গম্ভীরে,—

আমার জননী, তিনি তোমারও জননী।
কহিও মায়েরে, ভাই, অপরাধী আমি,
মার্জ্জনা করেন যেন অকৃতি সন্তানে।—
আরো কা'রো কাছে আছি গুরুতর দোষী;
তারে বলিবার যোগ্য আছে কি বচন?
সান্ত্বনা হারায়ে যায় তার দশা স্মরি'!
—বলিতে বলিতে কথা, করুণার জলে
ভরিয়া আসিল দুটি কমল-লোচন।

তার পর, একদিন সবার অজ্ঞাতে
চলিলেন নিত্যানন্দ ভেটিতে শচীরে;
হইলেন উপনীত শ্রীহীন আলয়ে,
একেবারে 'মা' বলিয়া আহ্বানি শচীরে
দাঁড়াইলা অবধূত গৃহদ্বারে আসি';
হেরি' সেই রুক্ষ শুষ্ক বিষাদ-প্রতিমা
কাঁদিলা অন্তরে; দূর হ'তে প্রণমিয়া
কহিলা গদ্গদকণ্ঠে, ওগো পুত্রহারা,
আমিও যে মাতৃহীন শিশুকাল হ'তে,
পুত্র বলি' ডেকে লও পরের সন্তানে!
—এত বলি' আপনার দিলা পরিচয়।
ত্রস্তে বাহিরিলা শচী, কহিলা সাদরে,—
এস বৎস মোর, দীর্ঘজীবী হও তুমি!

দয়াল নিতাই, জানি তব গুণগ্রাম ;
এই ত তোমার যোগ্য কাজ ! এস বৎস,
আত্মপর মিথ্যা কথা ! শোণিতবন্ধন
শ্লথ হয় ; হৃদয়-সম্বন্ধ দৃঢ় রয় ;
প্রাণের মিলনে জীবে সব আকর্ষণ !
সেই টানে ঘুরে ফিরে ভাব-পুত্তলিকা !
তারই অভিষেকে পর হয় আপনার !
নহ তুমি মাতৃহীন, আমি মাতা তব ;
এ বিদীর্ণ বক্ষ, হোক্ তোমার আশ্রয় !
উত্তরিলা নিত্যানন্দ,—ধন্য আজি আমি!
তা'ই হোক্ ; পুত্রহীনা দিব না থাকিতে
ল'য়ে বার্দ্ধক্যের সাথী দুর্ভাবনারাশি,
শূন্যগৃহে ক্ষুণ্ণ প্রাণে তোমারে, কল্যাণী !
অবসাদ করি' দূর, হিয়ারে জাগাও ;
বার্দ্ধক্যের যষ্টি তব গেছে যা হারায়ে,
তেমনটী কোথা পাবে ? তেমন কি হয় ?
ক্ষীণ হোক্, ক্ষুদ্র হোক্- যে নির্ভরটুকু
পেয়েছ বুকের কাছে, লও যত্নে তুলি'
ধূলি ঝাড়ি' আজ তারে ; শোন মাতা, পুত্র
তব নহে পৃথিবীর ; জানি আমি তারে,
মেঘের মতন তার উর্দ্ধে শুধু স্থান,
কাজ তার, বরিষণে করিবে শীতল

তৃষিত তাপিত এই বিপুল নিখিল !
পৃথিবীর প্রান্তে তারে নামিতে দেখিয়া
সংসার পাতিয়া ফাঁদ প্রবল আগ্রহে
ধাইল ধরিতে যবে, অমনি পলকে
মুক্তির তুমুল হর্ষে ঊর্দ্ধে সে পালা'ল ।
ধরায় নামিয়া, ছিল সেথা যত সুধা,
নিঃশেষে করিয়া পান, পুলকিতপ্রাণ,
গম্ভীর সীমান্তে আসি' দাঁড়া'ল ক্ষণেক
তৃপ্তি মানি' ; কিন্তু তৃষা মিটে নি জানিয়া,
ধূ ধূ অকূলের পানে ছুটিল উন্মাদ,
যেথায়, দিগন্তব্যাপী স্বতন্ত্র জগৎ
ক্ষীরোদসমুদ্রসম নীরবে বহিছে !
তার মাঝে ঝাঁপিল সে অমৃতের লোভে ।
চিরদিন বন্ধনের ছিল সে অতীত ;
তাই, দেবী, বুঝ নাই, আজিও তাহার
সুগভীর হৃদয়ের সকল রহস্য !
হৃদিহীন, সে বড়ই সহৃদয় বলি' ;
উদাসীন, সে যে বড় প্রেমিক বলিয়া!
কোমলে কঠিনে তেজে গড়া সে প্রকৃতি ।
ভাব-প্রসূনের ঘায়ে মূর্চ্ছিত যে হায়,
সে পুন মেরুর মত কঠিন, অটল ;
সিংহ সম পরাক্রম দুষ্কৃতিদলনে !

সে নহে পাষাণ, মাগো, সে শুধুই বীর !
সম্ভোগে বিরক্ত শ্রান্ত, সে বটে ছাড়ে নি
ধূলির মতন, পেয়ে প্রমোদ-প্রাসাদ,
ক্রীড়া-শৈল, লীলোদ্যান, কেলী-সরোবর,
উগ্র ব্যসনের সজ্জা, বিলাস-সম্ভার,
অখণ্ড রাজশ্রী সনে দোর্দণ্ড প্রতাপ !
—কিন্তু সে ছাড়িল পেয়ে তা হ'তে বিষম,
ততোধিক প্রাণহারী নেশার আস্বাদ,
নাহি যাহে অবসাদ, নিত্যনব সেই
গৃহস্থের গৃহ-সুখ ! সে মিষ্ট আবেশ
কোথা রাজভোগে ?—বন্দীপাশে, বিনাশব্দে
প্রাসাদের সিংহদ্বার মানে পরিহার,
কুটীরের বেড়াজাল দেয় পথে কাঁটা !
সে নহে পাষাণ দেবী, সে শুধুই বীর !
তোমা দোঁহাকার তরে অশ্রুজলে রচি'
মোরে দিয়া পাঠা'ল সে এই অভিজ্ঞান,—
কহিও মায়েরে ভাই, অপরাধী আমি,
মার্জ্জনা করেন যেন অকৃতী সন্তানে ।—
আরো কারো কাছে আছি গুরুতর দোষী,
তারে বলিবার যোগ্য আছে কি বচন ?
সান্ত্বনা হারায়ে যায় তার দশা স্মরি' !
—নিতাই থামিলা ত্রস্তে, দেখিলা চাহিয়া,

শচীর পড়িছে শ্বাস, কাঁপিছে অধর ;
রহিলা কাতরে চাহি' জননীর পানে
অপরাধী শিশুসম ; সে সরল মুখ
বিচ্ছেদ ভুলায়ে প্রাণে বাৎসল্য জাগা'ল ;
নিঃশব্দ-সোহাগে শচী লাগিলা বুলাতে
কম্পিত অঙ্গুলীগুলি নিতায়ের মাথে।
সে নির্ব্বাক্ আশীর্ব্বাদ লাগিলা ভুঞ্জিতে
সমস্ত হৃদয় দিয়া ধ্যানস্থ নিতাই।
সে অবধি, নিত্যানন্দ সংসারীর মত
রহিলা স্নেহের কাছে স্বেচ্ছাবন্দী হ'য়ে।

এর মাঝে, নদে' বাসী নবীনযৌবনা,
রূপব্যবসায়ী এক পরমারূপসী
রমণীমোহন রূপ হেরিয়া গোরার,
মজিল অভাগী ; দিন দিন, পলে পলে,
হইতে লাগিল দগ্ধ অন্তরে অন্তরে।
ঘুচাবার নহে তাহা—বুঝাবার নহে।
কত ছল-ছিদ্র খুঁজি লুকায়ে লুকায়ে
হেরিত সে গৌরচন্দ্রে ! এতদিনে তার
নিজ নীচবৃত্তি প্রতি উপজিল ঘৃণা ;
প্রেমে নিভে গেছে কাম অজ্ঞাতে আপনি !
কিন্তু ক্রমে গুপ্ত তৃষা লাগিল বাড়িতে,

সংযম ভাসিয়া গেল, দরশনে আর
নাহি মিটে আশা। এক অসম সাহস
করিল নির্লজ্জা!—খুঁজি একদা সুযোগ
গোরারে নিঃসঙ্গ জানি, ভাবিল ভুলাব
ছদ্মবেশে তাঁরে; সেই প্রথম জানিল
প্রণয়সন্তাপকৃশা, তৃষায় বিবশা,
সুগঠিত, এবে ক্ষীণ তনুসন্ধি হ'তে
মঞ্জীর কঙ্কণ কাঞ্চী খসিছে আপনি!

ঝঙ্কৃত সে অলঙ্কার ঘুচায়ে ঝটিতি,
তরুণ তাম্বূলরাগ চারু অধরের
করিল বিলোপ, ইন্দিবরবিনিন্দিত
রঞ্জন অঞ্জন-চিহ্ন মুছি' লোচনের,
প্রক্ষালিল চরণের অলক্ত-গৌরব,
যত্ন-অবিন্যস্ত কেশ যত্নে আবরিয়া
বিরূপ উষ্ণীষে, পীনবক্ষ লুকাইল
আপাদলম্বিত নাতিস্থূল নিচোলের
সতর্ক বিন্যাসে! চলিল প্রণয়-মুগ্ধা
মোহন কিশোর-বেশে ভেটিতে গোরারে:
হয়েছিল বড় শোভা সেদিন আকাশে!
যেন নীল নভপটে সুর-চিত্রকর
সফেদ মাখাতেছিল; সেদিন পটের

রঞ্জি' শুভ্র মধ্যদেশ, রেখেছিল ফেলি';
ক্ষরি' ক্ষরি' দ্রব-শ্বেত সেই কলকের
চতুর্দ্দিক হ'তে ছিন্ন-ভিন্ন, আঁকা-বাঁকা,
দিগন্তের পানে বেয়ে এসেছে নামিয়া;
না স্পর্শিতে চক্রবাল, থামিয়াছে ধারা
নিঃস্ব হ'য়ে যেন। চাহি সে আকাশ পানে
ভাবিল মোহিতা,—আজ দেবপূজা-দিন!
অমনি বহিল বায়ু শিলরি' শিহরি'
চাঁপার সৌরভ সনে ঘুঘুর সুরব!
সে মাতাল বায়ু কর্ণে কহিল গুঞ্জরি',—
আমরা সহায় তোর, যা চলি' রে ভীরু',—
আশায়-নিরাশে ভক্ত আরাধ্যে ভেটিল।
একদৃষ্টে গৌরচন্দ্র রহিলেন চাহি'
নব আগন্তুক পানে; কহিলা সাদরে,—
কি প্রার্থনা মোর কাছে, কহ নিঃসঙ্কোচে!—
উত্তরিল দুরাকাঙ্ক্ষ,—লহ মোরে ডাকি'
তব প্রেমে, হে প্রেমিক, এই ভিক্ষা পদে!—
উত্তর করিলা গোরা,—এই কান্তরূপ,
কোরকবয়স নহে উগ্র তপস্যার!
ভাবিও না, আসিয়াছি স্বর্ণ নদীয়ায়
গৃহে গৃহে ভাঙ্গাইতে মিলন-স্বপন!—
উত্তরিল ছদ্মবেশী,—প্রভু, সত্য কহি,

আপনা বলিতে বিশ্বে কেহ নাই মোর!
—বলিতে বলিতে কথা, উঠিল কাঁপিয়া
অধরপল্লব! গোরা গলিলা এবার,
কহিলা সাগ্রহে,—তবে, থাকো মোর কাছে!-
শুনি, মর্ম্মে মর্ম্মে হ'ল কৃতার্থ রঙ্গিণী,
কহিল কাকুতি করি'—দিবে মোরে প্রেম,
হরির শপথ ল'য়ে কহ, প্রেমময়!—
অন্ধভক্তি-উদ্বোধিত হৃদয়-উচ্ছ্বাস
ভাবি' সকৌতুকে কহিলেন হাসি গোরা;—
করিলাম অঙ্গীকার, হে প্রিয়দর্শন!
কিন্তু ভাবিতেছি, হেন নবনীকোমল
রমণীয় কমনীয় কান্তি, হবে না কি
রুক্ষ শুষ্ক অনভ্যস্ত কৃচ্ছ্রে, অনিয়মে?—
হেরিল উদ্ভ্রান্ত নারী কল্পনা-কুহকে,
তার লাগি স্বর্গ যেন এসেছে নামিয়া,
—বাঁধিবে না বুক আজ ধরিতে তাহায়?
সে সাহস যদি নাই, স্বর্গে সাধ কেন?
স্বীয় রূপ-যৌবনের মুগ্ধ-গুণগান
শুনিতে লাগিল মুগ্ধা,—শিহরি কাঁপিছে
গোরার অমিয়কণ্ঠে প্রীতিস্নাত হ'য়ে!
সেইক্ষণে ছদ্মবেশ ত্রস্তে উন্মোচিয়া
দাঁড়া'ল সম্মুখে এক মোহিনী তরুণী!

—অমনি বিনত-স্বর্গ উর্দ্ধে উঠি' গেল !
পরীক্ষিত হেরি' কাছে তক্ষকে সহসা
চমকি' সরিয়াছিলা বুঝি এইরূপে !

গ্রীবার বঙ্কিম ভঙ্গী ; ভৃঙ্গ যেন বসি
দূরস্থিত শ্বেতপদ্মে—তিল-কলঙ্কিত
গৌর-আস্তে হাস্তে অনুরঞ্জিত রক্তিমা,
থর থর অধর-রঙ্গিমা, তরঙ্গিত
অবদ্ধ-কেশের ছটা, গন্ধামোদী ঘটা,
বিলুণ্ঠিত-অঞ্চলের ললিত বিন্যাস,
টলমল-হৃদয়ের আন্দোলন-লীলা,
ভাবে টলমল থর-কটাক্ষের খেলা
—সহসা প্রণয়-গর্ব্বে উঠেছিল ফুটি',
পলকে পড়িল লুটি' প্রত্যাখ্যান-লাজে !
—দুরাশে হৃদয় বাঁধি সাধিল শঙ্কিতা,
জোড়কর, নতজানু, কাতর-নয়ন !
চাতকিনী নীরদে কি পিয়াসা জানা'ল ?
নন্দিত প্রকৃতি মাঝে, সুমন্দ সমীরে,
অসম্বৃত কেশভার চিকণ, কুঞ্চিত,
সর্ব্বাঙ্গে পড়িল ছেয়ে, মধুর নিবিড়
সুখ-বিষাদের মত ! নয়নের প্রান্তে,
কজ্জলের লুপ্ত-রাগ হ'ল প্রতিভাত,

নিরাশ-প্রেমের যেন স্বহস্তরচিত
শোভন কলঙ্করেখা! ভাতিল নির্জ্জনে,
মোহিনীর রূপরাশি পরাণ মোহিয়া!
উঠিল করুণতর নারীর মিনতি!—
সত্যসন্ধ তুমি, সত্যবদ্ধ হইয়াছ!
কিন্তু নাহি বলি তাহা; কিছু নাহি বলি!
শুধু, একবার—একবার, বল শুধু,
ভালবাস অভাগিনী স্বৈরিণীরে! আর,
যে উচ্ছল অনুরাগে ভক্তে দাও কোল,
এই ভক্তে সে সৌভাগ্যে দাও অধিকার!
ও অধরবিম্ব, আমি জানি, নন্দনের!
ধন্য হব দূর হতে নিয়ে শুধু ঘ্রাণ!
কিম্বা, তাও নাহি চাই, কহ মোরে এই,
দয়া যদি নাহি হয়, ঘৃণার আক্রোশে,
সুকঠিন পরিহাসে, খেলায় হেলায়,—
মুখরার ভালবাসা করিলে গ্রহণ!
—সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, জানিতে চাব না,
কেহ জানিবে না এই দয়ার কাহিনী,
দয়ার ঠাকুর! নাহি চাহে কলঙ্কিনী
করিতে তোমারে হীন জগতের কাছে;
লোককর্ণ-অন্তরালে পতিতার কানে
হে ত্রাতা, সান্ত্বনা-বাণী একটী শুনাও!

গর্জিল না, নামিল না মেঘ ; শুধু তার
নিহিত নিশিত বীর্য্য উঠিল ঝলসি'।
সে উদ্দীপ্ত অতর্কিত তেজ, সেইক্ষণে
ভস্মসার করে বুঝি ঘন-কম্পিতারে!
পলাইল চাপলিনী, কুহকে যেমতি!
ঊর্দ্ধে চাহি কহে গোরা,—পরীক্ষা এখনো?—
অভিমানে পূতধারা ভক্তের নয়নে!

পরদিন, নদীতটে বসি' সে গণিকা
যৌবনের ইতিবৃত্ত করিছে স্মরণ,
—জীবন কেমনে কবে প্রমাদে মজিল,
চেয়েছিনু স্বাধীনতা, চেয়েছিনু ধন,
বিবেকের আর্ত্তনাদ ডুবায়ে চাটুতে
হৃদয়-মৃগয়া নিত্য—জয়-পরাজয়!
শান্তি শুধু ভ্রান্তি! সুখ মায়া-মরীচিকা!
এত অর্থ, হেন রূপ, এমন যৌবন,
ত্যজিতে অক্ষম, কিন্তু বহিতে কাতর!
নিমগ্ন আকণ্ঠ পঙ্কে! কি আশা-পরশে
ফুটিল পরাণে পদ্ম, শুকাল আবার
কোন্ মনস্তাপে? যাই তবে পূর্ব্ব পথে?
ক্ষিপ্ত হব ভাবিলে তা! অনুতাপ-দগ্ধা
শুনিল, ডাকিছে নদী স্নিগ্ধ কোলে তারে!

ভাবিল,—মরিব কেন? প্রায়শ্চিত্ত বাকী!
চেয়েছিনু কলঙ্কিতে কোন্ মহাজনে?
চাঁচর চিকুরে জটা, গৈরিক-বসনা,
কার ভাবে দেশান্তরী—যৌবনে যোগিনী!
কতবার মনে হ'ল, ভেটিতে গোরারে
এ যাত্রা বিচিত্র, নব কামসিদ্ধি লাগি!
পারিল না কালামুখ দেখাইতে আর;
পরবশ চিত্তেরই বা কি এত বিশ্বাস!
—পাবে কি সে পরিত্রাণ? অজগর-পাপ
ক্ষুদ্র জ্ঞাতিকুলে গ্রাসি নিজেও মরিবে?

রূপমুগ্ধ হরিদাস, ভিক্ষা-ছল করি'
যায় নিত্য সুবিধবা মাধবীর গৃহে!
দোষীর সঙ্কোচ-দৃষ্টি, অস্বচ্ছন্দ-ভাব
হেরি' গোরা, করিলেন সাবধান তারে!
হরিদাস যেত তবু লুকায়ে লুকায়ে!
শুনি অগ্নিমূর্ত্তি গোরা, বর্জ্জিলা তাহারে!
অনুনয়-অনুরোধ মানিলা না কারো।
কহিলেন সবে,—মোরে ভেবো না কঠোর;
আমি কি বুঝি না, মান মায়ের জাতির!
গৃহলক্ষ্মী কল্যাণীরা জানি, রাখিছেন
দুঃখে দৈন্যে আমাদের সংসার কুলা'য়ে?

তাঁহাদের পুণ্যে প্রেমে পাপী সাধু হয়!
তাঁদের লাবণ্যপুঞ্জে জ্বলে হোমানল!
যে পুরুষ ভাবে,—নারী বিলাস-সঙ্গিনী,
গৃহস্থালী-যন্ত্র, ব্রীড়া-ক্রীড়ার পুত্তলী,
যারা নাহি মানে,—স্বভাবগরিষ্ঠ নারী,
উচ্চাঙ্গের সাধনায় সমাধিকারিণী,
মানবী পিয়ায়ে নিজ বুকের শোণিত
তুলেছে মানুষ করি' বৃথায় তাদের!
হাঁ মানি,—পুরুষ শ্রেষ্ঠ পরুষ পৌরুষে,
সে তাণ্ডবে নারী যেন নাহি মাতে কভু!
তার সিদ্ধি-সেবা-স্নেহ-তিতিক্ষা-সংযমে,
নারী শ্রেষ্ঠ এই গুণে;—সে যে অনায়াসে
তার নিজ অধিকারে পায় অধিকার।
পুরুষের গুণপণা করিছে নির্ভর
বাল্যাবধি সাধুসঙ্গ, শিক্ষা ও শাসনে!
অবলেরে পুষ্ট করি' বিশেষ প্রসাদে,
সে দানে বঞ্চিত রাখি' প্রবলেরে, তাঁর
বিচারের তুলাদণ্ড ছলিছে সমান!
পুষ্পে কীট সম—জাগে শুভে অমঙ্গল!
অমূল্য চরিত্র-ধন. কৃপণের প্রায়
ক্লেশে রক্ষণীয়! তিলেকের অযতনে,
ধনী দীন হ'য়ে যায় চিরদিন তরে

মানসিক অধঃপাত, তাও তুচ্ছ নহে।
অসার্থক হীন-চিন্তা ক্ষান্ত নাহি থাকে,
বাহিরে অজস্র কাজে চুপে দেয় ছাপ,
বাসনার-ভাপ! শেষে, হ'য়ে যায় তাই
দ্বিতীয়-স্বভাবসম অস্থিমজ্জাগত!
হরিদাস প্রতি দণ্ড—জেনো, পুরস্কার!
সহিয়া সে ভক্তদের দুঃসহ বিরহ
আত্মত্যাগতাপে হবে শোধিত-কাঞ্চন!
একদিন পরিত্যক্ত দুঃখে হবে সুখী
এই ভাবি, করেনি সে দল সংক্রামিত,
তার দোষে, সম্প্রদায় হয় নি নিন্দিত।
একের উৎসর্গ ভাল দশের রক্ষায়!
প্রিয় শিষ্য দামোদর কহিলা তখন
গোরারে চাহিয়া,—করি সাবধান তোমা,
যে ব্রাহ্মণসুতে তুমি করিছ পালন,
দরিদ্রা সুন্দরী এক যুবতী বিধবা
মাতা তার! উঠিবে না কে জানে ইহাতে
উর্ব্বরমস্তিষ্কদলে কোন কাণাকাণি?—
হাসিয়া কহিলা গোরা,—কি ভয় তাহাতে?
সত্যের সেবায় কিছু হবে না মানিতে।
নিন্দা যার কর্ত্তব্যেরে, যার প্রকৃতিরে
করিবারে পারে দীন, তার কর্ম্ম, শুধু

কষ্ট-চেষ্টা, নহে তাহা স্বতঃপ্রস্ফূরিত।
দূষিতশোণিতপায়ী জলৌকার মত,
নিন্দুকেরা আমাদের ধাতু-সংশোধক।
করিবে সত্যের সেবা, শুধু সত্য লাগি';
করে' যাবে শ্রেয়, শুধু শ্রেয়ের উৎসাহে,
পুরস্কার-তিরস্কার স্বর্গে মর্ত্তে কারো
না করি' গণনা। সংসার-সমরাঙ্গনে
জয়-পরাজয় ভুলি' হবে অগ্রসর।
আশ্রিতে করিবে রক্ষা সর্ব্ব সমর্পণে,
সঙ্গী সারমেয়ে যথা রাজা যুধিষ্ঠির!

কহিলা শ্রীধর,—ন্যায়পথ অনুসরি'
যদি পাই অবিচার ঘৃণা, দ্বন্দ্ব, দ্বেষ,
সহিব কি তাহা মৌনে? কিম্বা, সে আঘাত
দিব ফিরাইয়া?—গৌরচন্দ্র উত্তরিলা,—
ক্ষমা বড় সব দিকে ক্ষুদ্র বৈর চেয়ে।
রোষের উদয়, প্রেমে করিবে বিলয়!
কর্ম্মার্জ্জিত সুকৃতির গড়া প্রকৃতির
দ্বেষে দ্বন্দ্বে অপচয়! প্রেমে উপচয়!
এক গুণ গুণান্তরে সংক্রামিত হ'য়ে
সহস্র নির্গুণে নিত্য করে তাই গুণী!
অন্যায় চরণ তোলে ন্যায়ের মস্তকে,

তোমার ঔদাস্যে যবে—ক্ষমা নহে তাহা !
ক্ষমিতে সমর্থ তুমি তোমারই যে বৈরী ;
বিশ্ব-শৃঙ্খলায়, বিশ্বপতির নিয়মে
ঘটায় যে বিপর্য্যয় বিদ্রোহে বিরাগে
কাপুরুষ,—সহ যদি আত্মশক্তি ভুলি' ?

সুধাইলা গৌরচন্দ্রে সংশয়ী অদ্বৈত,—
নাহি বুঝি, ভক্তি হ'তে জ্ঞান ন্যূন কিসে !—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—শুন দার্শনিক,
জ্ঞান নহে তুচ্ছ ; কিন্তু, ভক্তি উচ্চতর ;
ভক্তি, নিত্যসত্য ; জ্ঞান যুক্তির অধীন ,
ভক্তি, মুখ্য-অনুভাব ; জ্ঞান, গৌণভাব ;
জ্ঞানের উৎপত্তি তর্কে, স্পর্দ্ধা, বুৎপত্তিতে ;
প্রতিপদে আসে দ্বিধা হুতাশ সংশয় ;
তাই,অনুভূতি মাঝে হয় দীপ্যমান
চিরদিন প্রমাণের আছে যা অতীত।
নিত্য-কোলাহলতিক্ত বিক্ষিপ্ত জীবনে
মাঝে মাঝে আসে হেন শান্ত শুভক্ষণ,
যখন প্রবৃত্তি-স্রোত শ্রান্ত সিন্ধু যথা
সংযম-বেলার সনে দ্বন্দ্বে পরাজিত,
নিঃশেষে ঘুমা'য়ে পড়ে ! শুভ্র বাষ্প সম
আত্মিক সাত্বিক সত্তা কায়া-কারা ছাড়ি'

অনন্ত-প্রবাহে দেয় আনন্দে সাঁতার!
এ বিপুল উল্লম্ফন প্রেয় হ'তে শ্রেয়ে,
ভাবেরই প্রক্রিয়া, নহে ক্রিয়া মস্তিষ্কের!
জ্ঞানী বলে,—সূক্ষ্মসত্ত! যদি কেহ থাকে,
বিচারেরি বেড়াজালে পড়িবে সে ধরা!
ভক্তের নির্ভর তিনি, ভক্ত তাঁর প্রাণ!
তাঁর প্রেয় অনুষ্ঠান, শ্রেয়ে শ্রেয়জ্ঞান,
তাঁ'তে চিত্ত সমাধান,—ভক্তির সাধন!
মুরারি করিলা প্রশ্ন,—ত্যাগীর কি পথ
প্রপঞ্চ-প্রমাদপূর্ণ নশ্বর ভুবনে?
ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম গতি পারি না বুঝিতে!—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—শ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম-পথ
কি সংসারী, কি সন্ন্যাসী, সকলের কাছে!
গৃহাশ্রম, নহে ক্ষুদ্র সুখের ভোগের;
বর্ণাশ্রম, নহে আত্ম-নিগ্রহ নিক্রিয়া!
প্রবৃত্তিরে দিতে হবে নিবৃত্তির হাতে
বিবেকের সেবা লাগি'। অতি-সাবধান,
আরোহণ-অবরোহসঙ্কটবর্জ্জিত
বীতরাগ-জীবনের সমতলে রহি'
নিগ্রহের সম্মার্জ্জনী যতই ঘুরাও,
মোহ-কুহেলিকা তাহে তিলেক না ঘুচে!
হেন গৃহদ্বন্দ্বে শুধু হয় বলক্ষয়!

কর্ম্ম-গিরিবর্ত্ম দিয়া বারেক উঠিলে
উত্তুঙ্গ উত্থান-শৃঙ্গে, নিম্নস্তরলীন
কুহেলি-কুহকজাল তলে পড়ি' যায় ?
—পার্থিব বিশ্ব কি নিঃস্ব—ইন্দ্রিয়ের বেড়া
আত্মার চৌদিকে বলি' ?—নহে, কভু নহে !
জীবন পরীক্ষা হোক্,—নিদানের সেতু,
অপার্থিব জগৎ কি জুড়াবারই স্থান ?
যেথা জীব সেথা শিব—কর্ম্মে মূর্ত্তিমান্ !

কহিলা মুরারি,—কর্ম্ম করিব কেমনে
বিশ্বে নিঃস্ব হ'য়ে ?—গৌরচন্দ্র উত্তরিলা,—
ত্যাগীর ব্যসন জেনো, ধনের পিপাসা !
থাকে যার ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা হিতব্রতে,
তার নাহি হয় কভু কোন অনাটন !
ইচ্ছা জয়ী, প্রেম জয়ী, ধর্ম্ম জয়ী সদা !
যে অর্থে পরার্থ সাধা, স্বার্থ-লোভ এলে,
কর্ম্ম হ'তে অকর্ম্মের হয় সে সহায় ?

তখন কহিলা শম্ভু,—রাজকোষ হতে
নদীয়ার কোষাধ্যক্ষ আত্মসাৎ করি'
সহস্র সুবর্ণমুদ্রা হইয়াছে ধৃত !
আজ নাকি হবে তার প্রকাশ্যে বিচার !

উচিত কি নহে সেই পীড়িতে উদ্ধার ?
কহিলেন গোরা,—মুক্তি পাবে সে বিচারে
না হইলে দোষী ! পক্ষ ল'য়ে অন্যায়ের,
দয়া কিম্বা মায়াবশে দেয় যে প্রশ্রয়,
দোষীরে আশ্রয়, দণ্ড অমোঘ ন্যায়ের
পড়ে তার শিরে !—প্রভু, কহিলা মুকুন্দ,—
অল্পবুদ্ধি মানবের বিচার কি ঠিক ?
হোক্ অপরাধী, তবু প্রাণদণ্ড হ'তে
কর তারে ত্রাণ !—গোরা গলিলা এবার ;
কহিলা ভাবিয়া,—কে আমি, কি সাধ্য মোর
বিপন্নে করিব রক্ষা, তিনি না রাখিলে ?
তবু কল্য রাজদ্বারে যাব ভিক্ষা লাগি' ।

পরদিন প্রাতঃকালে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
বার দিয়া বসেছেন রাজপ্রতিনিধি !
শোভে নীল চন্দ্রাতপ ঢাকি' নীলাম্বর ;
কোমল গালিচা নীচে গিয়াছে মিশিয়া
শ্যামতৃণাসন সনে ; সসজ্জ প্রহরী
বহুযত্ন করি' থামাইছে জনস্রোত,
আর তার কর্ণভেদী উদ্ভ্রান্ত কল্লোল ;
সাজি' রত্ন-বিজড়িত বসনে উষ্ণীষে,
উপবিষ্ট বিচারক উচ্চ মঞ্চোপরি ।

নিশ্চল গম্ভীর মূর্ত্তি জাগাইছে ভীতি
নিরীহ দর্শকদেরো! হেনকালে সেথা
অভিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ, প্রহরীবেষ্টিত,
কাতর নয়নে আর কম্পিত চরণে
দাঁড়াইল বন্দীবেশে বন্দি' বিচারকে।
পলকে সহস্র চক্ষু পড়িল সেদিকে,
আবার আসিল ফিরে বিচারক পানে!
উঠে গেল প্রাণে প্রাণে অজ্ঞাত-স্পন্দন!
নিমেষে উন্মুখ হ'ল সহস্র শ্রবণ!

পরিহাসি' হাস্য-ছলে চাহি' বন্দী পানে
কহিলেন বিচারক,—বিশ্বাসঘাতক,
প্রমাণ হইবে, জেনো, অপরাধ তব,
নিজমুখে যদি দোষ না কর স্বীকার,
বহু অত্যাচার তবে হইবে সহিতে!—
শুষ্কমুখে কহে বন্দী,—আমি অপরাধী;
ধর্ম্ম অবতার তুমি, দয়া মাগি তব।
বিষম অবজ্ঞাভরে অধর ফুলায়ে,
ললাট কুঞ্চিত করি', বাঁকাইয়া গ্রীবা
আরম্ভিলা বিচারক উচ্চ করি' স্বর,
চাহি' যেন কৌতূহলী জনতার পানে,—
নাহি মোর অধিকার দয়ায় মায়ায়;

প্রভুর বিশ্বাসে যেই করেছে আঘাত,
তার প্রাণদণ্ড বিনা নাহি অন্য বিধি।
—শুনিয়া, উদ্বেল-সভা হইল নিশ্চল।

হেনকালে ভিড় ঠেলি', লঙ্ঘি' প্রহরীরে
কি জানি কি মন্ত্রবলে, চমৎকৃত করি'
ভীত ত্রস্ত জনতারে, দাঁড়াইলা গোরা
বিচারক পাশে আসি! ধাইল প্রহরী!
—সে মোহন আস্য পানে চাহি' বিচারক
ত্যজিয়া বিচারাসন দাঁড়াইলা উঠি'!
তা দেখিয়া অর্দ্ধপথে থামিল প্রহরী।
জিজ্ঞাসিলা বিচারক,—কি চাহ, সন্ন্যাসী?
কহিলা সন্ন্যাসী,—আসিয়াছি ভিক্ষা তরে,
অপরাধী রাজভৃত্যে ভিক্ষা চাহি আমি!
চেও না অমন করে' বিরাগে-বিস্ময়ে,
শোন বিচারক, কে কার বিচার কার?
অতুল্য অমূল্য হেন মানব-জীবন,
সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি, তাঁরও শ্রেষ্ঠ দান;
নহে বিচারের বধ্য ক্ষুদ্র মানবের!
ন্যায়ের ছলনা করি' চেও না হরিতে
নারিবে যা দিতে! ভাল করে' বুঝে' দেখ,
ভাবো সেদিনের কথা, যবে উচ্চ-নীচ,

রাজা-প্রজা একসাথে মিলিবে সকলে
রাজ-রাজেশ্বর পাশে, চির-অপরাধী!
ন্যায়-বিচারেরি মাত্র করিবে প্রার্থনা?
চাহিবে না দয়া, ক্ষমা? দয়াক্ষমাহীন
তোমার এ বিচারেরি হবে যে বিচার
পুনর্ব্বার সে চূড়ান্ত ধর্ম্মাধিকরণে!
—কি যেন 'মোহিনী' কণ্ঠে, আননে মহিমা!
—চাহিয়া রহিল স্তব্ধ রাজ-প্রতিনিধি,
কহিল গদ্গদ কণ্ঠে, কে তুমি শিক্ষক,
কি কথা শিখালে!—কে করে বিচার কার?
বন্দী, মুক্ত তুমি! কে কার বিচার করে!
—উঠিল জনতা মাঝে 'জয় জয়' ধ্বনি।
কহিলেন বিচারক গোরারে চাহিয়া,—
মহাত্মন্, ছাড়িব না আর ত তোমারে;
কৃপা করে' যেতে হবে ভেটিতে নবাবে;
হিন্দু প্রতি, বিশেষত সাধুসন্ন্যাসীতে
অতিমাত্র অনুরক্ত নবাবনাজিম।—
হাসি' উত্তরিলা গোরা,—রাজসন্দর্শনে
সন্ন্যাসীর কোন্ কাজ? দোষ আছে তা'তে।
সুখে থাক, বন্ধু!—এত বলি' আলিঙ্গিলা।
সাধুস্পর্শে যাদুমুগ্ধ রাজপ্রতিনিধি!
সে সুযোগে হইলেন গোরা অন্তর্হিত।

সে কৃতজ্ঞ কোষাধ্যক্ষ লইল শরণ
গোরার চরণে! প্রভু-বিশ্বাসঘাতীরে
করিলেন গোরা শেষে জগৎ-প্রভুর
সেবক বিশ্বাসী! লোকহিতে, আর্ত্ত-ত্রাণে
ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ মর্ম্ম প্রচারি' চলিলা!

পঞ্চম সর্গ

সংস্কারক

ভক্তি যার ভর ভিত্তি, প্রেম যার প্রাণ,
বিশ্বাস, ঐশ্বর্য্য যার—ঘোষণা, অভয়,
অশ্রু যাহে শুদ্ধিজল , নামে মোক্ষ লাভ,
সে সত্য কি রহে ছন্ন, হয় অনাদৃত ?
সুগম সাধনমার্গ, আদর্শ বিশদ,
নব নব আনন্দের আবির্ভাব ধ্যানে,
ধারণায় শুদ্ধা ভক্তি, কর্ম্মে ভরা ক্ষেম,
জীবে দয়া বিশ্বে প্রেম পতিতে করুণা,
যে তত্ত্বে নিহিত,—তা কি ব্যর্থ হইবার ?
ভিখারী নিখিল যাহে মহাপ্রস্থানের
অবলীলাক্রমে লভে দুর্লভ পাথেয়,
—প্রভঞ্জনপ্রবাহিত দাবানল সম
সে ধর্ম্ম ছড়ায়ে গেল দেখিতে দেখিতে !
সংসারের ঝঞ্ঝা-বজ্র তবু শিরোপরে
লাগিল ডাকিতে, বক্র-নিখিল-প্রবাহ
কর্ত্তব্যের গতিপথ দাঁড়া'ল আগুলি' ;
অজস্র করকাপাত উন্নত মস্তকে
লাগিল হইতে। নিত্য কত প্রলোভন,

আপদ বিপদ বাধা দ্বেষ অত্যাচার
আসিল, আবার গেল। হরিনাম-মন্ত্রে
সঙ্কটে হইলা পার; অটলনিষ্ঠায়,
আত্মপ্রত্যয়ের বলে, স্থির প্রতিজ্ঞায়
হইলেন অগ্রসর গোরা দৃঢ়পদে
এক শুভ ধ্রুব ধরি', আলো অনুসরি'।

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় চলেছে কীর্ত্তন,
দিনরাত বাহতেছে ভাবের জোয়ার,
এত ঢালে—প্রেম-পাত্র তবু না ফুরায়;
আরও লও, আরও ঢালো,—এহ শুধু বুলি!

গোরা লক্ষ্য করিতেন,—যুবা একজন
প্রতিদিন সসঙ্কোচে বহু দূরে বসি
বহুক্ষণ একমনে শুনে সংকীর্ত্তন,
ঝর্ ঝর্ ঝরে ধারা তার দুনয়নে!
চেয়ে থাকে অনিমেষে কভু তাঁরই পানে
ছল্ ছল্ আঁখি তুলি' ঢল্ ঢল্ মুখে!
ভাবিলেন গৌরচন্দ্র,—তবে বুঝি এর
বলিবার আছে কোন কথা, কোন ব্যথা
আছে জুড়াবার!—তবে ত এ বন্ধু মোর!
একদিন একেবারে ছুটে' গিয়ে তারে

দিলা কোল!—শিষ্যবর্গ অবাক্ বিস্ময়ে!
যুবা কহে,—সাধুস্পর্শে কণ্টকিত তনু,—
কৃপাময়, এত দয়া অধমের প্রতি?
বলি তবে, তব কাছে মোর ইতিহাস,—
একদিন নামগান কৌতূহলভরে
আসিলাম শুনিবারে' হইবে সংস্থান,
ভাবিলাম, কৌতুকের! শেষে দেখি, প্রাণ
কি যেন অপূর্ব্ব রসে ভিজিল, মজিল,
মর্ম্মে মর্ম্মে জুড়াইল! গৃহে নাহি মন,
ফিরি তব পাছে কোন্ নেশায় তৃষায়!
দেখি চেয়ে তোমার ও মোহন মূরতি,
চকোর যেমন চেয়ে থাকে চন্দ্র পানে!
কিন্তু মোর কি শকতি, কি সাহসবলে
যাইব নিকটে আরও—হ'ব অধিকারী
হরিনামামৃত পানে সকলের সাথে?
আজ যদি অনুকম্পা করিয়াছ দীনে,
করিব না ছলনা তোমারে,—আমি হই
জাতিতে মুসলমান—বিধর্ম্মী তোমার!
আলিঙ্গন দৃঢ় করি' কহিলেন গোরা,—
অভিন্ন মানব জাতি,—ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল
ইহুদী খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন মুসলমান!
হরি ডাকিছেন তোমা বহুদিন ধরি'

তাই ত এসেছ, ভাই, সেধে ধরা দিতে !
মোরা ত দাসানুদাস ! সে কি কোন কথা,
প্রভু যারে কছে টানে, ভৃত্য তারে ঠেলে ?
আজ হ'তে নাম তব হ'ল হরিদাস !—
হরিদাসে কাছে কাছে রাখিতেন গোরা,
সবে যারে অবহেলা, সংশয়ে নেহারে,
তারই প্রতি গৌরচন্দ্র অধিক সদয় !

নদীয়ার কাজী বন্দী করি' ধর্ম্ম-ত্যাগী
হরিদাসে—বেত্রাঘাতে করিলা জর্জ্জর !
অটল রক্তাক্ত ভক্ত ! কহিছে নির্ভয়ে,—
যাক্ প্রাণ, হরিনাম ছাড়িব না কভু !—
জ্বলিয়া উঠিলা কাজী ; হাঁকিলা,—জল্লাদ,
এই দণ্ডে হতভাগ্যে লহ বধ্যভূমে,
দেখি, আজ দল ওকে রাখে কি প্রকারে !—
অকস্মাৎ ভক্তদল এল ঝঞ্ঝা-বেগে,
করিল না কারও প্রতি কোন অত্যাচার,
বন্দী-হরিদাসে নিয়ে হ'ল অন্তর্হিত !
একমাত্র গৌরচন্দ্র প্রশান্ত, নিশ্চল,
হেরিছেন একদৃষ্টে উদ্ধত কাজীরে !
চাহি' সেই ধক্ ধক্ নয়নের পানে
ফেলিল নিমেষ ভ্রান্ত যেন মন্ত্রবলে !

অভিভূত, পরাভূত, অবনত হ'ল ;
শ্রীমুখের বাণী শুনি' বন্দী হ'ল প্রেমে।
গোরার প্রভাব দেখি' প্রাজ্ঞ শাক্ত এক
মাতিল বিদ্বেষে। গিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে
গৌরচন্দ্রে কহে,—ভণ্ড, মধু-রস বলি'
পিয়াইছ তিক্ত রিক্ত ধর্ম্মের নির্য্যাস ?
পাপ পুণ্য ? মনের বিকার! অসাধু দুর্জ্জন,
দেখি, সুখী ধনে মানে! সাধু সজ্জনের
যত সর্ব্বনাশ! কি বিচার মরি, তব
দয়ালের ; দয়া কোথা ? দণ্ড-পুরস্কার
হবে শেষে ? কোথা শেষ ? কবিরা স্বপনে,
ক্ষ্যাপারা খেয়ালে গড়িয়াছে পরকাল,
অস্তিত্ব-প্রমাণ ফাঁকির 'দর্শনে' পাই !
আঁখির দর্শনে—নাই, নাই! কিছু নাই !
প্রহেলিকা-কুহেলিকা মিথ্যা ভয়ে রচি'
আঁধারে কাহারে খোঁজা পশ্চাতে ফেলিয়া
দীপ্ত দিনগুলি আজিকার ?—জানি যাহা
প্রত্যক্ষ প্রকৃত! দিন ফুরাল, ফুরাল,
শেষে সব ফক্কিকার, শূন্য অন্ধকার!
অঞ্জলি রচিয়া, করি' সুরাপান-ভাণ
কহে শাক্ত,—বিশ্বে সার কারণসলিল!
সুরা খাও, ভুলে' যাও চেতনা-বেদনা!

রূপসীর তীব্রতর অধর-মদিরা
মিশাও তাহার সাথে!—প্রকৃতি-ভজনে,
পুরুষের পরমার্থ! প্রকৃতি মোদের
প্রবৃত্তির তৃপ্তি! নীচ-মনোবৃত্তি ভাবি'
সে স্বভাবে অভাব যে আপনা বঞ্চনা!
জীবনের তা'ই সিদ্ধি, সুখ হয় যাতে,
যাদুকরী মহামায়া মাতাল সে মদে!
পঞ্চভূত অকস্মাৎ মনের খেয়ালে
জীব জড় সৃজিয়াছে ক্ষণ-ক্রীড়া লাগি
মোরা ক্ষণপ্রভা-শিশু চির-তিমিরের!
ছিলাম না কোন দিন, রহিব না কভু!
গোরা রহিলেন চাহি', হেরেন যেরূপে
বিদ্রোহী তনয়ে পিতা যবে বাজে ব্যথা
তার অত্যাচারে!—ধীরে ধীরে কহিলেন,—
ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রেম-স্নেহ এত যে বাঁধন,
ক্ষণিক? দেহের শুধু?—নাই তার যোগ
মৃত্যুর পশ্চাতে?—খেয়ালীর হেয়ালী এ!
ঝড়ের ঝোঁকের সৃষ্টি এত সুশৃঙ্খল!
পঞ্চভূত স্রষ্টা যদি—তবে জন্ম-ধারা
কেন কহে অন্য খাতে?—ভঙ্গুর দেহের
সে যে শুধু উপাদান!—আত্মা অংশ যার
তিনি এক স্রষ্টা!—নিত্য, অজর, অমর!

জীবাত্মার তত্ত্ব পরমাত্মার দর্শনে।
'হঠাৎ-বড়র' দল, 'ভূঁইফোড়' যত
স্বভাবের গর্ব্বে করে খর্ব্ব সাধনারে!—
প্রকৃতি যে বাঁচে বাড়ে—গুণানুশীলনে!
দুর্লভ মানবজন্ম বিলাসে ব্যসনে
যথা-ইচ্ছা কাটাবার? নাই তার কোন
এক কেন্দ্রীভূত লক্ষ্য?—মোক্ষ উচ্চতর?
সাধুর পতন আর বৃদ্ধি দুর্জ্জনের
চর্ম্মচক্ষে হেরিছ যা, দৃষ্টির বিভ্রম!
পুণ্যের পতন, সে যে মাতঙ্গের মত।
পাপের যে বৃদ্ধি, ও ত পতঙ্গের প্রায়!
সুখই সিদ্ধি? মানি, যদি জান সে সাধন!—
ত্যাগ-ছাড়্-পত্র নিয়া দুঃখ-পুরী ঘুরি'
উতরিতে হয় সুখে! রোগীর ঔষধ
সুরা—নিরোগীর ব্যাধি!—ইন্দ্রিয়ের সুখ
অতীন্দ্রিয়-রসায়নে জারিত হলে, না
আত্মার আনন্দে আত্মপ্রসাদে উন্নীত?
নহিলে, তা দুখ?—নেত্র-আগে নিত্য এত
দেখেও, দেখিতে নারে,—সে অন্ধ মানবও
বলে,—নাই!—কেন না, তা দেখে নি সে চোখে!
কত বড় 'আমি' তার?— জানিবে অদৃষ্ট!
ভাগ্যদাস ব্যর্থ-রোষে দুষি তাঁরে রহে,

কর্ম্মী ভাঙ্গি গড়ে মনোমত ভবিষ্যত !
ভাগ্যে নর জাতিস্মর নহে ! তা না হ'লে,
যত গত-স্মৃতি হ'তে মন্দটুকু বাছি',
ভুলে' বর্ত্তমান সে যে অতীতে হারা'ত !
চিন্ময়ী মাতাল বুঝি তম-মদিরার ?
এই বুঝিয়াছ তত্ত্ব ? জননীর নামে
যে পুত্র রটায় হেন মিথ্যা অপবাদ,
মা তারে ক্ষমুন ! ক্ষিপ্ত প্রলয়-প্রমাদে
সৃষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা সনে—বিদ্রোহ—বিকার !
সুখ শান্তি যাবে ; হবে দগ্ধ মরুপ্রাণ !
অনাদি-অনন্ত এক মর্ম্ম-উৎস হ'তে
নেমেছে সহস্রমুখে যত ধর্ম্ম-ধারা,
হরিভক্ত, শাক্ত এক ! সে মিলন-বাঁধ
ভাঙ্গিতে নারিবে—হবে ভগ্ন আত্ম-ঘাতে ?
ভক্ত দুঃখে—ততোধিক পাপী তাপী তরে
কাঁদে যাঁর প্রাণ, সেই করুণানিধানে
দিয়েছ আঘাত বৃথা ! বলিতে বলিতে,
কি যেন স্বর্গীয় ব্যথা আননে ভাতিল !
—ভিজিল, মজিল শাক্ত ; গেল প্রাণ হ'তে
সুমতির সূর্য্যোদয়ে উন্মার্গ-তিমির ;
বিবেক বৈরাগ্যে তার নবজন্ম হল !
জগাই মাধাই দোঁহে নগরকোটাল,

গোঁয়ার, মূর্খের শেষ, লম্পট, মাতাল ;
দু'জনার অত্যাচারে তটস্থ নদীয়া !
ভ্রাতৃদ্বয় খড়্গহস্ত কীর্ত্তনের নামে ;
দেখিলে ভক্তের দল, শুনিলে কীর্ত্তন
কটু বলি' যষ্টি তুলি' যায় খেদাইয়া !
একদিন চলেছেন সঙ্কীর্ত্তন করি'
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে ল'য়ে নিমাই নিতাই,
মুষ্টি তুলি তেড়ে এল জগাই মাধাই !
জগাইরে বক্ষে টানি' কহিলা নিতাই,—
পাপে পরিত্রাণ কিসে, ভেবেছিস্ ভাই ?
প্রায়শ্চিত্ত কর্ মূঢ়, হরিনাম ধর্ !
আমি তোরে দিব ত্রাণ, দিব নব প্রাণ !—
করুণা-কাতর হেন মর্ম্মভেদী বাণী
শুনে নি পাপিষ্ঠ আগে ; দমিল জগাই,
বংশীরবে বশ যথা মানে অজগর !
সাধুর শরণাগত যাদু-বলে যেন !
মাধাই তা দেখি', নিত্যানন্দে আঘাতিল
ভগ্ন-কলসীর স্কন্ধ বেগে অন্ধ রোষে ;
—ফাটিয়া ললাট নামিল রুধিরধারা !
ভক্তের লাঞ্ছনা দেখি' কুপিত নিমাই !
হেনকালে মুগ্ধনেত্রে দেখিলেন চাহি',—
নাহি জ্ঞান, অশ্রু সনে বহিছে রুধির !—

মাধায়ে আলিঙ্গি' কহে দয়াল নিতাই,—
"মেরেছ ভাই, কলসীর কানা,
তাই, বলে' কি প্রেম দেব না ?"
হেন অক্রোধীরে স্পর্শি' তীব্র রিষ্-বিষ
আরম্ভিল প্রতিক্রিয়া পাষণ্ডের প্রাণে !
নয়নে তরল সুধা, কণ্ঠে মধুনাম,
মাধাই নিতায়ে ধরি' নাচে হরি বলি' !
নিত্যানন্দে কোল দিয়া কহিলা নিমাই,—
পদধূলি দেহ মোরে, ওহে ক্ষমাবীর,
তব গুণে দ্বেষীদ্বয় পাইল নিস্তার !

অবতার ! অবতার !—নবদ্বীপধামে ;
ভগবান অবতীর্ণ, শচীসুতরূপে !—
নর-নারী দলে দলে ল'য়ে রোগ শোক
'হত্যা' দিত দ্বারে আসি' কহিত,—ঠাকুর,
তুমিই সাক্ষাৎ হরি, কৃপা কর দীনে ;
যথোচিত সেবা করি' রোগী-শোকী দলে
কহিতেন গোরা,—বন্ধুগণ, ভ্রান্তগণ,
আমি শুধু তাঁর এক তুচ্ছতম দাস ;
সে রাঙ্গা-চরণ শুধু দীনের শরণ !—
এ প্রবোধে অবোধেরা ক্ষান্ত নাহি হ'ত,

বিদায়ের কালে, পড়ি' পদান্তে সহসা
অঙ্গুলি চুম্বিয়া, দিত পদধূলি শিরে।
সাগ্রহে নিবারি' গোরা নমিতেন সবে।
বিনয়ের অবতার, অবতার-গোরা!

একদিন সুবিশ্বস্ত শিষ্য একজন
'পূর্ণব্রহ্ম' বলি' তাঁর আরম্ভিল স্তুতি!
চমকি' উঠিয়া গোরা! তীব্র তিরস্কারে
ব্যথি' তারে কহিলেন,—অজ্ঞানের দল
যা বলে, উড়াই হাসি; তাজ্য তুমি মোর!
অনুতপ্ত হেরি', তবে ক্ষমিলেন তারে।

আর একদিন, এক শিষ্য কৌতূহলী
গিয়াছিল ছদ্মবেশে কোন ধনী-গৃহে
দেখিবারে দুর্গোৎসবে বলিদান-ঘটা।
হেনকালে প্রভঞ্জনবেগে গোরা আসি'
উপস্থিত সেথা! ক্ষিপ্তবৎ ক্ষিপ্রকরে
উৎসৃষ্ট, যূপনিবদ্ধ বেপমান ছাগে
আসন্ন অকাল-ধৃত মৃত্যু-পাশ হ'তে
মুক্ত করি', যূপকাষ্ঠে রাখি' নিজ শির
কহিলা,—ঘাতক, বধ কর্ আগে মোরে!—
খাঁড়াতীর হাত হ'তে খড়্গ প'ল খসি',

বিপ্র ফেলি' দিল কোশী পূতোদক সনে,
থামিল বলির বাদ্য, জনতার মাঝে
উঠে' গেল কোলাহল! নিমীলিত-আঁখি,
গলবস্ত্রে করযোড়ে গৃহকর্ত্তা ছিলা
ভবানীর ধ্যানে মগ্ন, গোলযোগ শুনি'
জাগিয়া, উঠিলা তর্জ্জি'! তখন নিমাই
নির্দ্দয় ভাস্বর আস্য উত্তোলিয়া ধীরে
কহিলেন মেঘমন্দ্রে গৃহস্থে,—পাষাণ,
এ নিরীহ ছাগশিশু কি করেছে ক্ষতি?
বলিতে পারে না কথা, ভাবিয়াছ তাই,
বক্ষে তার নাহি বাজে অস্ত্রের আঘাত!
অসহায় নিরুপায় জানি', ভেবেছ কি
ঘাতকের হিংস্র-হস্তে প্রাণদান ছাড়া
বিশ্বে ওর নাই মূল্য, নাই মুক্তি-গতি?
প্রতিমার মুখপানে দেখ দেখি চেয়ে,
কি বিষাদে ছেয়ে গেছে মুকমুখশশী!
দেবী কি রাক্ষসী?—তাই লইবেন তুলে'
ছিন্নমুণ্ড-উপহার, নিবেদন বলি'?
সন্তানের রক্তে আজ করিবেন স্নান
দয়াময়ী বিশ্বমাতা? ধিক্!—তুমি ধনী;
তুমি মানী; নিজে উঠি' উদ্ধার' সকলে;
দিও না চলিতে পাপ দেবতার নামে!

অমল ধবল দিনে ধৌত করি' মন
প্রণম' প্রসন্নমূর্ত্তি শরৎ-লক্ষ্মীরে।
মাথার উপরে নভ মেদুর মধুর
প্রীতহাস্যে উদ্ভাসিত ; নিম্নে বসুন্ধরা
শস্যে স্ফীত, পীতহাস্যে রসে গন্ধে স্নাত।
পাঠাইছে শুন, ওই বিহঙ্গ-কাকলি
শারদা-সদন-দ্বারে শারদ-বন্দনা।
চরাচরে আজ শুধু সুধানিবেদন!
আনন্দের উদ্বোধন হোক্ তব ঘরে!
আজিকার এই স্বচ্ছ স্মিত দিবাটিরে
করিও না হিংসা-তিক্ত, রক্তকলঙ্কিত।—
চাহিয়া রহিলা ধনী জড়মূর্ত্তি যেন!
সংশয় ভাঙ্গিল, নিত্য-সত্যের স্বরূপ
বসিল হৃদয় চিরে! অবনতশিরে
গোরার চরণে নিলা শরণ তখনই!
সদ্য অনুতপ্তে গোরা ধরিলেন বুকে ;
যত্নে প্রবোধিয়া শেষে নাম-স্পর্শমণি
ছোঁয়াইলা লৌহ-প্রাণে ; দিলেন আশ্রয়
হিংসাদ্বেষবিরহিত সৌম্যধর্ম্মছায়ে!
এতক্ষণ সেই শিষ্য হতবুদ্ধি হ'য়ে
দেখিতেছিল এ দৃশ্য, পারিল না আর
আপনারে রাখিবারে, ত্রস্তে বাহিরিয়া

গোরার চরণে পড়ি' করিল প্রকাশ
অকপটে সব কথা ! করিলা গ্রহণ
ব্রতভ্রষ্টে গোরা দীর্ঘপরীক্ষার পরে।

নবীন-বয়সে হেন তপস্তার ক্লেশ
সহিছেন গৌরচন্দ্র,—ভক্তগণে তাহা
বিঁধিতেছে শেলসম। শ্রদ্ধায় যতনে
গুরু লাগি' শিষ্যগণ গোপনে যোগায়
আরামের শত ক্ষুদ্র মিষ্ট উপচার,
এড়া'তে পারে না কিছু গোরার নয়নে ;
কখনও গোপনে, কভু সবার সাক্ষাতে
বিলাইয়া দেন তাহা অনাথ-আতুরে ;
কভু রুষ্ট হ'য়ে সবে করেন ভর্ৎসনা !
কখনও বলেন হাসি' মিষ্ট পরিহাসে,—
তোমরা কি মোরে চাহ বানা'তে নবাব ?—
বুঝিয়া, থামিল সবে। সংসারে মিশিয়া,
ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যে রহিলা অটল !

মহাপ্রচারের তরে হইলা ব্যাকুল
গৌরচন্দ্র ; নবদ্বীপে নাহি বসে মন !
পতিতের হাহাকার দিক্‌-দিগন্তরে
হতেছে ধ্বনিত যেন, হরিনামাঙ্কিত

ধ্বজা দিয়ে গৌড়-জয়ে প্রেরিলা নিতায়ে!
কহিলেন,—পলায়িতে আন প্রেমে বাঁধি!
অদ্বৈতাদি কৃতী শিষ্যে সৈনাপত্যে বরি'
পাঠাইলা দিগ্বিদিকে ধর্ম্ম-অভিযান!
সপার্ষদ—গেলা নিজে নীলাচল-মুখে,
যাত্রাকালে দামোদরে নিভৃতে লইয়া
কহিলেন,—নবদ্বীপে থাক তুমি ভাই,
মোর মাতা বনিতারে দেখে, কেহ নাই!
তোমা ছাড়া হেন ভার কে লইতে পারে?—
হরিষে-বিষাদে ভক্ত গরবে-বিনয়ে
তুলি' নিলা গুরুভার অবনতশিরে।

দামোদর জননীরে জানাইলা গিয়ে
পুত্রের মানস। শচী রহিলা নীরব!
প্রতিবেশী একজন কহিলা,—তাই ত,
মায়া-দয়া একেবারে ছাড়ে নি গোরারে!
যাতনায় হস্তে হস্ত করি' নিষ্পেষণ
ক্ষিপ্তবৎ দৃষ্টি হানি' কহিলেন শচী,—
তোমরা আমায় বুঝি পেয়েছ পাগল?—
অশ্রু মুছি' দামোদর আসিলা বাহিরে।
বিষ্ণুপ্রিয়া অভ্যাগত পতিবন্ধু তরে
বাসের ব্যবস্থা মৌনে লাগিলা করিতে।

এদিকে পথের যত দুর্ব্বিসহ ক্লেশ
অক্লেশে অগ্রাহ্য করি' আইলেন গোরা
প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরে। দেখা দিল দূরে
ভুবনমোহন দৃশ্য, মন্দিরের মেলা
ডাকিছে পথিকে পুরাকীর্ত্তি স্মরিবারে!
গঠন-সৌষ্ঠবে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোচ্চ দেউলে
স্থাপিত 'ভুবনেশ্বর,' ঘিরি তারে শোভে
বনবাসী অভিরাম দেবগৃহসারি!
অবহিত সমাহিত ভিক্ষু শ্রমণেরা
বেড়িয়া মহাস্থবিরে বিদ্যাপীঠে যেন!
বিন্দুসরোবর—মনোহর, বক্ষে ধরি'
চারু কারুচিত্রলেখা মন্দিরের ছায়া!
সলিলবিহারশ্রান্ত বলাকার ঝাঁক
বসিয়াছে থাকে থাকে দেউল-উপরে
কেহ স্থির, রত কেহ গাত্রকণ্ডূয়নে!
তাহাদেরও প্রতিবিম্ব নাচিছে হিল্লোলে
শুভ্রতোয়া সরসীরে শুভ্রতর করি',
হাসে রৌদ্র নীরে ভাসে সারস মরাল!
গোরার বিভোল প্রাণ তীরে ভাবে ভোর!
উত্তরি' পুরুষোত্তমে রথযাত্রাদিনে
নামসংকীর্ত্তন করি' করিলা স্তম্ভিত
জল-সমুদ্রের পারে কলকল্লোলিত

সে জন-সমুদ্র !—সবে ঠাকুর ভুলিয়া
নামগানে মত্ত হ'ল, বিকাইল প্রাণ !
আপনি প্রতাপরুদ্র, পুরী-অধিপতি,
দেশবৈরী-বিতাড়ক, গুণী, সহৃদয়,
প্রভাব-প্রতাপ-নেশা ভাঙ্গি আচম্বিতে
মাতিলেন সঙ্কীর্ত্তনে ! ভেটিলা গোরারে
বহুমূল্য ভেট ল'য়ে। গৌরচন্দ্র হাসি'
বিলা'য়ে দিলেন সব কাঙ্গালীর দলে ;
হইলেন অপ্রসন্ন প্রতাপের প্রতি।
বিনয়ে দাঁড়া'ল ভূপ ক্ষমাভিক্ষা মাগি' !
দীন-ভাব এল যবে রাজার অন্তরে,
করিলেন ভাব-ধর্ম্মে দীক্ষিত তাঁহারে।
গদগদ-প্রাণ নৃপ, সরে না বচন,
বিনামূলে বিকাইল গোরার চরণে।
সমগ্র উৎকলে এল প্রেমের প্লাবন !

গেলা শেষে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে।
রহি' সেথা, কাশীবাসী বহু অজ্ঞানের,
দুষ্ট বিদ্বেষীর আর ধৃষ্ট নাস্তিকের,
অতিকায় ভীমস্কন্ধ বন্ধ্যবৃক্ষ-হেন
বিতণ্ডাসর্ব্বস্ব দম্ভী জ্ঞানাশীগুদের
ফুটায়ে নয়ন ; বহু ভক্ত-চাতকের

মিটায়ে পিপাসা ; বহি' বিনম্র-বিজয়
হইলেন অগ্রসর প্রয়াগের পথে।

গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে শোভিছে প্রয়াগ,
দেবহীন তীর্থরাজ !—আপন গৌরবে
চিরদিন আকর্ষিছে তীর্থযাত্রীগণে !
তখন মকরযাত্রা, শুভ পুণ্যযোগ,
মিলেছে প্রকাণ্ড মেলা যমুনার তীরে,
নীরে ভাসে তরীশ্রেণী উড়ায়ে নিশান,
যেথা হরি-হর সম, নীলে মিশি' শ্বেত,
যুগল সলিলা আত্মা গলাগলি ধরি'
(অন্তর্নীরা সরস্বতী বিশ্বাসে প্রকাশ !)
চলেছে কাকলি করি',—তরী আরোহিয়া
যাইতেছে যাত্রীসঙ্ঘ সে সঙ্গম-স্নানে !
ফুলে ফুলে ঢাকা জল,—পুষ্পাচ্ছাদ ঠেলি'
দীপক নভের খণ্ড উঠে হাসি' ভাসি' ;
বক্ষে ধরি' ঝক্‌মক্‌ রজত-তপন
নাচে রে তরল নীলে অচপল নীল !
এদিকে অঘাটে, ঘাটে আসিছে, যাইছে
কত যে স্নানার্থী, তার নাহি লেখা-জোখা !
আবক্ষ নিমজ্জি' নীরে কেহ মগ্ন ধ্যানে,
কেহ ভাগীরথী-স্তব পড়ে তারস্বরে,

'ববম্ ববম্ বম্' গালবাগু করি'
কেহ আরাধিছে হরে ; চলিছে সবেগে
তীরে তীরে যাত্রীদের দানধ্যান-ঘটা,
কোথাও সন্ন্যাসী মাখি ভস্ম সারা দেহে,
কোথা উর্দ্ধবাহু কেহ ; দণ্ডী দণ্ডবৎ
পড়ি' পড়ি' চলিয়াছে ভূমি মাপি 'চুমি' ;
কোথা অন্ধ-আতুরের কাতর কাহিনী !
বিপণী ক্রেতায় মগ্ন ; ভরিয়াছে মেলা
'আতসে'-ফানুষে সঙ রঙিন মানুষে !
নাচিছে নর্ত্তকী ; কোথা গাইছে গায়ক,
কোথাও বা যাদুকর ভেল্কি দেখাইছে,
কোথা বা দৈবজ্ঞে ঘিরি' ভাগ্যান্বেষী দল !
দোলে কেহ হিন্দোলায়, দোলাইছে কেহ,
কেহ দেখে ; কেহ পড়ে, কেহ হাসে দেখি'
সজ্জিত বৃষভ-রথ পথ করিবারে
ঘন ঘণ্টা-রবে ডাকে বিহ্বল দর্শকে
নগরের আড়ম্বর, কোলাহল ছাড়ি'
ওপারে ঝুঁসির মঠে উতরিলা গোরা।
পাহাড়ের গায়ে, সারি সারি হেরিলেন,
যতিদের গুহাগৃহ রয়েছে খোদিত ;
মহতের সহবাসে মহৎ-অন্তর,
আশ্রমের দ্বারপাল বিটপীসংহতি

কেহ ফলে, কেহ ফুলে, কেহ বা পল্লবে
সেবা-অর্ঘ্য বিরচিয়া, নীরবে নির্জ্জনে,
দীর্ঘছায়া বাড়াইয়া, শ্রদ্ধানতশিরে
করিল সাদরে তাঁরে দ্বারে সম্ভাষণ !
সাধুসঙ্গ লভি' গোরা পুলকিত-মন,
সদালাপে হইলেন মগ্ন মাতোয়ারা।
কথাচ্ছলে ভাব-ধর্ম্ম করিলা ব্যাখ্যান ;
সুলগ্নে সে স্বর্গ-বার্ত্তা সবার পরাণে
মৃতসঞ্জীবনী সম করিল প্রবেশ।
বহু সন্ন্যাসীর আঁখি খুলে' গেল তাহে,
—ঊষর ধূসর—স্নিগ্ধ হরিতে হিরণে !
তার পর সেই সব সজ্জন-সহায়ে
ঘরে ঘরে অকাতরে ফিরিলা প্রচারি'
নামামৃত, জুড়াইল তৃষিত, তাপিত !
কাঁদায়ে প্রয়াগীগণে ছাড়িলা প্রয়াগ।
ব্রজপানে ফুল্লপ্রাণে করিলা প্রয়াণ ;
গোকুলের নামে গোরা পাগল ব্যাকুল !
সেই চির প্রেম-তীর্থ, মাধুকরী-স্মৃতি !
ধবলী-শ্যামলী. বৃন্দা-শ্রীদামের ধাম !
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রিয়-কবি যার,
অক্রূর, উদ্ধব আদি ভাবুক যাহার,
বিরহ, মাথুর, মান, গোষ্ঠ—গান যার,

শিহরিত নীপপুঞ্জে কালীন্দীর স্রোতে
মুঞ্জ-গুঞ্জা-ফুল-বাসে, 'আদি' মধু দিয়া
কুঞ্জভরা গুঞ্জরণে কুহু-কেকা রবে
পরাণের বঁধু ভজা—ভাব যেখানের,
সখ্য-শান্ত-বৎসলতা—রস যেখানের,
সে সুধাপুরীর পথে চলেছেন, তাই
পুলকসঞ্চার দেহে ! নিতুই নূতন
ব্রজপুরে প্রবেশিলা, গদ গদ প্রাণ !
মথুরানগরে গিয়ে মাধবমন্দিরে
হেরিলেন সান্ধ্যারতি, শুনিলা ভজন!

মন্দিরা-মৃদঙ্গ-তালে ঘুরায় পূজারী
পঞ্চদীপ নাচি নাচি ; নর-নারীদল
অর্ঘ্য দিয়া, শ্রীমন্দির করি' প্রদক্ষিণ
ফিরে ঘরে ; কেহ করে মন্দির মার্জ্জনা ;
আরাম-নিশ্বাসে তুলি' ক্রীড়ার বুদ্বুদ্
ভাসে তীরে মৎস্য-কূর্ম্ম যমুনার নীরে
অহেতুকী ভক্তিভরে আরতির তরে।
মন্দির সেজেছে দোলে আবিরে কুঙ্কুমে !
ফাগ্ খেলে নর-নারী প্রমোদে মাতাল !
হেরিলা,—কঙ্কালসার অনুষ্ঠান'পরে
ধর্ম্মের মুখোস্ ! রস-রূপকের নামে,

ভণ্ড বৈষ্ণবের ভ্রষ্ট পরকীয়া-প্রীতি !
কাঁদিলা অন্তরে ; ফিরাইলা বহুজনে
বিনাশের মুখ হ'তে বিশ্বাসের বুকে !
মধুবন, নিধুবন, সেই বংশীবট
বৃন্দাবনে হেরিলেন আসি' ; শুনিলেন,
ব্রজের বালকদল গাহিছে নাচিয়া,—
'রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন
মধুর্-মধূর্ বংশী বাজে এই ত বৃন্দাবন !'
—সত্য সত্য, কাণে এল শ্যামের মুরলী
ব্রজরাখালের হাস্য-কলরবে মিশি,
রাধার প্রাণের তান এল গানে বহি' !
—সাধ্বসে রভসে হৃষ্ট তনুমনপ্রাণ,
নাচিতে লাগিলা গোরা উন্মত্তের মত,
উর্দ্ধমুখে, বাহু তুলি,' ঘুরি' ঘুরি' ঘুরি' ;
শঙ্কাকুল শিষ্যকুল সে নৃত্য দেখিয়া,—
প্রাণ-পাখী আনন্দে বা অনন্তে পলায়!
থামিল নর্ত্তন যবে,—শ্রী-অঙ্গ অবশ,
পড়িলা মূর্চ্ছিত হ'য়ে ভক্তবাহুপাশে ।
বহুক্ষণে এল সংজ্ঞা ; যুড়িলা কীর্ত্তন
শিষ্যগণ ; যোগ দিলা গোরা নামগানে ;
উন্মার্গ শ্রীধামবাসী ধেয়ে এল শুনি',
সমস্ত মথুরা ভাঙ্গি' আসিল সে হাটে !

বিকায় মধুর রস আনন্দবাজারে,
দলে দলে ক্রেতা আসি লুটে বিনামূলে!
অক্ষয়-ভাণ্ডার হ'তে সুধা উড়িতেছে,
অনাহূত, রবাহূত ফিরিছে না কেহ!
এই ভাবে বৃন্দাবনে যাপি' কিছুদিন,
দাক্ষিণাত্য-অভিমুখে চলিলেন গোরা!

দেশ হ'তে দেশান্তরে লাগিলা ফিরিতে।
মঙ্গল-ভর্ৎসনাভরা, সাবধান-করা
প্রচারিয়া জাগরণী, ঈশ্বর-প্রেরিত
ক্ষিপ্ত ধূর্জ্জটির মত, ভাবের তাণ্ডবে
প্রমত্ত প্রচণ্ড হ'য়ে হরিনামে সাধা
যুগান্তর-বিজ্ঞাপক বিষাণ বাজায়ে,
গৈরিকনিঃস্রব সম জ্বলন্ত তরল
উদগ্র উৎসাহ নিয়ে যেথা যেথা গেলা
যাহাদের সহবাসে বারেকের তরে,
সাধনার অগ্নি-স্রোত উথলিল সেথা,
উঠিল সভয়ে সবে উচ্চতর স্তরে!

ষষ্ঠ সর্গ

সিদ্ধ

ভ্রমিতে লাগিলা গোরা অতৃপ্তহৃদয়ে
পরমার্থ বিলাইয়া ;—কবি যথা ফিরে,
কভু দিব্যভাবাবেশে আপনাবিস্মৃত,
কভু মহাঘোষকের মহাব্রত স্মরি'
প্রচারি' জ্বলন্ত সত্য, তত্ত্ব সুশাণিত
ভক্ত শ্রোতৃবর্গমাঝে !

বারাঙ্গনা হ'তে
বীরাচারী কাপালিক ; শূন্যধ্বজাধারী
অঘোরপন্থীরা, নামমাত্র-অবশেষ—
কঠোর বিবেকী জৈন বৌদ্ধ নাস্তিকেরা ;
শঙ্করের মায়াবাদী নিঃস্ব শিষ্যগণ
গোরার কৃপায় পেল ত্রাণ। দ্বিধা ত্যজি'
ছোট-বড় অসাফল্যে না করি' দৃক্‌পাত,
সঙ্কটসঙ্কুল বর্ত্মে করি' বিচরণ,
দস্যু-তস্করের হাতে, হিংস্রজন্তুমুখে
জীবন বিপন্ন করি' বার বার, সেই
দয়ার জলধি—সংসারে স্খলিত-পদ

ত্যাজ্যগণে, আর তার প্রসাদদূষিত
পূজ্যজনে মোহকূপ হ'তে কেশে ধরি'
তুলিতে লাগিলা টানি'। কুড়া'তে কুড়া'তে
বিপুল উপলরাশি পায় যথা কেহ
একটি অমূল্যনিধি,—পাইলা তেমতি
রায় রামানন্দে গোরা; বাছি নিলা তারে!

রামানন্দ ধন-মান-পরিজন ছাড়ি'
গোরার প্রণয়ে পড়ি' সাজিলা ভিখারী।
আরোহিলা রামগিরি একদিন গোরা
শিষ্য রামানন্দে ল'য়ে। নিম্নে প্রবাহিতা
পয়স্বিনী স্রোতস্বিনী ক্ষীর-নীর-ভারে!

এখনও উঠে নি রবি; পূর্ব্বদিগ্‌বধূর
লজ্জায় রক্তিমগণ্ড পড়িতেছে ফাটি'
পূর্ব্বরাগে শুধু! বায়ু বহিছে শীতল,
ঝর্ঝর ঝঙ্কার তুলি' ঝরিছে নির্ঝর,
শৈল-পক্ষী কলকণ্ঠে করিছে কাকলি!
সানুদেশে কুসুমিত কর্ণিকারমালা,
মেলিয়া পলাশনিভ অলস নয়ন
অরুণ আসিছে উঠে', শৃঙ্গে শৃঙ্গে ক্রমে
গুপ্ত হীরকের স্তর লাগিল জ্বলিতে!

নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক, ভ্রমে হরিণ-হরিণী
শাবকের সনে—ময়ূর ময়ূরী কত !
মুখরিত প্রাণ—গোরা রোমাঞ্চিত তনু,
লাগিলা কহিতে,—নির্ব্বাসিত রাম
করিলা ও গৃহে যবে প্রথম প্রবাস—
তারও আগে গিরিবর, কতকাল ধরি'
কি ধ্যানে দাঁড়ায়ে আছ উচ্চ করি' শির ?
আসিতেছে যুগে যুগে বিশ্বরঙ্গভূমে
আবর্ত্ত বিবর্ত্ত কত বিগ্রহ বিপ্লব,
তপোধন, চিরদিন শান্তির নেপথ্যে
তুমি বসি' ! তোমার সে গভীর সমাধি
ভাঙ্গাইনু বুঝি মৌনী, ছার কৌতূহলে !

কিন্তু তুমি মহাভাগ, না করি' ভ্রূক্ষেপ
ক্ষুদ্রের সে অত্যাচারে, প্রসন্ন হৃদয়ে
এ যুগের উদাসীনে ডাকিলে বিরলে !—
যেথা চির-নিরাশ্রয় শ্বাপদনিকরে
পালিতেছ, লতাগুল্মে বিটপীতে দিয়া
খাদ্য, ছায়া, প্রস্রবণে স্বাদুবারি, গুহ্য
গুহায় আরাম-বাস, রম্য নিরাপদ—
—সেই 'সদাব্রত'-দ্বারে ! কে বলে তোমারে
পাষাণ, বন্ধুর ? তুমি বিবেকীর বন্ধু

উলঙ্গ শিশুর মত, সমাজ-প্রথার
সূক্ষ্ম শ্লীল আবরণ-আভরণহীন!
খুঁত্ যেথা, সেথাই ত অন্তরের কাজ!
স্বভাব-সাধুরা ধরি' অন্তরে অমিয়
নারিকেলসম তাই বাহিরে নীরস!
রুক্ষ আচ্ছাদন সে কি অক্ষয়-কবচ,
রক্ষিতে অন্তর-সুধা বহির্দ্বন্দ্ব মাঝে?
হে মহর্ষি নিসর্গের, সার সান্দ্রীভূত
মর্ত্ত্যের উত্থিত আত্মা, শিখাও অধমে
কঠিন অটল তব যোগের নিয়ম;
ওই অভ্রভেদী তৃষা জাগাও এ হৃদে,
ওই ত্যাগ, ও তিতিক্ষা দাও সঞ্চারিয়া!

—এত বলি' করযোড়, ঊর্দ্ধমুখী; নেত্রে
দরধারা—সমাধিতে সহসা মগন!
পরমার্থ আলোচনে বঞ্চি' কিছুদিন
প্রিয় রামানন্দে ল'য়ে নির্জ্জন গুহায়
দেশ হতে দেশান্তরে লাগিলা ছুটিতে!
সহি' বহিঃপ্রকৃতির শত উপদ্রব,
অনশনে অনিদ্রায় উগ্র তপস্যায়
দিন দিন গৌরচন্দ্র ক্ষীণ, বিমলিন!
একদিন এল এক পঙ্গু কুষ্ঠরোগী,

কোল দিতে উঠিলেন গোরা যবে তারে,
শিষ্য এক রোধি' পথ কহে করযোড়ে,—
যাঁদের বাঁচনে বাঁচে সহস্রের প্রাণ,
লক্ষ লক্ষ জীবনের আদর্শ যাঁহারা,
দূরব্যাপ্ত ভবিষ্যের যাঁরা শিক্ষাগুরু,
তাঁদের জীবনে হেলা,—দৈব বিড়ম্বনা!
নিবারিয়া শিষ্যে গোরা করিলা উত্তর,—
যাহাদের দয়া-মায়া পাত্রাপাত্র খুঁজি'
সতর্ক সশঙ্ক হ'য়ে বিতর্ক-বিচারে
সতত দোদুল্যমান,—তাহাদের কাছে
মানুষ চায় না কিছু, নাহি পায় কিছু।
সিদ্ধির দুর্গম মার্গ—নহে রাজপথ!—
শেষে, সেই রোগতপ্ত শান্তিহীন প্রাণে
সেবায় আনিলা স্বস্তি,—শক্তি, সান্ত্বনায়।
একদা, দুদিন রহি সংযমোপবাসে
পারণে বসিবা যবে হেরিলেন গোরা,
পথে অনশনক্লিষ্টা ভিখারিণী এক
যায় শীর্ণ পুত্রে ল'য়ে, আপনি দয়াল
অমনি আদরে ডাকি, নিজ অন্ন দিয়া
তুষিলেন ক্ষুধাতুরে তৃপ্তি সহকারে!
কিন্তু, তার ফলে, নিজে সঞ্চয়-অভাবে
রহিলেন অনাহারী আরও একদিন।

দেখি' শুনি চিন্তিত শিষ্যেরা, সনির্ব্বন্ধে
বুঝাইলা রহিতে গোরারে সাবধান।
শিশু সম বড় মিষ্ট হাসি' মৃদু মৃদু,
উত্তরিলা রঙ্গে গোরা,—সাবধান? হাঁ, হাঁ,
রয়েছি সতর্ক! সদা সজাগচকিত
অতর্কিত সে বিরাট নীরবতা লাগি।
যাত্রার তরণী ঘাটে রেখেছি প্রস্তুত;
একটী অশ্রুতপূর্ব্ব বিশদ আহ্বান
রহিয়াছি প্রতীক্ষিয়া উন্মুখ শ্রবণে।
—চেও না অমন করে' বিস্ময়ে সংশয়ে,
মৃত্যু নহে ভয়ঙ্কর; মৃত্যু মনোহর।
উহারই অদৃশ্য এক তর্জ্জনীসঙ্কেতে
আঁধারের যবনিকা হবে অপসৃত;
জীবন-নেপথ্য হ'তে হইবে বাহির
রহস্যের দলবল অভিনেতৃবেশে!
যত গত-জনমের লুপ্ত ইতিহাস
জীবাত্মার, ভাত হবে পলক-আলোকে।
মৃত্যু নহে বিভীষিকা; মৃত্যু আশাময়!
অমর আত্মার মুখ্য শোধন-আগার
তার অধিকারে। কায়া-ক্লেদ ধৌত লাগি
মুক্তি-স্নান করায়ে সে শান্তি-স্নিগ্ধনীরে
নব ঐশ্বর্য্যের কান্তি দেয় বিমণ্ডিয়া।

কিসের ভাবনা তবে, কিসের শোচনা ?
নূতনজীবনধারা আসে যবে বহি,
তখনই ত জীর্ণ বাঁধ ভাঙ্গে দিতে পথ !—
এ সব প্রসঙ্গ কেন ? কহিলা শ্রীরূপ,—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র, এ যে সত্য সার !
মৃত্যু কি বিনাশ ? মৃত্যু বিচিত্র বিকাশ !
'নিত্যনব'-অভিলাষী বিশ্ব কৌতূহলী !
জীবনে যৌবন যদি না হত প্রকাশ,
সোণার শৈশব হত জন্ম-বিড়ম্বনা !
মত্ত জীব শুদ্ধসত্ত্ব জরার শাসনে !
দ্বিতীয় শৈশব জরা,—নহে অতিবাদ।
জন্মক্ষণে জরা সম অসাড় শরীরে
সবল চেতন আত্মা ল'য়ে মর্ত্ত্যে আসি।
স্বর্গের সংস্কার বুঝি জাগে ছায়া-ছায়া
সদ্য কায়াগ্রস্ত মায়া-জীবন-স্মৃতিতে,
আধ-ঘুম-জাগরণে স্বপ্নাবেশ সম !
শুয়ে মাতৃ-ধাত্রীক্রোড়ে তাই কাঁদি হাসি।
শিক্ষায় সংস্কার শেষে পড়ে' যায় চাপা ;
অহোরাত্র সুরক্ষিত সূতিকাগৃহের
পূত দীপালোক যথা দিবালোক মাঝে !
ক্ষীণ দীপে ঢাকা পড়ে জ্যোৎস্নার উৎসব !
দেহ-দীপ নিভে' স্ফুরে পুন আত্মা-চাঁদ !

এ যোগ-বিয়োগ—নহে ক্রূর-ক্রীড়া কারও !
নিয়মের শৃঙ্খলা এ ক্রমোন্নতি ধারা !
—যথা নীড়হারা পাখী কূলায় সন্ধানে,
(নিরাশ্রয় নিরালম্ব—শূন্যে শূন্যে কভু,
শাখা হ'তে শাখান্তরে আশ্রয় কখনও)
প্রবাসী আমরা গৃহে চলেছি তেমনি
আবর্ত্তে বিবর্ত্তে ঘুরি মৃত্যু হতে প্রাণে,
সে মুক্তির শেষ—চির অশেষে নিঃশেষে
আমিত্বসত্তায় পূর্ণ আনন্দ-চেতনা !
কেন ? কোথা ? কবে ?—জানি না জীবনাবধি
মরণে তা বুঝি যবে, পারি না তখন
বুঝাতে দেহীরে আসি—তাই সে জানে না
(এত তার দৃষ্টি স্থূলে !) মহা পরিণাম !
মানো বা না মানো—সূক্ষ্ম দয়ার রহস্য,
জীবন-যজ্ঞের মৃত্যু অমৃত আহুতি !

ম্রিয়মান শিষ্যগণে হাসিয়া কহিলা,—
মধুর প্রবোধবাক্যে,—যদি এত ব্যথা
বিদায়ের অনুবন্ধে, সত্য সত্য যবে
যাবে আপনার জন আঁখির আড়ালে,
কি করিবে ?—তখন কি শোকভারে তারে
'আকর্ষি' নামাবে নীচে—নামিবে আপনি ?—

কহিলেন সনাতন,—হোক্ সুখময়
মরণের হিমবুক,—প্রাণাধিক জনে
যে পারে স্বচ্ছন্দে দিতে অনন্ত-বিদায়,
হয় সে উন্মাদ, নয় পশুর অধম!
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র, বহিরাবরণ
দেহ তরে এত মোহ? যে দেহের হয়
শৈশবে কৈশোরে প্রৌঢ়ে যৌবনে জরায়
আকারে বিকার হেন—চেনা যেন দায়!
রোগে ক্ষীণ, শোকে দীন, সন্তাপে মলিন,
পলকে বিকল যেন কলের পুতুল!
ষড়রিপু ষড়ঋতু সম নানা রূপে
যে কায়া বিরূপ করে, তার তরে মায়া?
শরীর অমর হলে—হত অভিশাপ!
তাই আত্মা মুক্তি পায়;—দেবতা দয়াল!
বলিতে বলিতে, স্তব্ধ!—বাহ্যজ্ঞানহারা!
কি দেখিলা সমাধিতে?—চমকিয়া গোরা
কহিলা,—পুরুষোত্তম দেখিব আবার!
সেই রাত্রে মহাযাত্রা করিলা সদলে।
দেহে সে শকতি নাই, তবু শিষ্যগণে
দেন না যোগা'তে যান। পথে যেতে কিন্তু
সর্ব্ব অগ্রে! কোলাহল শুনিয়া অদূরে,
ছুটিলেন গৌরচন্দ্র একাকী সে দিকে;

দেখিলেন, হইতেছে ত্রস্ত আয়োজন
সহমরণের। বসি' মৃতপতি পাশে
অবদ্ধকুন্তলা সতী, উন্মাদিনী যেন!
শ্মশানবান্ধবগণ চারিদিকে ঘিরে'
করিতেছে হরিধ্বনি; সে অমিয় নাম,
মনে হ'ল, প্রেতকণ্ঠে পরিহাস সম!
সজ্জিত হয়েছে চিতা; কুলপুরোহিত
মণ্ডিয়া ললাটতল লোহিত চন্দনে,
দোলা'য়ে রুদ্রাক্ষমালা, রক্তাম্বর পরি'

বসেছেন তন্ত্র খুলি'; বাজিতেছে শাঁখ;
হইতেছে পুষ্পবৃষ্টি। দেখিলেন গোরা,
পৈশাচিক সমারোহ শান্তির শ্মশানে!
হত্যার উৎসাহ-হর্ষ সবাকার মুখে!
কহিলেন স্তোকবাক্যে শোক-বিহ্বলারে
মা আমার, কোথা যাবে? হায় অবোধিনী,
সত্য সত্য ভাবিয়াছ, মৃত্যু মিলাইবে
পতিরত্নে, সতী? হেন মৃত্যু, আত্মনাশ,
প্রবল প্রকৃতি সনে বিদ্রোহ ঘোষণা!
মিলন ত হবে না, মা! এ গমনে আরও,
দীর্ঘ বিরহের নিশা হবে দীর্ঘতর।
পতির সদ্গতি করি' যাও, শুভে, ঘরে;

'বিধবা, পরার্থ-ব্রত সংসারে তোমার,
সংসারে ক'রো না সেই সেবায় বঞ্চিত!
সরায়ে কুন্তলরাশি, তুলি' অতি ধীরে
বিষাদমলিন মুখ, কহিল মোহিতা,—
কে তুমি দেবতা, এলে ছলিতে আমায়?
এ কি কথা শুনাইলে?—জাগিছে আবার
বিস্বাদ জীবনে মায়া; পড়িতেছে মনে
বিচ্ছিন্ন কর্ত্তব্যভার; মনে হয় যেন,
যাব তব পথ ধরি'! কিন্তু, বল, বল,
জ্ঞানহীনা বিবশারে কর নি ছলনা?
সত্যই কি মৃত্যু নাহি মিলাবে তাঁহারে?—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—অয়ি সহৃদয়ে,
অজ্ঞ আমি, সব কথা বুঝাব কি তোমা,
সে সর্ব্বজ্ঞ না বুঝা'লে! আমি এই বলি,
অকালে জাগায়ে কালে ক'রো না দুর্ব্বল,

একদিন জাগিবে সে সহসা আপনি
নিয়মের ডঙ্কা যবে করিবে আহ্বান।
সেই সুস্থ সুপ্রসন্ন পরিপক্ক কাল
পতি সনে সতী তব ঘটাবে মিলন।
তার আগে, চিত্ত শুদ্ধ মোহমুক্ত করি'
লও আজি পুত্র পাশে তাঁর পরিচয়।

—এত বলি', দিলা মন্ত্র ; নব বলে বলী,
দাঁড়াইল শোকাকুলা কর্ত্তব্যে অটল !

স্বজনেরা কাণাকাণি লাগিল করিতে ;
জিজ্ঞাসিল একজন রোষে অসন্তোষে,—
কে তুমি হে পান্থ, হেথা কোন্ প্রয়োজন ?—
চিরসম্মোহন কণ্ঠে যাদু করি' সবে,
নয়নে আননে জ্বালি' অলৌকিক বিভা
কহিলা প্রশান্ত পান্থ,—যেই হই আমি,
হেথা আগমন মম যাঁর প্রয়োজনে,
তাঁর কার্য্যে চূর্ণ হয় সব দ্বিধা-বাধা ;
পাপ হয় সাপ, পরি' ধর্ম্মের মুখোস্ !

—সমীরণসমীরিত শুষ্কপত্রদলে
কে যেন ছোঁয়া'ল অগ্নি !—একে একে সবে
অনুতাপে তাপি' তূর্ণ আলোক লভিল !
কহিল,—কি দুষ্কার্য্যই হ'য়ে যেত আজ,
যদি তুমি, পরিত্রাতা, নাহি দিতে দেখা !—
প্রবোধি' সবারে, গোরা মাগিলা বিদায়।
—এতক্ষণ রুদ্ধরোষে কুলপুরোহিত,
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন,—আছিল কাঁপিতে ,
অকস্মাৎ পৈতা ছিঁড়ি', হানিয়া ভ্রুকুটি,
ঘূর্ণিত আরক্ত নেত্রে, দন্ত কড়মড়ি'

উঠিল গর্জ্জন করি',—রে ভণ্ডতপস্বী,
যাও, যাও ; একেবারে উচ্ছন্ন ত্বরায় !—
গোরা কহিলেন হাসি',—তথাস্তু, ব্রাহ্মণ,
শুভমস্তু !—অভিশাপ আশীর্ব্বাদ মোর !

নিষেধ-নির্ব্বন্ধ ঠেলি' গ্রামবাসীদের
'চোরানন্দী'-বনমুখে চলিলেন গোরা।
সেই বনে দস্যু-ভয়ে কেহ নাহি যায় !
দেখা দিল ভয়ঙ্কর নিবিড় কান্তার,
মধ্যাহ্নের রবিরশ্মি, ভয়ে সেথা মৃত !
ভৈরব, নীরব স্থান সমাধির প্রায় !
মনে হ'ল, জটাধর ক্ষ্যাপা দিগম্বর
অদ্ভুত-উদ্ভিদ্-আত্মা যত, রহস্যের
সূক্ষ্ম-তিমিরাবরণ জড়ায়ে কটীতে,
হাহাকার ? না, সে-সুরে হাসা হাসিতেছে ?
মনে হ'ল, সেখানের করালী প্রকৃতি
উদার অনন্তে চির অন্তরাল করি'
কুমন্ত্রণা দিয়ে যেন রাখিছে উদ্যত
হিংসার শাণিত খড়্গ ! দিতেছে প্রশ্রয়
নির্দ্দোষীর রক্তপাতে ; করিছে নির্ব্বাণ,
বিবেক-স্ফুলিঙ্গকণা জ্বলিছে যখন !

হেরিলা আড়ালে রহি', বসি দস্যুদল
সারা গায়ে লিপ্ত গাঢ় লোহিত চন্দন,

বিকট দশনচ্ছটা শ্মশ্রু-গুম্ফ মাঝে,
রুক্ষ জটা ভেদি শুষ্ক জ্বলিছে নয়ন!
—নরমুণ্ডমালা গলে, লোল রসনায়
রক্ত-গঙ্গা সঙ্গে রঙ্গে ডাকিনী যোগিনী—
মুক্তকেশী দিগ্বসনা মূর্ত্তি কপালিনী!
ঝুলিছে শাণিত খড়্গ বর্শা, ধনু-তীর।
নৃকঙ্কাল পানপাত্র!—বীভৎস উল্লাসে
সুরা পিয়ে কেহ নাচে কেহ হাসে, গায়!
কেহ লড়ে; কেহ করে জঘন্য বচসা!
দেখিলা, সবার ভালে লেখা 'নরঘাতী';
গিয়েছে অসাড় হ'য়ে হৃদয় সবার!
যেই বাহিরিলা গোরা অন্তরাল হ'তে,
সাঙ্কেতিক তূর্য্যনাদ হইল অমনই;
—সচকিত দলপতি আগন্তুকে হেরি'
হুঙ্কারি' আসিল ছুটি,' উদ্যত-ছুরিকা!
কি যেন কুহকে পুন হটিল পশ্চাতে,
দেখিতে লাগিল কার অম্লান মূরতি,
আয়ত্তের বহির্ভূত, হিংসার অতীত,
করুণায় ছল ছল, প্রেমে ঢল ঢল!
কহিল,—কে তুমি? কেন হেথা আগমন?
কহ সত্য, দস্যুপতি সুধায় তোমায়!—
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র,—তুই দস্যুপতি?

নরঘাতী সে নারোজি?—আমি বন্ধু তোর!
আসিয়াছি জানাইতে, হয়েছে সময়
তোর ফিরিবার; নাই এ পথে কল্যাণ!
বন্যপশুসম তুই ঘৃণিত, তাড়িত!
হিংসায় কি সুখ, বল্? আসিয়াছি তাই,
নূতন পথের সন্ধি করিবারে দান,
আপনি করুণাময় পাঠাইলা ভৃত্যে
দিতে এ বারতা তোরে!—টলিল পাষাণ!
কি যেন অভাবনীয় ভাবের তাড়নে
রহিল নিস্পন্দ, স্তব্ধ;—গলিল পাষাণ!
প্রভুরে নিস্তেজ দেখি দস্যু একজন
সহসা পশ্চাৎ হ'তে দীর্ঘ যষ্টি তুলি'
মারিল গোরার মাথে; আহত মস্তক
ধরি', সেইক্ষণে বসি' পড়িলেন গোরা!
কি করিলি, কি করিলি? কাহারে মারিলি?
—বলি' দলপতি ছুরী বিঁধাল আমূল
আঘাতকারীর বক্ষে চক্ষের নিমেষে।
এতক্ষণ ছিলা গোরা আঘাতে বিহ্বল;
পদপ্রান্তে দস্যুপতি গদগদ ভাষে
রাখিয়া রক্তাক্ত অস্ত্র কহিল,—দেবতা,
পশু আমি, তবু নহি অন্ধ একেবারে,
দেবতারে হিংসে যেই, এই গতি তার!

—এত বলি' মৃতদেহ দিল দেখাইয়া।
—গোরার লাগিল মনে, যেন সেইক্ষণে
আমূল বিঁধিল ছুরী তাঁরই নিজ বুকে।
ছাড়া'য়ে চরণ বেগে, দাঁড়াইলা দূরে;
সভয়ে হেরিল দস্যু,—আয়ত্ত-অতীত,
তুঙ্গ গৌর-অচলের তুষার ধবল,
উত্তাপতরল, স্নিগ্ধ করুণা-ঝরণা
মুহূর্ত্তে হইয়া গেছে হিম, সুকঠিন!
উঠিলা গর্জ্জিয়া গোরা,—ধিক্ ধিক্, ক্রূর,
আপনার অনুগতে করিলি বিনাশ?
উহার কি অপরাধ? তোর কাছে ওরা
যেমন পাইছে শিক্ষা, করিতেছে তা'ই!
আমারে মেরেছে দস্যু, কি হয়েছে তোর?—
সেইক্ষণে ছুটি' গিয়া শব পাশে গোরা
মৃত-বন্ধু চিত্র ল'য়ে বন্ধু যথা রহে
কাতর সতৃষ্ণ মৌন, রহিলা তেমনই!
কৃপাসিন্ধু ক্ষমা কর, কাঁদিছে নারোজি,-
কিছুক্ষণে কৃপাসিন্ধু তুলিলা পতিতে;
নিলা প্রেমস্বর্গে; হ'ল শান্তিবিনাশক
শান্তি-উপাসক! সঙ্গ লইল গোরার
অপহৃত ধন-রত্ন পায়ে ঠেলি' সব;
আশার অতীত নিধি পাইল কাঙ্গাল!

অন্য দস্যুগণ ত্যজি' পূর্ব্বের স্বভাব
একে একে যূথবদ্ধ মেষপাল সম
হইল পশ্চাদ্‌গামী দলাধিপতির!
সে নিহত দস্যুটির সহোদর শুধু
চলিল বিভিন্ন পথে; কহিল সরোষে
গৌরচন্দ্রে লক্ষ্য করি',—থেকো সাবধান,
অরণ্যচরের ওহে শান্তিবিঘাতক,
বন্ধুবিচ্ছেদের মূল, ভাই দিয়ে ভা'য়ে
করা'লে নিধন!—আছে প্রতিশোধ তার!—
বিদ্রোহীরে ধরিবারে ধাইল দস্যুরা;
নিবারি' সবারে গোরা কহিলা গম্ভীরে,—
হিংসা দিয়া প্রতিহিংসা যেও না রোধিতে!
তেথা হ'তে পূর্ব্ব পথে চলিলেন গোরা।
একদা সাজিল মেঘ শারদ আকাশে;
সেই কৃষ্ণ খণ্ড-মেঘ দেখা গেল, যেন
রয়েছে যোজনব্যাপী অভ্রশয্যা যুড়ি'
ভীষণ দর্শনা এক নিদ্রিতা দানবী!
নভঃপ্রান্ত মুহুর্মুহু লাগিল জ্বলিতে
বিনা শব্দে; ঘোর রোলে ডাকিল অশনি!
লঘুকৃষ্ণ মেঘমালা গাঢ়তর হ'য়ে,
উন্মাদিনী ঝটিকারে দিল উড়াইয়া,
ভাঙ্গাইয়া নিদ্রা তার!—দেখিছেন গোরা,

উন্মুক্ত প্রান্তরপথে আসিতেছে ধেয়ে
রুক্ষ, মুক্তকেশী ভীমা শ্বাসিয়া সঘনে,
লক্ষ হস্তে ছিটাইয়া ঘূর্ণ্যমান ধূলি
চ্যুত শুষ্ক পলায়িত পত্রসংহতিতে
করাঘাতে খরশব্দ তুলি', উচ্চ-শির
তরুদের স্কন্ধে ধরি' সবেগে নোঁয়ায়ে,
নদীর তরঙ্গগুলি আছাড়িয়া তটে,
বিজয়-তাণ্ডবে মাতি' !—দেখিতে দেখিতে,
বাড়িল প্রলয়ঙ্করী রণ-উন্মাদিনী,
লাগিল দ্বিগুণবেগে ছাড়িতে নিঃশ্বাস !

দ্রুততর চমকিতে লাগিল চপলা ;
আরোহিল শেষগ্রামে বজ্রের নির্ঘোষ ;
হইল করকাপাত খর—খরতর।
ধরার উৎক্ষিপ্ত ধূলি লুকাইল ত্রাসে
নভধূলিকার কোলে ! ক্রমে ঘনীভূত,
নামিল মুষলধারে অবিরাম ধারা।
রাক্ষসী, ধ্বংসের শক্তি পরিশ্রান্ত হ'য়ে
প'ড়িল ঘুমায়ে, শিষ্ট শিশুটির মত !
নবধারাস্নাত ধূম্র তরুপংক্তি হ'তে
তখন পাণ্ডুর চন্দ্র মারিতেছে উঁকি !

নাহি মানি' শিষ্যদের নির্ব্বন্ধ নিষেধ
ত্যজি' ঘনপত্রে-রচা সহকার-মূল
এতক্ষণ ছিলা গোরা দাঁড়ায়ে বাহিরে
সিক্তচিরে, ক্ষিপ্ত সম ; উৎফুল্ল অন্তরে
উল্লাস দেখিতেছিলা হিংস্র প্রকৃতির ;
কহিলেন শিষ্যগণে সম্বোধি',—জানকি
কিসের ইঙ্গিত এই ? অচেতন জড়ে
হেন জাগরণী করে জীবন সঞ্চার !
ঘুম আসে যবে ছেয়ে আত্মার শরীরে
তারও জাগরণ চাই !— নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া
প্রভু ডাকিছেন দাসে নূতন জগতে,
নূতন আদেশ তাঁর করিতে বহন।
উঠিল শিষ্যেরা কাঁদি,—ব'লো না ও কথা ;
রাখিতে নারিব প্রাণ তোমার বিহনে !
শুনিয়া ব্যাকুল হ'য়ে উঠিলেন গোরা ;
জানিতেন ভালমতে, তাঁর প্রতি এই
অনুরক্ত ভক্তদের কি প্রগাঢ় প্রীতি !
কহিলেন গোরা,—হায় এত ক'রে তবে
মৃত্যুর নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝানু কি বৃথা ?
প্রিয়গণ, সাধুগণ; সর্ব্বস্ব আমার,
মোর অতীতের বল, ভবিষ্যের আশা,
ভুলিলে কি, তোমরা যে বিশ্বাসী বৈষ্ণব ?

হাতে ধরি’ প্রতিজনে কহিলা সাদরে,—
পড়িও না ভাঙ্গি কেহ আমার বিহনে!
প্রিয়বিরহের স্মৃতি পবিত্রবিষাদ
ভুলিতে চেও না তবু; রক্ষা ক’র তারে
অগ্নিহোত্র সম, বিশ্ব-হিত-হোম লাগি!
সেই অগ্নি বক্ষে—প্রচারিবে ধর্ম্ম মোর—
ভক্তি যার ভর-ভিত্তি প্রেম যার প্রাণ!
আসিল উত্তর ধীরে!—কিন্তু বল প্রভু,
কাণ্ডারীবিহীন তরী ডুবিবে না স্রোতে?—
কহিলেন গৌরচন্দ্র,—সে কি কোন কথা?
কে আমি, কি শক্তি মোর? যাঁর কার্য্য, ভাই,
ছিনু বলী এতকাল তাঁহারই ত বলে!
ঐশী-আশীর্ব্বাদে পার হইবে সঙ্কটে।
মোর ক্ষুদ্র শক্তি সাথে রহিবে জাগিয়া;
তোমাদের সঙ্গ-ছাড়া নহিব কদাপি;
মরণেও বেঁচে র’ব তোমাদের মাঝে
আমা হ’তে হয় নাই ব্রত উদ্‌যাপন,
এ জনম, এ জীবন গেছে রে বৃথায়;
তোমরা করিও সেই সূচনার শেষ!—
ভাল যদি বাস মোরে—স্পর্শ করি সবে
করহ শপথ,—দিবে তাঁর কাজে প্রাণ!
যন্ত্রের চালিত-প্রায়, একে একে আসি

শ্রীঅঙ্গ পরশি সবে করিল শপথ—
প্রাণপণে ঐশ—কার্য্য করিব সাধন!—
নূতন আশ্বাসে গোরা উঠিলেন মাতি',
বার বার আশীর্ব্বাদ করিলেন সবে।

নীলাচল সন্নিকটে আ সিলা যখন,
দামোদর পণ্ডিতের পাইলা সাক্ষাৎ,
ছেড়েছেন নবদ্বীপ তাঁহারই সন্ধানে।
শুনি' শোচনীয় দশা মাতা বনিতার,
যশোধন নিত্যানন্দ রোগে শয্যাগত,
নির্ব্বাপিত, জরা-ভার তেজস্বী অদ্বৈত!
কতিপয় সাধু শিষ্য পরলোকগত!
—ধৈর্য্য গেল ক্ষণতরে; ঊর্দ্ধে চাহি' গোরা
কহিলেন,—হে তারণ, কত দেরী আর?—
শুনিলেন, অন্তরীক্ষে অশরীরীবাণী
অন্যের অশ্রুত স্বরে তাঁর কর্ণমূলে
স্তনিত ধ্বনিত হ'ল,—এস, জয়ী, এস,
সাঙ্গ ভবলীলা তব; এস, শ্রান্ত, এস,
শান্তির অখণ্ডরাজ্যে সিংহাসন'পরে!
—পলকে মিলা'ল বাণী মেঘস্তর দিয়া
তরঙ্গিয়া প্রতিধ্বনি অশরীরিসম,
সূক্ষ্মতম-ধারণার অগোচর লোকে!

শীতের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য উঠিল জ্বলিয়া,
হাসিল দ্যুলোক মৌনে নিশ্চিন্তের হাসি,
আলোকিত পুলকিত গোরার হৃদয় !
পুরীতীর্থে, সিন্ধুতীরে আসিলা সদলে।
ক্লান্ত ভক্তদের দৃষ্টি এড়ায়ে নিশীথে
বসিলা সৈকতে আসি' জাগরিত গোরা
নিভৃতে নিহিত-ধ্যানে যোগাসন করি'।
উল্লাস উচ্ছ্বাস সেই উত্তাল সিন্ধুর
প্রাণের সুড়ঙ্গে পশি' তরঙ্গ তুলিল ;
সেই দিন মাঘী-পৌর্ণমাসী। চন্দ্র যেন
ত্রিদশের তুহিন- অচল, মর্ত্ত্যোপরে
বর্ষিছে হিমানীকণা ! তীরে, ঘরে ঘরে
দ্বার রুদ্ধ , নরনারী নিদ্রা-অচেতন।
শুধু, আকাশের কোটি অনিমেষ-আঁখি
ক্ষুরধার দৃষ্টি দিয়া মায়া-পাতালের
মণিখনি খুঁজিছে কি আবিল অতলে ?
এদিকে তরঙ্গায়িত, জ্যোস্না-ঠিকরিত
চকমক্-সাগরের সহস্র নয়ন
হানিতেছে মর্ম্মভেদী কটাক্ষ সঘনে
নিথর নভোধি পানে ; সে অতলে লীন
নীহারিকা-মতিমালা চাহে বা লক্ষিতে !
ঊর্দ্ধে অধে দুই সিন্ধু, দোঁহাকার মাঝে

দেখি' নিজ নিজ ছায়া শ্রান্ত হইতেছে
অম্বর, গম্ভীর তাই প্রশান্ত বিষাদে ;
সাগর, অধীর বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত হুতাশে।
হেরিতে লাগিলা গোরা সাগরের লীলা ;
ফিরে' ফিরে' যায়, পুন আস্ফালি দ্বিগুণ
দূর ওপারের ঊর্ম্মি শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া
ছুটে' এসে বালুতটে পড়িতেছে ভাঙ্গি' ;
এ পারের মায়া-কারা এমনই কঠিন ;
শিথিল সিকতা-গ্রন্থি এতই নিবিড় !

ক্রমে রাত্রি গাঢ় হ'ল ; তখন বিভোরে
উদ্বেল-সমুদ্রতটে ঘুমাইছে ধরা !
শুধু এই নিশাকালে, হেন আলোড়িত
চক্রীর কলুষকৃষ্ণ বিক্ষুব্ধ ভাবনা !
আরতির শুভশঙ্খ উচ্চারি' কখন
বিশ্বের কল্যাণবাণী, ফিরে গেছে ঘরে !
প্রতি ধ্বনি অন্তরের কুহরে জাগিয়া
সে তানের স্মৃতিরেশ বহুক্ষণ ধরি'
আপনি গুঞ্জিল বসি', ভুঞ্জিল আপনি ;
কবে সেও শ্রান্তিভরে পড়েছে ঘুমায়ে ,
ঝঙ্কৃত সে সুর-সূত্র বিচ্ছিন্ন, বিকৃত !

গাঢ়তর—গাঢ়তম হ'য়ে নিশীথিনী
বিছাল শয়ন নীরে ; যুগ-যুগান্তের
সে দিব্য অনন্তশয্যা হ'ল প্রতিভাত
অন্তশয্যা সম ! আঁধার অকূল হ'তে
আসিল অস্ফুট-স্বরে মৃত্যুর আহ্বান !
শীতের শীতল সৌম্য মহানিশা সনে
এদিকে গোরার প্রাণে একান্তে কখন
বিকারের রৌদ্র সুর নেমেছে নিখাদে।
—গেল বাহিরের ক্ষুদ্র খর কোলাহল ;
নবভাবস্পর্শে স্ফীত উঠিল জোয়ার
স্তম্ভিত অন্তর ছাপি', গম্ভীর আবেগে।
মনে হ'ল, সাগরের দোললীলা সনে
দোলায়িত প্রাণ যেন এক হ'য়ে গেছে !
চাহিয়া চাহিয়া সেই ক্ষিপ্ত সিন্ধু পানে
হৃদয়ের মত্ত সিন্ধু লাগিল ডাকিতে !
অদ্ভুত-মানসসৃষ্ট উল্লসিত-নেত্রে
দেখিলেন গোরা, সলিলে অপূর্ব্ব দৃশ্য,—
মিলি' ব্রজবালাকুল যেন যমুনার
তরল চপল নীলে মেলি' নীলাঞ্চল,
জলকেলি করিতেছে কলহাস্য সনে।
দেখিলা সেথায়,—তরী'পরে হাসিছেন
আপনি গোকুলচন্দ্র কাণ্ডারীর বেশে !

—ত্রিভঙ্গবঙ্কিম ঠাম, অধরে মুরলী,
শিরে শিখীপুচ্ছশোভা, গলে বনমালা,
কটিতটে পীতধড়া, চরণে নূপুর।
—মোরে লহ! মোরে লহ!—বলি অকস্মাৎ,
অধীর হইলা গোরা পড়িতে শ্রীপদে!

ঠিক সেইক্ষণে প্রলয়-আবর্ত্ত রচি'
লক্ষ বাহু বাড়াইয়া উদ্দাম তাণ্ডবে
দুলিয়া উঠিল সিন্ধু বারেকের তরে;
অট্ট হাসি' এল এক ঝঞ্ঝার তাড়না
ক্ষণতরে রণবেগে! বেদনাচপল
প্রবল কম্পন ধরা সম্বরিল বুকে!
আচম্বিতে প্রভাহীন গ্রহণে যেমত—
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হ'ল অন্তহিত!
অন্ধকারে গণ্ডগোলে মরতের কাছে
স্বর্গ মাগি' নিল কোন্ শিরোমণি তার?
দ্যুলোকে উদিবে বলি' দীপ্ততর জ্যোতি,
আলোকিত ভূলোক কি হারা'ল আলোক?

প্রাতে, কালনিদ্রা হ'তে জাগি' শিষ্যগণ
না পেয়ে গুরুর দেখা গণিল প্রমাদ;
ধিক্কারে অদৃষ্টে সবে আপন বুদ্ধিরে।

—স্মরি' তাঁর সিন্ধুপ্রীতি—উপেক্ষা জীবনে,
নানা অমঙ্গল-ছবি লাগিল দেখিতে!—
দিশাহারা, বৃথা কারে লাগিল খুঁজিতে?
অচিরে জানিল, সবই গেছে ফুরাইয়া!
দারুণ শপথ স্মরি' বাঁধিল ত বুক,
তুষানলে কিন্তু সবে লাগিল দহিতে।
চৈতন্যবিহীন শক্তি পারে না জাগাতে;
আপন অস্তিত্বে আর হয় না প্রত্যয়;
ভাঙ্গা-বুক আর কারো লাগিল না জোড়া;
গুরুর অন্তিমবাণী স্মরি' শিষ্যগণ
তাঁর মহাছায়া মাঝে অবলুপ্ত হ'য়ে,
নিজ নিজ দৈন্য ভাবি' হুতাশে উদাস,
সংশয়ে আকুল, ত্রাসে কম্পিত, কাতর,
কর্ত্তব্যে ফিরা'ল মন দৃঢ়তর করি'।
সেই অভিরাম মূর্ত্তি লাগিল হেরিতে;
সেই সঞ্জীবনকণ্ঠ লাগিল শুনিতে;—
আমা হ'তে হয় নাই ব্রত উদযাপন;
এ জনম, এ জীবন গেছে রে বৃথায়;
তোমরা করিও সেই সূচনার শেষ!—

সত্যই কি হয় নাই ব্রত উদযাপিত?
ঐশ কার্য্য হয় নাই পূর্ণ সমাধান?

কে বুঝে রহস্য তার ?—কি প্রকাণ্ড তৃষা
বৃহতের—কর্ত্তব্য কি অখণ্ড কঠিন !
চিরদিন মহাজন আপনাবিস্মৃত ;
যত করে, যত ভরে,—ভাবে সবই বাকী !
শেষদিনে নাহি মেটে প্রাণের পিপাসা !
তবে ইহা সুনিশ্চিত ; – কৃতার্থ, সার্থক,
ধরা পেয়ে গৌরচন্দ্রে, পূর্ণচন্দ্র-হেন ;
আর, তাঁর প্রবর্ত্তিত ভাবধর্ম্ম লভি' ;—
ভক্তি যার ভর-ভিত্তি, প্রেম যায় প্রাণ !

সমাপ্ত

যাঁহার নাট্য ও কাব্য-প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যে ও বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে
নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে, সেই
সুপ্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকার
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত

পুস্তকাবলী

চিত্তোন্মাদী ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

চিতোরোদ্ধার

(তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে)
(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)
সুদৃশ্য রঙিন অ্যাণ্টিকে ছাপা ; গোলাপী রঙের মলাট।
মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

ভাগ্যচক্র

(দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে)
(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)
আমূল সংশোধিত। একপ্রকার নূতন গ্রন্থ বলিলেই হয় ;
পুরু অ্যাণ্টিকে ছাপা। গোলাপী রঙের সুদৃশ্য মলাট।
মূল্য ১৲ এক টাকা।

কাব্য-গ্রন্থাবলী

সুবৃহৎ তিন খণ্ডে প্রকাশিত

ইহাতে মোট ১৮ খানি গ্রন্থ আছে।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন সম্পাদিত। জলধরবাবু 'সম্পাদকের নিবেদনে' কবি ও কবির কবিতার প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন অতি সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ড

১। পদ্মা, ২। যমুনা, ৩। গীতি, ৪। গীতিকা, ৫। দীপ্তি, ৬। দীপালী, ৭। আরতি।

দ্বিতীয় খণ্ড

১। গৌরাঙ্গ, ২। গল্প, ৩। গাথা, ৪। আখ্যায়িকা, ৫। চিত্র ও চরিত্র।

তৃতীয় খণ্ড

১। কবিতা, ২। পাথেয়, ৩। পাষাণ, ৪। পাথার, ৫। গৈরিক, ৬। গান।

সাধারণ সংস্করণ—প্রতিখণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা। বিশেষ সংস্করণ—দামী পুরু অ্যান্টিকে ছাপা, উৎকৃষ্ট দুই রঙের কাপড়ে বাঁধা সুদৃশ্য মলাট, প্রতিখণ্ডের মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।